Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Bhadra 26, 1433 Bangla, September 10, 2026, Thursday, No. 247, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has directed law enforcement agencies to take strict action to curb excessive use of polythene and plastic. [R. Today: 33]

The Prime Minister has said, government is planing to replace diesel-powered irrigation pumps with solar-powered for farmers across country within next five years. [BBC: 08]

Death toll in measles and measles-like symptoms has risen to 1,002 across country. [BBC: 05]

Government has barred using of "His Excellency" & "Honourable" before the titles of President and Prime Minister in official communication and documents. [R. Today: 38]

State Minister for Foreign Affairs has informed that Oman has expressed interest in recruiting 10,000 Bangladeshi farmers & fishermen. [R. Today: 35]

Chief Election Commissioner has hoped that local government elections will be credible like national election. [Jago FM: 14]

ISPR has informed that two Bangladeshi Army men have been killed and an officer seriously injured during a field firing exercise in Chattogram. [BBC: 05]

High Court has declined to allow sleeper buses to operate on highways without approval of Bangladesh Road Transport Authority. [R. Today: 35]

Iran backed Houthis in Yemen have reported that Saudi Arabia carried out more than a dozen airstrikes targeting various positions held by them. [BBC: 06]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ভাদ্র ২৬, বাংলা ১৪৩৩, সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, নং- ২৪৭, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

পলিথিন ও প্লাস্টিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বন্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান । [রে. টুডে: ৩৩]

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সেচ কাজে ডিজেলচালিত পানির পাম্পের পরিবর্তে কৃষকদের সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প প্রদান করা হবে। [বিবিসি: ০৮]

দেশে হাম ও হাম উপসর্গে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০০২ জনে। [বিবিসি: ০৫]

সরকারি দাপ্তরিক যোগাযোগ ও নথিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদবির আগে সম্মানসূচক শব্দ `মহামান্য, ও `মাননীয়, লিখিতরূপে ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। [রে. টুডে: ৩৮]

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে পাঁচ হাজার কৃষক এবং পাঁচ হাজার মৎস্যজীবী নেবে ওমান। [রে. টুডে: ৩৫]

জাতীয় নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশাবাদ প্রধান নির্বাচন কমিশনা নের। [জাগো এফএম: ১৪]

চট্টগ্রামের হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে অনুশীলন চলাকালে দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুই জন সৈনিক নিহত এবং এক জন কর্মকর্তা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে আইএসপিআর। [বিবিসি: ০৫]

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সড়ক ও মহাসড়কে স্লিপার বাস চালানো যাবে না বলে হাইকোর্টের আদেশ । [রে. টুডে: ৩৫]

ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত হুথিরা জানিয়েছে, তাদের বিভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করে সৌদি আরব ডজনেরও বেশি বিমান হামলা চালিয়েছে। [বিবিসি: ০৬]

বিবিসি

তেলবাহী ট্যাংকারে হামলার জবাবে জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের হামলা

তেহরান গত দুইদিনে দুইবার একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজকে হামলার লক্ষ্যবস্তু করার জবাবে মার্কিন বাহিনী পাঁচটি ইরানি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)। সেন্টকম আরও জানিয়েছে, ওমান উপসাগরে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চারটি ইরানি তেলবাহী ট্যাংকারকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। এছাড়া ইরানের উপসাগরীয় উপকূলের কাছে প্রধান তেল রপ্তানি টার্মিনাল খারগ দ্বীপের কাছে আরও একটি ট্যাংকারে হামলা চালানো হয়। জবাবে তেহরান জর্ডানে একটি মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। তবে জর্ডান জানিয়েছে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ২০টি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ১৮টি ভূপাতিত করেছে। গত এক সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা আরও তীব্র হয়েছে। এর আগে, ছয় মাসেরও বেশি সময় আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা চালিয়েছিল। এশিয়ার বাজারে দিনের শুরুতেই তেলের দাম বেড়েছে। অপরিশোধিত তেলের দাম দেড় শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৯৯ দশমিক ৪১ ডলারে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে লেনদেন হওয়া অপরিশোধিত তেলের দাম ১ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়ে ৯৪ দশমিক ৫৫ ডলারে পৌঁছেছে। জর্ডানের সশস্ত্র বাহিনীর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, ইরান থেকে জর্ডানের দিকে ছোড়া দুটি ক্ষেপণাস্ত্র জনবসতিহীন এলাকায় পড়েছে।

ইরান আরও প্রতিশোধমূলক হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তারা কুয়েত ও বাহরাইনের বন্দরের কাছে থাকা মার্কিন-সংশ্লিষ্ট ট্যাংকারগুলোর ক্রুদের সতর্ক করে বলেছে, "তারা নোঙর করা অবস্থায় থাকুক কিংবা বন্দরে অবস্থান করুক- অবিলম্বে জাহাজ ছেড়ে চলে যেতে হবে, কারণ এগুলো লক্ষ্যবস্তু করা হবে।„ ইরান সম্প্রতি একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর জের ধরে সাম্প্রতিক উত্তেজনার সূত্রপাত হয়। সেন্টকম তখন জানিয়েছিল, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সফলভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং হামলায় কোনো মার্কিন সেনা আহত হয়নি। এর জবাবে যুক্তরাষ্ট্র জানায়, তারা যে পাঁচটি ইরানি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলা চালিয়েছে, সেগুলো 'বহু বিলিয়ন ডলারের একটি ছায়া নেটওয়ার্কের অংশ', যা আইআরজিসি এবং তাদের আঞ্চলিক সহযোগী গোষ্ঠীগুলোকে অর্থায়ন করে। সাম্প্রতিক মার্কিন হামলায় যে ইরানি ট্যাংকারটি আক্রান্ত হয়েছে, সেটি খারগ দ্বীপের কাছে ছিল। খারগ দ্বীপ ইরানের প্রধান তেল রপ্তানি টার্মিনাল হিসেবে কাজ করে। দেশটির মোট অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৯০ শতাংশ খার্গ দ্বীপের মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়। মূল ভূখণ্ড থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সেখানে পৌঁছানো হয়। আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার কারণে তেলের দামের ওপর চাপ আরও বেড়েছে। মঙ্গলবার ইরানের সমর্থনপুষ্ট ইয়েমেনের হুথিরা সৌদি আরবের জ্বালানি স্থাপনা ও বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালিয়েছে। সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এতে ৭৩ জন আহত হয়েছে।

ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সৌদি আরবের তেল স্থাপনা ও অন্যান্য অবকাঠামোতে আগুন ধরে যায়। সৌদি সামরিক বাহিনী ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় জানায়, এর ফলে কিছু কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সাম্প্রতিক পাল্টাপাল্টি হামলা সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, পরিস্থিতি 'খুবই সরল'। কলম্বিয়া সফরের সময় সাংবাদিকদের রুবিও বলেছেন, "ইরান বারবার মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজে হামলা চালানোর চেষ্টা করছে। আর তারা যতবারই এমন করবে বা করার চেষ্টা করবে, ততবারই তারা ট্যাংকার হারাবে। এবং আমি মনে করি, আজও আপনারা সেটি দেখতে পাবেন।„ মঙ্গলবারের মার্কিন হামলা চালানোর কয়েক ঘণ্টা আগে ইরানের নৌবাহিনী দাবি করেছিল, তারা হরমুজ প্রণালিতে একটি চালকবিহীন মার্কিন সাবমেরিন দখল করেছে। সেন্টকম-এর মুখপাত্র মার্কিন নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন টিম হকিন্স জানান, "মার্কিন বাহিনী পরিচালিত পানির নিচের ড্রোনটি একদিনেরও বেশি সময় আগে বিকল হয়ে গিয়েছিল।„ তিনি বলেন, আঞ্চলিক জলসীমা পর্যবেক্ষণ এবং চলমান সামরিক অভিযানে সহায়তার জন্য ড্রোনটি ব্যবহার করা হচ্ছিল। তিনি আরও জানান, বিকল হওয়া ড্রোনটি ছিল একটি পুরনো মডেলের। এতে কোনো সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহের সক্ষমতা ছিল না এবং এতে কোনো শ্রেণিবদ্ধ 'সোনার বা রাডার' সরঞ্জামও ছিল না। তিনি জানান, আঞ্চলিক জলসীমায় মার্কিন অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিদেশে পড়তে যাওয়ার আগে যে-সব পরীক্ষা সম্পর্কে জানা জরুরি

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছরই হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে। ফলে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বাড়ছে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী। বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের যে-সব দেশে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী যেতে আগ্রহী থাকেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি ও জাপানের ছাড়াও ইউরোপের কিছু দেশ। মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব, পড়ার বিষয় এবং বৃত্তি পাওয়ার সুযোগ- এসব চিন্তা থেকেই শিক্ষার্থীরা কোন দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন, সেটি নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করেন। ইউনেস্কোর ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫২ হাজার ৭৯৯ শিক্ষার্থী বিদেশে পড়তে

গেছেন। বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশে পড়তে যেতে চান, তারা ভালো অ্যাকাডেমিক রেজাল্টের পাশাপাশি ভাষাগত দক্ষতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এসব সহায়ক পরীক্ষাগুলোতে ভালো স্কোর থাকলে কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি কিংবা স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায় বলে বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি গবেষক ড. নাদিম মাহমুদ।

কোন পরীক্ষাগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার

বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যারা পড়তে যাওয়ার চিন্তা করছেন, তাদের বেশিরভাগকেই ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রমাণের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। নাদিম মাহমুদ বলছেন, ইংরেজি ভাষায় পড়ার ক্ষেত্রে আইইএলটিস ও টোয়েফল বেশি জনপ্রিয় হলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পড়তে বিভিন্ন ধরনের ভাষাগত দক্ষতার প্রয়োজন হতে পারে। মূলত ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত কোর্সের জন্য আইইএলটিস ও টোয়েফল ছাড়াও এসএটি, জিআরই, জি-ম্যাট- এর মতো ভাষাগত দক্ষতার পরীক্ষায় সফল হতে হয়। এছাড়া জার্মান, জাপান কিংবা চীনের মতো দেশগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা অর্জনের পরীক্ষা দিতে হয়। এক্ষেত্রে জার্মান ভাষায় পরিচালিত কোর্সে ভর্তি হতে হলে টেস্টড্যাফ বা ডিএসএইচ পরীক্ষার মাধ্যমে জার্মান ভাষায় দক্ষতার প্রমাণ দিতে হয়। আবার অনেক দেশেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বিষয়ের স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) প্রোগ্রামে অনেক সময় জিআরই পরীক্ষার স্কোর প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া কিছু বিজনেস স্কুলের এমবিএ ও ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির জন্য জি–ম্যাট স্কোর চাওয়া হয়।

আইইএলটিএস ও টোয়েফল

উন্নত বিশ্বের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি ভাষার দক্ষতার প্রমাণ হিসেবে অ্যাকাডেমিক আইইএলটিএস (ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম) এবং টোয়েফল (টেস্ট অব ইংলিশ অ্যাজ এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ) গ্রহণ করে থাকে। ড. নাদিম মাহমুদ বলছেন, আইইএলটিএস আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পরীক্ষা এবং বাংলাদেশে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে এই পরীক্ষা দেওয়া যায়। ”এটিই ভাষাগত দক্ষতার প্রমাণ পরীক্ষা হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য। যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইইএলটিএস স্কোরকে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা যাচাইয়ের একটি নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। আবার উত্তর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে টোয়েফল স্কোরকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ”মাস্টার্স ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে টোয়েফল স্কোর চায়,„ বলছিলেন মি. মাহমুদ। আবার যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় টোয়েফল ও আইএলটিএস স্কোর দুটোই গ্রহণ করে থাকে। আইইএলটিএস ও টোয়ে ফল- উভয় ক্ষেত্রেই একজন শিক্ষার্থীকে রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং ও স্পিকিং- এর পরীক্ষা নেওয়া হয়। এসব পরীক্ষা একই দিনেই দেওয়া যায়। আইইএলটিএস পরীক্ষাটি দুই ধরনের হয়ে থাকে- অ্যাকাডেমিক ও জেনারেল ট্রেনিং। স্নাতক, স্নাতকোত্তর কিংবা পিএইচডি পড়তে একাডেমিক মডিউলে পরীক্ষা দিতে হয়। এক থেকে নয়-এর স্কেলে আইইএলটিএসের স্কোর দেওয়া হয়। চারটি অংশে আলাদাভাবে প্রাপ্ত স্কোর যোগ করে গড় করে চূড়ান্ত স্কোর দেওয়া হয়। অন্যদিকে টোয়েফল পরীক্ষার নম্বর ১২০। এর তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা হলো এডুকেশন টেস্টিং সার্ভিস (ইটিএস)।

জিআরই ও জি-ম্যাট পরীক্ষা কী ও কেন দেয়

জিম্যাট (জিএমএটি) মানে হলো গ্রাজুয়েট ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট। ৮০০ নম্বরের এই পরীক্ষার স্কোর যুক্তরাষ্ট্রে বিজনেস অ্যান্ড কমার্স বিষয়ে মাস্টার্সে পড়ার সুযোগ পেতে আবেদনের জন্য প্রয়োজন হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াসহ অনেক দেশেই এমবিএতে পড়ালেখার জন্য জিম্যাট স্কোরের প্রয়োজন পড়ে। এটি কম্পিউটারভিত্তিক একটি অনলাইন পরীক্ষা, যা বিজনেস স্কুলগুলোতে পড়ার জন্য দরকার হয়। জিম্যাটের মাধ্যমে বিশ্লেষণ ও গাণিতিক দক্ষতার পাশাপাশি কত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তা যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার দক্ষতা রয়েছে, তা যাচাই করা হয়। পরীক্ষার জন্য জিম্যাটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। অনলাইনে আবেদন করে নির্ধারিত দিনে অনুমোদিত কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। একবার পরীক্ষা দিয়ে অর্জিত জিম্যাট স্কোর দিয়ে পরবর্তী পাঁচ বছর পর্যন্ত যে-কোনো জায়গায় আবেদন করা যায়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর কিংবা পিএইচডি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহীদের জন্য জিআরই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই পরীক্ষার স্কোরের মেয়াদও থাকে পাঁচ বছর। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাডুকেশন টেস্টিং সার্ভিস (ইটিএস) জিআরই পরীক্ষার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করে। এ পরীক্ষার তিনটি প্রধান অংশ হলো- অ্যানালিটিকাল রাইটিং, ভারবাল রিজনিং ও কোয়ান্টিটেটিভ রিজনিং। এর মধ্যে ভারবাল রিজনিং অংশের জন্য ইংরেজি ভাষায়, কোয়ান্টিটেটিভ রিজনিংয়ে গণিত বিষয়ে আর অ্যানালিটিকাল রাইটিংয়ের জন্য বিশ্লেষণ দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ।

স্যাট বা এসএটি কখন দরকার

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে পড়ার জন্য এসএটি (স্কলাশটিক অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট) স্কোর চাওয়া হয়। এটি স্যাট হিসেবে বাংলাদেশে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের সঙ্গে

স্যাট স্কোর জমা দিতে হয়। ড. নাদিম মাহমুদ বলছেন, এসএসসি ও এইচএসসি পাশের পর একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য কতটুকু তৈরি হলো সেটা যাচাই বাছাই করা হয় এই পরীক্ষার মাধ্যমে। বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রামে এসইটি বা স্যাট পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে। এ জন্য স্যাটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। ১৬০০ স্কোরের স্যাট পরীক্ষার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো- ম্যাথমেটিকস, ক্রিটিক্যাল রিডিং ও রাইটিং।

টেস্টড্যাফ বা ডিএসএইচ কী

বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে জার্মানিতে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। দেশটিতে ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আইইএলটিএস কিংবা টোয়েফল স্কোর জমা দিতে হয়। তবে জার্মান ভাষার কোর্সগুলোর জন্য টেস্টডাফ বা ডিএসএইচ পরীক্ষা দিয়ে জার্মান ভাষার দক্ষতার প্রমাণ দিতে হয়। বাংলাদেশ থেকে অনুমোদিত কেন্দ্রে টেস্টডাফ পরীক্ষা দেওয়া যায়। তবে ডিএসএইচ দেওয়া যায় জার্মানিতে পৌঁছার পর সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে। তবে জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব নীতিমালা অনুসরণ করে। বিজ্ঞান বা গণিতের মতো বিষয়ের ক্ষেত্রে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় জিআরই স্কোর চায় আবার ব্যবসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোর্সের জন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয় জিম্যাট স্কোর চেয়ে থাকে।

জাপানে কী লাগে

দেশটির অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আইইএলটিএস কিংবা টোয়েফল স্কোর চাওয়া হয়। তবে স্নাতক পর্যায়ে পড়ার জন্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয় জাপানি ভাষা দক্ষতার স্কোর চেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জাপান ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট বা জেএলপিটি পরীক্ষা দিতে হয়। এটিই দেশটিতে ভর্তির জন্য আবেদনকারী বিদেশি শিক্ষার্থীদের জাপানি ভাষার দক্ষতা পরিমাপের পরীক্ষা। প্রতিবছর দুই বার এই পরীক্ষা হয়ে থাকে এবং অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে বাংলাদেশ থেকেও এই পরীক্ষা দেওয়া যায়।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রীদের পদবির আগে ‘মহামান্য, ও ‘মাননীয়, ব্যবহারে সরকারের নিষেধাজ্ঞা

এখন থেকে বাংলাদেশে সরকারি দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথিপত্র ও সারসংক্ষেপে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর পদবির আগে ‘মহামান্য, ও ‘মাননীয়, বা অন্য কোনো সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। বুধবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা এক পরিপত্রে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের সঙ্গে দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথিপত্র ও সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের পদবির আগে সম্মানসূচক শব্দ হিসেবে যথাক্রমে ”মহামান্য ও মাননীয় শব্দ লিখিতরূপে ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে„ সরকার। পরিপত্রে সরকারের সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এর অধীন সব দপ্তরকে এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

চট্টগ্রামে ফায়ারিং অনুশীলনে দুই জন সেনাসদস্য নিহত : আইএসপিআর

চট্টগ্রামের হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে অনুশীলন চলাকালে দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুই জন সৈনিক নিহত এবং এক জন কর্মকর্তা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বলে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে। তারা একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, একটি ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণের সময় আকস্মিক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুই জন সৈনিক নিহত এবং এক জন কর্মকর্তা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত কর্মকর্তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকায় স্থানান্তর করা হচ্ছে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলেও আইএসপিআর জানিয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

হাম ও উপসর্গ নিয়ে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যু এক হাজার ছাড়াল

বাংলাদেশে হাম ও হাম উপসর্গে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে তিন শিশুর মৃত্যুতে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০০২ জনে। বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে হামের উপসর্গে মারা গেছে ৯০২ জন এবং নিশ্চিত হামে মারা গেছে ১০০ শিশু। তবে, গত ২৪ ঘণ্টায় তিনজনই মারা গেছে হামের উপসর্গে, নিশ্চিত হামে নয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার ১১৯ জন এবং নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৬৯ জনের। ১৫ই মার্চ থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে উপসর্গ ও নিশ্চিত মিলিয়ে মোট হাম রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৮৭ হাজার ৪৮৪ জনে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

জ্বালানি তেলের দাম ১০০ ডলার ছাড়াল

মার্কিন ও হুথি হামলার জেরে জুলাইয়ের পর আন্তর্জাতিক বাজারের প্রথমবারের মতো তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার বা ৭৪ পাউন্ড ছাড়িয়ে গেছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম জুলাইয়ের পর আর এত বেশি হয়নি। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি হলেও পরে তা ভেস্তে গেছে। ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের হুথিরা মঙ্গলবার সৌদি আরবের তেল স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে। পাশাপাশি তারা লোহিত সাগরে তেলবাহী জাহাজগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে আসছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ৯৯.৯০ ডলারে নেমে এলেও, মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে কোনো সংঘাত দেখা দিলে এর দাম আবার বেড়ে যেতে পারে। চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজারে তেলের দামে ব্যাপক ওঠানামা হয়েছে। আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা আরও বেড়ে যাওয়ায় তেলের দামের ওপর চাপও তীব্র হয়েছে। ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর আগে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ছিল ব্যারেলপ্রতি প্রায় ৭০ ডলার বা ৫২ পাউন্ড। পরে যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। বিশ্বের মোট তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজির প্রায় ২০ শতাংশ এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ দিয়ে পরিবহণ করা হয়। তেলের দাম বাড়ার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেট্রোলের দামও ব্যাপকভাবে বেড়েছে এবং গাড়িচালকদের জ্বালানি খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

সৌদি আরব ইয়েমেনের ৩২টি জায়গায় বিমান হামলা চালিয়েছে- দাবি হুথিদের

ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত হুথিরা জানিয়েছে, তাদের বিভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করে সৌদি আরব ডজনেরও বেশি বিমান হামলা চালিয়েছে। হুথিরা সৌদি আরবে ধারাবাহিক হামলা চালানোর একদিন পর এই হামলা চালায় সৌদি আরব। হুথি সংশ্লিষ্ট টেলিভিশন চ্যানেল আল-মাসিরাহ জানিয়েছে, ”গত কয়েক ঘণ্টায় সৌদি আরব বিভিন্ন এলাকার ৩২টি জায়গায় বিমান হামলা চালিয়েছে।„ যদিও এটি নিয়ে এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি সৌদি আরব। এর আগে, সৌদি কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার জানায়, হুথিদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় তাদের তেল কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয় এবং বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছে। সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার জানিয়েছে যে, আবহা, খামিস মুশাইত, জিজান ও নাজরান শহরে বেসামরিক ও অর্থনৈতিক স্থাপনার ওপর হুথিদের হামলায় নারী ও শিশুসহ ৭৩ জন সৌদি নাগরিক আহত হয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলে, ”নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিক ও বেসামরিক স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করে হুথি মিলিশিয়াদের অব্যাহত হামলার গুরুতর পরিণতি হতে পারে।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

ডেঙ্গুতে আরও তিন জনের মৃত্যু

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে আরো তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে। একই সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক হাজার ৪৬৩ জন। বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মারা যাওয়া তিনজনের মধ্যে একজন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায়, একজন ময়মনসিংহ বিভাগে এবং অপরজন রংপুর বিভাগে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট ১৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪৬ হাজার ৯৩৮ জন। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ১৬৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬৯ জন, ঢাকা বিভাগের সিটি করপোরেশনের বাইরের এলাকায় ২৪১ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১৯২ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৬৯ জন, খুলনা বিভাগে ২৫৫ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৮৮ জন, রংপুর বিভাগে ১৭৪ জন এবং সিলেট বিভাগে ১০ জন রয়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইরাকি তেলের ট্যাংকারে ড্রোন হামলা

ইরাক থেকে পাওয়া খবরে বলা হয়েছে, পানামার পতাকাবাহী একটি তেলবাহী ট্যাংকারে ইরাকের প্রায় ২০ লাখ ব্যারেল জ্বালানি তেল ছিল, বুধবার দেশটির জলসীমায় সেই তেলবাহী জাহাজটি ড্রোন হামলার শিকার হয়েছে। ইরাকি বন্দরের কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে রয়টার্স জানিয়েছে, দেশটির উদ্ধারকারী নৌযানগুলো `নিউ অ্যাড্রোস, নামের ট্যাংকারটিতে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। তবে এই হামলায় জাহাজটির ২২ জন নাবিকের কেউ হতাহত হননি। তবে এই হামলা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনো প্রকাশ করা হয়নি। এর আগে, নৌ চলাচল পর্যবেক্ষণকারী ব্রিটিশ সংস্থা ইউকে মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস জানিয়েছিল, পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরীয় এলাকায় কয়েকটি বাণিজ্যিক জাহাজে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এর আগে হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকারী ২০টি জাহাজে হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে ইরান।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

শেখ সেলিমের 'নেতৃত্ব' ইস্যুতে আওয়ামী লীগে বিরোধ তৈরি হচ্ছে?

বাংলাদেশে সরকারের নির্বাহী আদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা তার অনুপস্থিতিতে দলের দায়িত্ব কে পালন করবেন, এ নিয়ে মন্তব্য করার পর তা দলটির ভেতরে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। একইসঙ্গে এ নিয়ে দলের ভেতরে সংকট তৈরির খবরও পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল জানিয়েছে, তাদের দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা তার অনুপস্থিতিতে দলের সভাপতিমন্ডলীর জ্যেষ্ঠতম সদস্য শেখ সেলিম দায়িত্ব পালন করবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এরপর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর শেখ সেলিমকে কেন্দ্র করে দলের ভেতরে বিরোধিতা ও সংকট তৈরি হয়েছে বলে আভাস দিচ্ছে। ভারতের কলকাতায় অবস্থান করা দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম এই ধরনের তথ্য প্রত্যাখ্যান করলেও তিনি এ বিষয়ে বিবিসি বাংলার কাছে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে থেকে দলের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে দলটির সাবেক সংসদ সদস্য মো. হাবিবে মিল্লাতকে। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, "শেখ হাসিনা দলের সভাপতি। তিনি দেশে ফেরার কথা বলেছেন। এখানে অন্য কাউকে নেতৃত্ব দেওয়া বা এ ধরনের কোনো আলোচনা দলীয় পরিমণ্ডলে হয়েছে বলে আমার জানা নেই।„ আওয়ামী লীগের মুখপাত্র মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলছেন, দলের নেতৃত্ব নিয়ে "সংকট বা দ্বন্দ্বের কোনো প্রশ্নই নেই, কারণ আওয়ামী লীগে গঠনতন্ত্রের বাইরে কিছু হয় না।„ "শেখ হাসিনা সভানেত্রী আছেন ও থাকবেন। কোনো পরিবর্তন বা নতুন সিদ্ধান্ত হলে সেটির একমাত্র ফোরাম দলের কাউন্সিল। এখন যা প্রচারণা হচ্ছে পুরোটাই গুজব,„ বলেছেন তিনি। তবে কলকাতায় অবস্থান করা দলটির কয়েকজন নেতা জানিয়েছেন, শেখ সেলিমকেই ভবিষ্যতে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হবে- এমন কিছু শেখ হাসিনা না বললেও মি. সেলিম সম্প্রতি যে দলে সক্রিয় হয়েছেন, তা নিয়েই দলের মধ্যে অসন্তোষ আছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. সাব্বীর আহমেদ বলছেন, আওয়ামী লীগে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব থেকে দুই ভাগে হয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ারও ইতিহাস আছে। "নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক না হলে ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে দল খুঁজে নিতে পারলে নেতৃত্বের সংকট তৈরির আশঙ্কা থেকেই যায়,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

দলের ভেতরে কী হচ্ছে

কলকাতায় অবস্থান করা আওয়ামী লীগের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাংলাদেশে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দলটির শীর্ষ নেতা শেখ হাসিনাসহ যে-সব নেতা ভারতসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন, তাদের মধ্যে শুরুতে অনেক দিন পারস্পারিক যোগাযোগ ছিল খুবই কম। পরে ধীরে ধীরে শেখ হাসিনার তৎপরতাতেই দলের একটি অংশ কলকাতায় থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর থেকে পূর্ব কলকাতার টেংরা এলাকায় বসবাস করা দলটির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার বাসাতেই সেখানে থাকা আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়মিত বৈঠক হয়ে আসছিল। মূলত এসব বৈঠকে দলটির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমসহ কলকাতায় সক্রিয় নেতারা নিয়মিত যোগ দিয়ে আসছিলেন। কখনও কখনও এসব বৈঠকে ভার্চুয়ালি শেখ হাসিনাও অংশ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে এ মুহূর্তে সভাপতিমন্ডলীর সবচেয়ে সিনিয়র সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম কলকাতার নিউটাউন এলাকায় বসবাস করলেও তিনি দলীয় এসব কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিলেন না। এমনকি দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কলকাতা যাওয়ার পরেও অনেকদিন দলীয় কোনো বৈঠকে অংশ নেননি বা নিতে পারেননি। পরে ভার্চুয়াল সভাগুলোতে শেখ হাসিনাই তাকে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেন। এখন সম্প্রতি শেখ ফজলুল করিম সেলিমকে দলের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হলে তিনি কিছু বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন এবং তিনি সিনিয়র হওয়ার কারণে বৈঠকগুলো তার নিউটাউনের বাসাতেই হয়েছে- এমন ধারণাই পাওয়া যাচ্ছে। এ নিয়েও দলের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ আছে বলে দলের সূত্রগুলো জানাচ্ছে। কলকাতায় থাকা আওয়ামী লীগের একজন নেতা বলেছেন, "শেখ সেলিম তো গত প্রায় দুই বছর এখানেই ছিলেন। কিন্তু দলের কার্যক্রমে তিনি সম্পৃক্ত হননি। এর আগেও দল ক্ষমতায় থাকার সময়েও তিনি বহু বছর দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিলেন না। আবার তার একাধিক আত্মীয় তারেক রহমানের মন্ত্রিসভাতেই আছে। ফলে তাকে নিয়ে একটা আস্থার সংকট আছেই।„ আওয়ামী লীগের মুখপাত্র মোহাম্মদ আলী আরাফাত গত মঙ্গলবার বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন যে, "শেখ হাসিনা নেতৃত্ব ইস্যুতে দলীয় গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি বলেছেন মাত্র। শেখ হাসিনা যোগ দেননি এমন কিছু বৈঠকে শেখ সেলিম সভাপতিমন্ডলীর সিনিয়র সদস্য হিসেবে কিছু বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন।„ "দলের নেতৃত্ব নিয়ে সংকট বা দ্বন্দ্বের কোনো প্রশ্নই নেই, কারণ আওয়ামী লীগে গঠনতন্ত্রের বাইরে কিছু হয় না„ দাবি করে তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগের মুখপাত্র মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলছেন, "শেখ হাসিনা সভানেত্রী আছেন ও থাকবেন। কোনো পরিবর্তন বা নতুন সিদ্ধান্ত হলে সেটির একমাত্র ফোরাম দলের কাউন্সিল। এখন যা প্রচারণা হচ্ছে পুরোটাই গুজব,„ বলেছেন তিনি। হাবিবে মিল্লাত বলছেন, "আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা যে কাউকেই দায়িত্ব দিতে পারেন। তবে এখন দলের প্রস্তুতির বিষয় হলো শেখ হাসিনার ফেরা এবং তিনিই দলের সভাপতি আছেন। এর বাইরে আর কোনো আলোচনা দলের ভেতরে হয়েছে বলে জানি না।„ এরই মধ্যে বুধবার

আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক বড়ুয়ার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দিয়ে বলা হয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের লেটার হেড প্যাডে তার নাম ও জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হচ্ছে, যা মিথ্যা, বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক। যে প্রেস বিজ্ঞপ্তির কথা তিনি লিখেছেন, সেটার একটি ছবিও সঙ্গে যুক্ত করা হয় যেখানে লেখা রয়েছে যে, ডিসেম্বরে দেশে ফিরে আসাকে কেন্দ্র করে শেখ ফজলুল করিম সেলিমকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগে বিরোধ নতুন কিছু?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. সাব্বীর আহমেদ বলছেন, মূল নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব নিয়ে সংকটের উদাহরণ আওয়ামী লীগে আগেও আছে। প্রসঙ্গত, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর দল হিসেবে চরম বিপর্যয়ে পড়েছিল আওয়ামী লীগ। নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধের কারণে ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ (মিজান) ও আওয়ামী লীগ (মালেক) নামে ভাগ হয়ে অংশ নিয়েছিল। মূলত নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধের কারণেই শেখ হাসিনাকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয় ১৯৮১ সালে, যদিও তিনি তখনও বিদেশেই নির্বাসনে ছিলেন। কিছু নেতা দলটিকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়ায় তাকে আওয়ামী লীগের প্রধান করা হয়। এমনকি শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পরেও দীর্ঘদিন দলের সিনিয়র নেতাদের মধ্যে বিরোধ ছিল অনেকটাই স্পষ্ট। তখন দলের অন্যতম নেতা আব্দুর রাজ্জাক আলাদা রাজনৈতিক দল বাকশাল সক্রিয় রেখেছিলেন। পরে ১৯৯১ সালের নির্বাচনের আগে তিনি বাকশাল বিলুপ্ত করে আওয়ামী লীগে ফিরে এসেছিলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে দলটিতে শেখ হাসিনার একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০০৭ সালে বাংলাদেশে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসলে দলটিতে সংস্কার ইস্যুতে আবারো নেতৃত্বের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তখন শেখ হাসিনা জেলে থাকা অবস্থায় দলের ভেতরে সংস্কার ইস্যুতে সামনে এসেছিলেন কয়েকজন সিনিয়র নেতা। যদিও তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়, যা দলে শেখ হাসিনার কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় করে। এরপর ২০০৯ সালের সংসদ নির্বাচনে দল ক্ষমতায় আসলেও ওই সিনিয়র নেতাদের মন্ত্রিসভায় নেননি শেখ হাসিনা। এরপর থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া পর্যন্ত তিনিই ছিলেন দলটির একক নেতা। তিনিই তার মতো করে দলের সাংগঠনিক কাঠামো সাজিয়েছিলেন। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেও তার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেনি দলের ভেতর থেকে। তবে দ্য ওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি তার অনুপস্থিতিতে দলের সভাপতির দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শেখ সেলিমের নাম আনায় দলের ভেতরে অসন্তোষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। "নেতৃত্ব যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত না হয়, তা হলে যে-কোনো সময়েই এ নিয়ে দ্বন্দ্ব, সংকট বা গ্রুপিং তৈরি হতে পারে। আওয়ামী লীগে যদি শেখ সেলিমের বিষয়টি সত্য হয়, তাহলে তা নিয়েও সংকটের আশঙ্কা থাকাটাই স্বাভাবিক,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অধ্যাপক সাব্বীর আহমেদ।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

গ্যাস-বিদ্যুৎ ও ঋণখেলাপি ইস্যুতে সংসদে সরকারের কড়া সমালোচনা রুমিন ফারহানার

গ্যাস, বিদ্যুৎ সংকট ও ঋণখেলাপি ইস্যুতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা। বুধবার রাতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে একটি বিলের ওপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবের ওপর বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এ মন্তব্য করেন। মিজ ফারহানা বলেন, "প্রত্যেকটা সরকারের একটা চরিত্র থাকে। বিএনপি ক্ষমতায় আসবে, আর গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট হবে না- এটা হইতে পারে না। বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আবার সারের সংকট হবে না, গরিব কৃষক সার কারখানায় গিয়ে সেটা লুট করবেন না, সেইটাও হইতে পারে না।„ তিনি আরও বলেন, "বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আর দুর্নীতিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হবে না, সেটাও হওয়া সম্ভব না। বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আর বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ঋণখেলাপিতে সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করবে না, সেটাও হইতে পারে না। সুতরাং বিএনপি ক্ষমতায় আসা মানে ঋণখেলাপিতে সর্বোচ্চ হওয়া, ছয় লাখ ছয় হাজার কোটি টাকার ওপর ঋণখেলাপি হওয়া ইত্যাদি.. ইত্যাদি।„ মিজ ফারহানা যখন এই বক্তব্য রাখছিলেন, তখন সরকারদলীয় সংসদ সদস্যরা তুমুল হট্টগোল তৈরি করলে ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল সবাইকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানান। পরে রুমিন ফারহানা বলেন, "এত অসহিষ্ণু সংসদ, মনে হয় যেন একবারে আওয়ামী লীগের আমলে ফিরে গেছি আমরা। মজা মন্দ না। আওয়ামী লীগকে যখন বলতাম, তখন তারাও হট্টগোল করত। এখন বিএনপির একই ধরনের আচরণ করছে। আরও খারাপ আচরণ বরং বলি।„ সংসদে ঋণখেলাপিদের অংশগ্রহণ নিয়ে মিজ ফারহানা বলেন, "এই সংসদে বেশিরভাগ সদস্য ঋণখেলাপি হিসেবে পরিচিত। নির্বাচনের আগে নামটা কাটানোর জন্য হাইকোর্টে গিয়ে রিট করা এগুলো আমাদের পুরোনো সংস্কৃতি। এগুলো আমরা বহু দেখেছি।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

কৃষকদের পাঁচ বছরের মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ চালিত পানির পাম্প দেওয়ার ঘোষণা তারেক রহমানের

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, "আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সেচ কাজে ডিজেলচালিত পানির পাম্পের পরিবর্তে কৃষকদের সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প প্রদান করা হবে।„ বুধবার জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খানের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী সংসদকে একথা জানান। তারেক রহমান

বলেন, ”বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে, যে-সব স্থানে ডিজেল দিয়ে পানির পাম্প চালানো হয়, সবগুলোকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আমরা সৌরবিদ্যুতের আওতায় নিয়ে যাব।„ তিনি বলেন, ”সরকার দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদার কথা বিবেচনা করে আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইতোমধ্যে ২০২৬ হতে ২০৩০ মেয়াদে জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কৌশলপত্র অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্তত ২০ শতাংশ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্তত ৩০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্ভাবনা ও বাস্তবতা বিবেচনায়, ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ খাতে নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

সৌদি আরব ইয়েমেনের ৩২টি জায়গায় বিমান হামলা চালিয়েছে- দাবি হুথিদের

ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত হুথিরা জানিয়েছে, তাদের বিভিন্ন অবস্থান লক্ষ্য করে সৌদি আরব ডজনেরও বেশি বিমান হামলা চালিয়েছে। হুথিরা সৌদি আরবে ধারাবাহিক হামলা চালানোর একদিন পর এই হামলা চালায় সৌদি আরব। হুথি সংশ্লিষ্ট টেলিভিশন চ্যানেল আল-মাসিরাহ জানিয়েছে, ”গত কয়েক ঘণ্টায় সৌদি আরব বিভিন্ন এলাকার ৩২টি জায়গায় বিমান হামলা চালিয়েছে।„ যদিও এটি নিয়ে এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি সৌদি আরব। এর আগে, সৌদি কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার জানায়, হুথিদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় তাদের তেল কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয় এবং বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছে। সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার জানিয়েছে যে, আবহা, খামিস মুশাইত, জিজান ও নাজরান শহরে বেসামরিক ও অর্থনৈতিক স্থাপনার ওপর হুথিদের হামলায় নারী ও শিশুসহ ৭৩ জন সৌদি নাগরিক আহত হয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলে, ”নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিক ও বেসামরিক স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করে হুথি মিলিশিয়াদের অব্যাহত হামলার গুরুতর পরিণতি হতে পারে।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

ডেঙ্গুতে আরও তিনজনের মৃত্যু

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে আরো তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে। একই সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক হাজার ৪৬৩ জন। বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মারা যাওয়া তিনজনের মধ্যে একজন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায়, একজন ময়মনসিংহ বিভাগে এবং অপরজন রংপুর বিভাগে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট ১৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪৬ হাজার ৯৩৮ জন। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ১৬৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬৯ জন, ঢাকা বিভাগের সিটি করপোরেশনের বাইরের এলাকায় ২৪১ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১৯২ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৬৯ জন, খুলনা বিভাগে ২৫৫ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৮৮ জন, রংপুর বিভাগে ১৭৪ জন এবং সিলেট বিভাগে ১০ জন রয়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

সরকারি চাকরির ১১ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ কীভাবে হয়?

বাংলাদেশে সরকারি চাকরির নিয়োগবিধিতে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে সরকার। মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানো এবং লিখিত পরীক্ষার পাশ নম্বর কমিয়ে নতুন এই পরিবর্তনটি আনা হচ্ছে। সরকারি চাকরির ১১তম গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগে এই পরিবর্তন আসবে বলে জানা যাচ্ছে। এরই মধ্যে, এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি। তবে, এখনো এই সিদ্ধান্তের গেজেট প্রকাশিত হয়নি। তার আগেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে। বাংলাদেশে সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় নানা স্তরে দুর্নীতির অভিযোগ অনেক পুরোনো। ফলে এখন লিখিত পরীক্ষার পাশ নম্বর কমিয়ে, মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়ালে ১১ থেকে ২০তম গ্রেডে সরকারি কর্মচারীদের এই নিয়োগে দুর্নীতি, অনিয়ম তৈরির সুযোগ তৈরি হবে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকেই। তবে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান মঙ্গলবার জানিয়েছেন, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য বা বৈষম্য সৃষ্টির জন্য নয়, বরং দক্ষ-যোগ্য প্রশাসনিক জনবল নিশ্চিত করতেই সরকারি চাকরিতে মৌখিক পরীক্ষার নম্বরে পরিবর্তন এনেছে সরকার। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সরকারি চাকরির ১১ থেকে ২০তম গ্রেডে কীভাবে হয় নিয়োগ পরীক্ষা?

কত নম্বরের পরীক্ষা হয়?

বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে প্রথম থেকে নবম গ্রেড পর্যন্ত প্রথম শ্রেণি, আর দশম থেকে ১২তম গ্রেড পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরি হিসেবে পরিচিত। এছাড়া ১৩তম থেকে ১৬তম গ্রেড পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণি এবং ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত চতুর্থ শ্রেণির সরকারি চাকরি বলে বিবেচিত হয়। বর্তমানে সরকারি চাকরির প্রথম থেকে ১০ম গ্রেডের কর্মচারীদের নিয়োগ হয় সরকারি কর্মকমিশন বা পিএসসির মাধ্যমে। বর্তমানে লিখিত, মৌখিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে

অ্যাপটিটিউড টেস্ট বা প্র্যাকটিকেল পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করা হয়। তবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের পরীক্ষার নম্বরের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। মন্ত্রণালয়ের জন্য বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়। এতে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সাঁট-মুক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ইলেকট্রিশিয়ান এবং প্লেইন পেপার কপিয়ার পদে সরাসরি নিয়োগের পরীক্ষায় লিখিত ও মৌখিকসহ মোট ১১০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হয়। সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করতে হবে। এই ১১০ নম্বরের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় ১০০। এর মধ্যে বাংলায় ৩০, ইংরেজিতে ৩০, গণিতে ২০ এবং ২০ নম্বরের সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বাকি ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। তবে, এই পদগুলোতে আবার কম্পিউটার অ্যাপটিটিউড টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে বলে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ২০তম গ্রেডের এমএলএসএস ও ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর পদে মোট ৫০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে লিখিত পরীক্ষায় ৪০ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষায় ১০ নম্বর। লিখিত পরীক্ষার বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫ এবং গণিতে ১০ নম্বরের মোট ৪০ নম্বরের পরীক্ষা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এই বিধিমালা অনুযায়ী, উচ্চমান সহকারী, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং প্লেইন পেপার কপিয়ার পদের নিয়োগে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় ৭০ এর মধ্যে বাংলায় ২০, ইংরেজিতে ২০, গণিতে ১৫ এবং সাধারণ জ্ঞানে ১৫ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আর ৩০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয় বিভিন্ন অধিপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষায়। এসব পদের নিয়োগপ্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং, ই-মেইল, ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি চালানোর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাও থাকতে হয়। এক্ষেত্রেও এই পদের নিয়োগপ্রার্থীদের বাংলা, ইংরেজি টাইপিংয়ের কম্পিউটার বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এই দুই বিষয়ে একেক পদে ভিন্ন ভিন্ন নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। যেমন- সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি টাইপিং পরীক্ষা হয়। সর্বনিম্ন ৪০ নম্বর পেয়ে পাস করতে হবে। এই পরীক্ষায় বাংলায় টাইপিং-এর গতি প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ৫০ শব্দ এবং ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ৮০ শব্দ টাইপ করতে হবে। আবার উচ্চমান সহকারী পদে এই যোগ্যতা ভিন্ন। এই পদের প্রার্থীকে বাংলা ও ইংরেজিতে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। পাস নম্বর ৪০। এই পদের প্রার্থীকে প্রতি মিনিটে বাংলায় সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ৩০ শব্দ টাইপ করতে হবে। এছাড়া অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা এই ধরনের পদের প্রার্থীকে ৫০ নম্বরের কম্পিউটারের এই পরীক্ষা দিতে হয়। একইসঙ্গে, ২০তম গ্রেডের ফটোকপি অপারেটর, অফিস সহায়ক, ডেসপাচ রাইডার পদের নিয়োগ পরীক্ষায় লিখিত ও মৌখিক নিয়ে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় ৭০ এবং ৩০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয় একেকজন প্রার্থীকে। তবে, ২০১৩ সালেও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদের নিয়োগ পরীক্ষায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন করা ছিল না। সেসময় কোনো কোনো নিয়োগ বিধিমালায় শুধু লিখিত পরীক্ষার নম্বর নির্ধারিত থাকত। কোনো পদে শুধু মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হতো। অর্থাৎ পরীক্ষা পদ্ধতি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টনের হারের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এমনকি একই প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় না থাকায় ২০১৩ সালের ৫ মে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আগের বিধিমালায় পরিবর্তনের কথা জানায়। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে ৭০ শতাংশের লিখিত এবং ৩০ শতাংশ মৌখিক পরীক্ষা রেখে সংশোধনী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তখন।

যে পরিবর্তন হতে যাচ্ছে

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে সিভিল প্রশাসনে সরকারি কর্মচারীদের পদ আছে প্রায় ২০ লাখ। এর মধ্যে ১১ থেকে ২০ গ্রেডের কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় সোয়া ১৩ লাখ। বর্তমানে ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের ভাইভায় ১০ নম্বরের বদলে তিন ভাগে ২৫, ৪০ ও ৫০ নম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি প্রস্তাব অনুযায়ী, ১১তম ও ১২তম গ্রেডে নিয়োগের ক্ষেত্রে মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। এর মধ্যে, লিখিত পরীক্ষায় ১০০ এবং মৌখিক পরীক্ষায় ৫০ নম্বর থাকবে। এই দুই গ্রেডের কর্মচারীদের ভাইভায় ১০ নম্বরের পরিবর্তে ৫০ নম্বরের প্রস্তাব করা হয়েছে। একই গ্রেডের লিখিত পরীক্ষায় ৯০ নম্বরের পরিবর্তে ১০০ নম্বর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই গ্রেডে বর্তমানে লিখিত পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হয়, প্রস্তাবিত বিধিমালায় সেটি ৩৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আর মৌখিক পরীক্ষায় পাস নম্বর ৪০ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বর্তমান বিধিমালায় ১৩ থেকে ১৬তম গ্রেডের কর্মচারীদের ভাইভা ১০ এবং ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়। প্রস্তাবিত বিধিমালায় এসব গ্রেডে ৪০ নম্বরের ভাইভা এবং ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে ১৩

থেকে ১৬তম গ্রেডের লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর ৫০ শতাংশ হলেও প্রস্তাবিত বিধিমালায় কমিয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। ১৭ থেকে ২০তম গ্রেডের নিয়োগে আগের মতোই মোট ৫০ নম্বরের পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি। কিন্তু বর্তমান বিধিমালায় এই গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষায় প্রার্থীদের ৪০ নম্বরের লিখিত এবং ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়। প্রস্তাবিত নতুন বিধিমালায় লিখিত পরীক্ষায় ২৫ এবং মৌখিক পরীক্ষায় ২৫ নম্বর রাখা হয়েছে। এই পদের প্রার্থীদের বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান এবং সংশ্লিষ্ট টেকনিকেল পরীক্ষায় পাঁচ নম্বরের পরীক্ষা হবে।

এদিকে, জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে-কোনো নিয়োগ পরীক্ষায় যখন লিখিত পরীক্ষার নম্বর কমে এবং মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়ে, তখন সেখানে দুর্নীতি ও অনিয়মের সুযোগ বেড়ে যায়। এর আগে, ২০০৩ সালের বিএনপি সরকারের আমলে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় লিখিত পরীক্ষার নম্বর একবার কমিয়ে ৬০ করা হয়েছিল এবং মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে ৪০ করা হয়েছিল। পরে নানা অনিয়মের মুখে এই মৌখিক পরীক্ষার নম্বর কমিয়ে ২০ করা হয়েছিল। এই ২০ এর মধ্যে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা ফলাফলের জন্য পাঁচ নম্বর বরাদ্দ করা হয়। সাবেক স্থানীয় সরকার সচিব আবু আলম শহীদ খান বলেন, মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়লে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ”ভাইভা পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে দিলে যারা মৌখিক পরীক্ষা নেবেন, তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা যাবে, তাদের ওপর থেকে প্রভাবান্বিত করা যাবে এবং ভেতর থেকেও অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য এটাকে ব্যবহার করা যাবে,„ বলেন তিনি। সাবেক এই সচিব মনে করছেন, লিখিত পরীক্ষায় ৮০ নম্বরের নিচে থাকা উচিত নয়। ”মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানো মানে অন্যায়, অনিয়মের ও দুর্নীতির প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করা,„ বলেন মি. খান।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

লাইফ সাপোর্টে মেঘমল্লার বসু, সবশেষ অবস্থা নিয়ে যা জানালো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও ন্যাশনাল পিপলস অ্যাকশন (এনপিএ)-এর কেন্দ্রীয় নেতা মেঘমল্লার বসুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে। বিবিসি বাংলাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তিনি জানান, মঙ্গলবার থেকেই মি. বসুর শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল, যে কারণে চিকিৎসকরা তাকে আইসিইউতে দিয়েছিলেন। সবশেষ বুধবার তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। পরিচালক মি. আসাদুজ্জামান বলেন, ”অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন তিনি। কাল রাত থেকে তার শ্বাসকষ্ট বেড়েছে। যে কারণে তাকে আইসিইউ থেকে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে। আমরা চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছি, আশা করি খারাপ কিছু হবে না।„ এর আগে, গত সোমবার রাতে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকা থেকে মেঘমল্লার বসুকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এরপর তার পরিচিতরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখানে তার পাকস্থলী ওয়াশ করা হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

ইয়েমেনে `৪০টি বিমান হামলা, হয়েছে দাবি হুথিদের

বার্তা সংস্থা এএফপি ইয়েমেনের হুথিদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ৪০টিরও বেশি বিমান হামলা চালানো হয়েছে। এসব এলাকায় হুথি বাহিনী এবং সৌদি আরব-সমর্থিত সরকারি বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই চলছে। ইয়েমেনের হুথি এবং সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট নিয়মিতভাবে সামরিক হামলার মাধ্যমে একে অপরের অবস্থান লক্ষ্য করে আঘাত হানছে। পাকিস্তান ইয়েমেনের হুথিদের সমালোচনা করেছে এবং সতর্ক করে দিয়েছে যে, সৌদি আরবের ওপর হামলা অব্যাহত থাকলে পাকিস্তান, তুরস্ক ও সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি `মক্কা চুক্তি, সক্রিয় করা হতে পারে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

হরমুজ প্রণালি দিয়ে শত্রুর কোনো উন্নত প্রযুক্তিই যেতে পারবে না : আইআরজিসি

ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) মুখপাত্র বলেছেন, হরমুজ প্রণালিতে আমাদের পর্যবেক্ষণ স্তর ভেদ করে কোনো উন্নত প্রযুক্তি যেতে পারবে না। ইরনার বরাত দিয়ে পার্সটুডের জানিয়েছে, আইআরজিসি মুখপাত্র মেজর জেনারেল মোহেব্বি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জোর দিয়ে বলেন, ২০২৫ সালে মার্কিন সেনাবাহিনীর সবচেয়ে উন্নত চালকবিহীন সাবমেরিন খোঁজার অভিযানের অর্থ হলো, হরমুজ প্রণালিতে আমাদের পর্যবেক্ষণ স্তর ভেদ করে কোনো উন্নত প্রযুক্তি যেতে পারবে না। সরদার মোহেব্বি আরও বলেন, পারস্য উপসাগর ইরানের প্রযুক্তি জ্ঞানের অধিকারী তরুণদের সম্পত্তি। আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তোমরা শূকরগুলো পারস্য উপসাগরে থেকে ফিরে যাও।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ নারগীস)

তেল আবিবের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা বিপজ্জনক : ইয়ার লাপিদ

ইসরায়েলি বিরোধী দলীয় নেতা ইয়ার লাপিদ ব্রিটেনের তেল আবিবের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও বিধিনিষেধ আরোপের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে এটিকে ”ভুল ও বিপজ্জনক„ পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। ইরনার বরাত দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, ইয়ার লাপিদ বলেন, ব্রিটিশ সরকারের তেল আবিবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ও অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ আরোপের সিদ্ধান্তটি ”মারাত্মক ভুল„। তার ভাষায়, এই নীতি ”ভুল, বিপজ্জনক ও অনুপযুক্ত„। ইসরায়েলি ডানপন্থি কয়েকজন মন্ত্রীর উগ্র কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেট নির্বাচনের প্রাক্কালে ব্রিটেনের এই সিদ্ধান্ত উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। বিরোধী দলীয় নেতা আরও দাবি করেন, ব্রিটেনের এই সিদ্ধান্তের পেছনে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। তাঁর মতে, অসন্তুষ্ট ভোটারদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যেই লন্ডন এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি সম্প্রসারণ এবং ইসরায়েলি বসতিস্থাপনকারীদের সহিংসতা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটিশ সরকার মঙ্গলবার তেল আবিবের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর লাপিদের এসব মন্তব্য আসে। এই সিদ্ধান্তে ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে, ব্রিটেনের সিদ্ধান্তের পর ফ্রান্স ও কানাডাও ইসরায়েলি বসতিগুলোতে উৎপাদিত পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করা এবং বসতি সম্প্রসারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বসতি ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগের কথা জানিয়েছে।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৯.০৯.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

আলোচকদের সফরের পর ফোনে কথা বলেছেন ট্রাম্প ও পুতিন

রাশিয়া বলছে, শান্তি আলোচনা বন্ধ হয়ে থাকা অবস্থায় মার্কিন আলোচকদের রাশিয়া ও ইউক্রেন সফরকে কেন্দ্র করে তাদের দেশের প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর মার্কিন প্রতিপক্ষ টেলিফোনে কথা বলেছেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের একজন সহকারী ইউরি উশাকভ মঙ্গলবার বলেছেন যে দুই নেতা , প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের জামাতা জ্যারেড কুশনারের সফরের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেছেন। দুই মার্কিন প্রতিনিধি মস্কো ও কিইভের মধ্যে শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতা করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। উশাকভ বলেছেন , ট্রাম্প ইউক্রেনের সংঘাত দ্রুত শেষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে , প্রেসিডেন্ট পদে তার বহাল থাকা অবস্থায় যুগান্তকারী একটি সাফল্য তিনি দেখতে চাইছেন। ট্রাম্প এরকম অভিমতও ব্যাক্ত করেছেন বলে বলা হয়েছে যে , যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে যুক্তরাষ্ট্র -রাশিয়া পরিপূর্ণ সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ”তাৎক্ষণিকভাবে খুলে যাবে „। তিনি আরও বলেছেন যুদ্ধ শেষ হওয়া ”উভয় দেশের জন্যই ব্যাপক উপকার „ নিয়ে আসবে। উশাকভ বলেছেন , পুতিন ”ইউক্রেন সংঘাতের সমাধান খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্যক্তিগতভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতা প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন।„ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে যুদ্ধক্ষেত্র পরিস্থিতির ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।শাকভ বলেছেন টেলিফোন সংলাপ প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে এবং সেটা ছিল ”গঠনমূলক ও যথেষ্ট খোলামেলা„। তিনি আরও বলেন যে, দুই মার্কিন আলোচকের সফরের ফলাফলের ”ইতিবাচক মূল্যায়ন করা হয়েছে।„ লিফোন আলোচনা নিয়ে তাৎক্ষণিক কোনো ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্র দেয়নি। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকা শান্তি আলোচনায় কোনোরকম অগ্রগতি হয় কি না, সেদিকে এখন পর্যবেক্ষকরা নজর দিচ্ছেন।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৯.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশে পাঠানো নারীর স্বামীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ আসাম আদালতের

মমতাজ বেগমকে `বিদেশি' ঘোষণার পর আপিল করার কোনো সুযোগ না দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল। ওই ঘটনায় আসাম সরকারকে দুই লাখ রুপি অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ভারতের একটি আদালত। একই সঙ্গে মমতাজ বেগমকে খুঁজে বের করে ভারতে ফেরানোর উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে। গত ৩ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি কল্যাণ রাই সুরানা ও বিচারপতি সুস্মিতা ফুকন খাড়ের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এ আদেশ দেন বলে ভারতের দ্য হিন্দুকে উ দ্ধৃত করে জানিয়েছে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলো। মমতাজ বেগমের স্বামী মুজাম্মেল হকের করা হেবিয়াস কর্পাস (অবৈধভাবে আটকে রাখার বিরুদ্ধে) আবেদনের শুনানি শেষে আদালত এ আদেশ দেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, নির্বাসনসংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে কাউকে বাংলাদে শে পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনায় রাষ্ট্রের ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপের এটাই প্রথম ঘটনা। মামলার নথি অনুযায়ী, আসামের মধ্যাঞ্চলীয় নগাঁওয়ের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল গত ৩০ মে মমতাজ বেগমকে `বিদেশি' ঘোষণা করে। ট্রাইব্যুনালের এই পদক্ষেপে স্পষ্ট `আইনি বিদ্বেষ' প্রকাশ পেয়েছে- এমন পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন আদালত। এর আগে , মামলাটি পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছি লেন হাইকোর্ট। কারণ, আদালত মনে করেছি লেন, মমতাজের জমা দেওয়া সব প্রমাণ ট্রাইব্যুনাল বিবেচনায় নেয়নি। পুনর্বিবেচনার পর ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়ে গত ৩০ মে নিজেকে `বিদেশি'

ঘোষণার আদেশ পান মমতাজ বেগম ; কিন্তু ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ার আগেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। ডিভিশন বেঞ্চ উল্লেখ করেছে , গ্রেফতারের সময় ও পরিস্থিতি নিয়ে ট্রাইব্যুনাল সদস্য ও পুলিশের দেওয়া তথ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিচারকেরা। আদালত বলেছে , মমতাজ বেগমের ক্ষেত্রে অনুস রণ করা প্রক্রিয়া ঘোষিত বিদেশি নাগরিকদের বহিষ্কারসংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরের (এসওপি) `সরাসরি লঙ্ঘন'। এসওপি অনুযায়ী, কাউকে বহিষ্কারের আগে তার আইনি প্রতিকার পাওয়ার সব সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেন, রাষ্ট্রযন্ত্রই মমতাজ বেগমকে ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাওয়ার অধিকার প্রয়োগে বাধা দিয়েছে। এ কারণে আসাম সরকারকে মমতাজ বেগমের স্বামী মুজাম্মেল হককে দুই লাখ রুপি অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত বলেছেন, এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ানি আদালতে আরো ক্ষতিপূরণ চাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর অধিকার খর্ব করবে না। এটি অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে। গত ৩০ মে,র ট্রাইব্যুনাল আদেশটি ঠিক কবে ও কখন প্রস্তুত করা হয়েছিল , তা আসামের স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগকে তদন্ত করে জানাতে বলেছেন আদালত। মতামতটি কখন লেখা হয়েছিল , তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল সদস্যের কম্পিউটার জব্দ করা যেতে পারে বলেও আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। একইসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনো ঘোষিত বিদেশি নাগরিককে হেফাজতে নেওয়ার আগে তাকে ট্রাইব্যুনালের আদেশ সম্পর্কে জানাতে হবে। কাউকে জেলা থেকে সরিয়ে নেওয়ার আগে তার পরিবারের একজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকেও বিষয়টি জানাতে হবে। নগাঁওয়ের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল মমতাজ বেগমের মামলা যেভাবে পরিচালনা করেছে , তা নিয়েও কঠোর মন্তব্য করেছেন বিচারকেরা। নথিপত্র পর্যালোচনায় ট্রাইব্যুনালের কর্মকাণ্ডে `আইনের দৃষ্টিতে বিদ্বেষমূলক উদ্দেশ্যের' ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে পর্যবেক্ষণ করেন তারা। সবশেষে মামলায় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পক্ষভুক্ত করেছেন আদালত।(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০৯.২০২৬ রনি)

বাঁধনের হামলায় অভিযুক্ত মনিরুলের পরিবার গ্রাম ছাড়লো

ইতালির ভেনিসে অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধনের ওপর হামলার ঘটনায় মনিরুল হাওলাদার (২৪) নামের এক তরুণ জড়িত বলে অভিযোগ। তার গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর সদর উপজেলার ধুরাইল ইউনিয়নের খালানিকান্দি এলাকায়। মনিরুল নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা। ডিডাব্লিউর কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলো জানাচ্ছে , হামলার ঘটনার পর মঙ্গলবার সকাল থেকে মনিরুলের বাড়িতে যান স্থানীয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা -কর্মীরা। একপর্যায়ে তার পরিবারের সদস্যরা ঘরে তালা দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ সম্পর্কে মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও সদর সার্কেল) ফারিহা রফিক বলেন, "ঘটনাটি জানার পর থেকে মনিরুলের বাড়িতে সকাল থেকে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তাদের পরিবারের সঙ্গেও পুলিশ যোগাযোগ করেছে। যেহেতু ঘটনা দেশের বাইরে, তাই তার বিরুদ্ধে ওই দেশের আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা মনিরুলের বাড়িতে এখনো ঘটেনি। কেউ যেন তা দের বাড়িঘরে হামলা করতে না পারেন , সে ব্যাপারে পুলিশ সর্তক আছে। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। তিনি সব ধরনের সহযোগিতাও করছেন।,'(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০৯.২০২৬ রনি)

জেরুসালেমে ব্রিটেনের কনস্যুলেট বন্ধের নির্দেশ ইসরায়েলের

সাধারণ নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনের বিষয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ক্যানাডা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় ইসরায়েল যে ক্ষিপ্ত কনস্যুলেট বন্ধের নির্দেশ তারই ইঙ্গিত। ইসরায়েলের কট্টর সমর্থক ও ইসরায়েলে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি ব্রি টেন, ফ্রান্স ও ক্যানাডার নিষেধাজ্ঞার নিন্দা জানিয়েছেন। তার মতে , যুক্তরাজ্য সরকার এ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে `ইহুদি-বিদ্বেষ'-এর কারণে। আজ বুধবার ইসরায়েলের দুজন কর্মকর্তা এবং বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আরো দুজনকে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে , পূর্ব জেরুসালেমের কনস্যুলেট বন্ধ করার জন্য ব্রিটেনকে ৩০ দিন সময় দিয়েছে ইসরায়েল। এছাড়া ব্রিটেনের ১২ জন রাজনীতিবিদের ইসরায়েলে প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসবের পাশাপাশি পশ্চিম তীর ও ইসরায়েলে গাজা সমন্বয় কেন্দ্রের ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও কূটনীতিকদের চলে যাওয়ার নির্দে শ দিয়ে বলা হয়েছে , ব্রিটেন আর পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে পারবে না।

ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়া

ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এড মিলিব্যান্ড বলেছেন, কনস্যুলেট বন্ধের বিষয়ে ইসরায়েলের সিদ্ধান্ত দুঃখজনক, তবে এই পদক্ষেপ তার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। বিবিসি টিভিকে তিনি বলেন , ``আমরা এই পদক্ষেপ গ্রহণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বিবেচনা করে দেখেছি। আমাদের মনে হয়েছে , কেবল ইসরায়েলের সম্ভাব্য পদক্ষেপের আশঙ্কায় আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। '' নিজেকে `গর্বিত ব্রিটিশ ইহুদি ' হিসেবে উল্লেখ করে মিলিব্যা ন্ড আরো বলেন , ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতার বিষয়ে ইসরায়েল চোখ বন্ধ করে রেখেছে। ব্রিটেনের এই

পদক্ষেপের (নিষেধাজ্ঞা) লক্ষ্য হলো ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখা। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০৯.২০২৬ রনি)

ইরানের তেলের ট্যাংকারে আক্রমণ চালালো আমেরিকা

মঙ্গলবার ইরানের পাঁচটি তেলের ট্যাংকারে আক্রমণ করেছে অ্যামেরিকা। এর মধ্যে চারটি ওমান উপসাগরে এবং একটি হরমুজ প্রণালিতে অবস্থিত তেলের ট্যাংকার। ইউএস সেন্ট্রাল কম্যান্ড সেন্টকম জানায়, দুই দিনে দুই বার ব্যালেস্টিক মিসাইল দিয়ে ইরান আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ আক্রমণ করেছে ইরানের ইসলামিক রেভেলিউশানারি গার্ড। সামাজিক মাধ্যমে সেন্টকম লেখে, "ইরানের আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং আঞ্চলিক জলভূমির উপর নিজেদের নজরদারি রাখতে এই আক্রমণ করা হয়েছে।„ কোনো আমেরিকার সেনা এই আক্রমণে আহত হননি বলেও জানানো হয়েছে। সেন্টকম আরো জানিয়েছে, তারা এই আক্রমণ চালানোর আগে ঘোষণা করে ওই জাহাজগুলো খালি করে দিতে বলে। এখনো পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ইরানের মিডিয়া জানিয়েছে, দুটি তেলের বাণিজ্যিক বন্দর জাস্ক এবং খার্গ দ্বীপের কাছে বিস্ফোরণ শোনা গেছে। দক্ষিণের এই দুটি বন্দর মূলত তেল রপ্তানিতে ব্যবহৃত হয়। এই ঘটনার পরে ইরান বাহরিন এবং কুয়েতের জাহাজের উপর আক্রমণ চালাবে বলে জানায়।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৯.০৯.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

ফিল্ড ফায়ারিং অনুশীলনের সময় দুর্ঘটনায় ২ সেনাসদস্য নিহত

চট্টগ্রামের হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে, ফিল্ড ফায়ারিং অনুশীলন চলাকালে একটি ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণের সময় আকস্মিক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুইজন সৈনিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একজন কর্মকর্তা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) আন্ত:বাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। আইএসপিআর জানায়, আহত কর্মকর্তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারযোগে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকায় স্থানান্তর করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

মৌখিকের নম্বর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি, সুবিধা পাবে না কেউ

সরকারি চাকরিতে ১১ থেকে ২০তম গ্রেডে সরাসরি নিয়োগের পরীক্ষায় মৌখিকের নম্বর বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মো. আব্দুল বারী বলেছেন, এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। কাউকে সুবিধা দিতে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না। সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থায় বর্তমানে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে একেক ধরনের পরীক্ষাপদ্ধতি ও নম্বর বণ্টন চালু রয়েছে। কোথাও লিখিত পরীক্ষার তুলনায় মৌখিকের নম্বর কম, আবার কোথাও লিখিত ও মৌখিকের নম্বর প্রায় সমান। এ ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনতে ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের সরাসরি নিয়োগের জন্য অভিন্ন নম্বর বণ্টনের একটি বিশেষ বিধিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। নতুন বিধিমালায় মূলত মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়ানো হবে। এরই মধ্যে বিধিমালার খসড়া সরকারের সংশ্লিষ্ট কমিটিতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে। প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে সরাসরি নিয়োগে অবৈধ অর্থের লেনদেন, প্রভাব খাটানো ও আনুকূল্য দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা রয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়ানোর প্রস্তাব সামনে আসায় জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্টদের একটি অংশ মনে করছেন, মৌখিকের ওজন বাড়লে নিয়োগে অনিয়মের সুযোগও বাড়তে পারে। বিশেষ করে লিখিত পরীক্ষায় মেধার ভিত্তিতে এগিয়ে থাকা প্রার্থীর সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষায় বড় ব্যবধান তৈরি করার সুযোগ থাকায় এ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে সরকার বলছে, প্রস্তাবিত পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিয়োগ পরীক্ষায় সামঞ্জস্য আনা, প্রক্সি ও প্রযুক্তিনির্ভর অসদুপায় ঠেকানো এবং প্রকৃত যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা। আর চূড়ান্ত বিধিমালা প্রণয়নের আগে এখনো আরও প্রক্রিয়া বাকি রয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়ানোর আলোচনা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে জাগো নিউজকে বলেন, ‵তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাড়ানো নিয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।, (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

জাতীয় নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য হবে: সিইসি

জাতীয় নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনও গ্রহণযোগ্য হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। তিনি বলেন, আইন অনুযায়ী যারা যোগ্য হবেন, তারাই নির্বাচন করতে পারবেন। গ্যারান্টি দিতে পারি, কোনো বে-আইনি নির্দেশনা আমরা দেবো না। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর রাজারবাগে ‵নির্বাচনি দায়িত্ব পেশাদারত্বের সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, শীর্ষক আলোচনা সভা শেষে এসব বলেন তিনি। সিইসি বলেন, আমাদের কমিটমেন্টে কোনো ঘাটতি নেই। নির্বাচন কমিশন থেকে

নির্বাচনের সময় পুলিশকে কোনো বেআইনি নির্দেশনা দেওয়া হবে না। আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। তারাও (পুলিশ) ওয়াদা করেছেন যে, তারা একটি সুন্দর, ক্রেডিবল নির্বাচন করার জন্য কাজ করবেন। সিইসি বলেন, আমরা অতি শিগগির স্থানীয় সরকার নির্বাচন করতে যাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের মূলত পুলিশের সক্ষমতার ওপর নির্ভর করতে হয়। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত হবেন, অথচ আগে নির্বাচনকেন্দ্রিক কা র্যক্রমের বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেননি, তাদের যথা শিগগির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য আমি তাকে (আইজিপি) অনুরোধ করেছিলাম। আইজিপি প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই কার্যক্রম শুরু করেছেন। আজ সেটার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশ নের কমিটমেন্ট হচ্ছে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন করা। আমরা জাতীয় নির্বাচন যেভাবে করেছি, যত সুন্দরভাবে করেছি, একইভাবে অন্তত একই মানে স্থানীয় সরকার নির্বাচনটাও করতে চাই। একটি ক্রেডিবল এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন যেন আমরা করতে পারি, সেজন্য পুলিশের সহা য়তা চেয়েছি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করার বিষয়ে পূর্ণ কমিটমেন্ট রয়েছে। এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেন, আমাদের যেমন সাংবিধানিক ও আইনি দায়িত্ব আছে সুন্দরভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সম্পন্ন করার, তেমনি তাদেরও (পুলিশ) আমাদের সহায়তা করা এবং সুন্দর একটি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আইনি দায়িত্ব রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

শেখ হাসিনা আপিলের সুযোগ পাবেন কি না, যা বললেন আইনমন্ত্রী

শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে আপিলের সুযোগ পাবেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান জানান, এ বিষয়ে আগে থেকে কিছু বলার সুযোগ নেই। শেখ হাসিনা আপিল করতে চাইলে তখন আইনই তা নির্ধারণ করবে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে আইন ও বিচার বিভাগ এবং ব্র্যাকের মধ্যে `সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস : বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে আপিলের সুযোগ পাবেন না এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে, এমন আলোচনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জবাবে তিনি বলেন, `যখন উনি আপিল করতে চাইবেন, তখন আইন নির্ধারণ করবে, তার আগে না।, এর আগে, শেখ হাসিনাকে ভারত হস্তান্তর করবে না বলে দেশটির একটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য জানতে চান সাংবাদিকরা। তবে এটি আইন মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, `প্রত্যর্পণ আপনি আগে দেখেন, প্রত্যর্পণ (এক্সট্রাডিশন) চুক্তির সঙ্গে কোন কোন মন্ত্রণালয় জড়িত থাকে, সেটা দেখে তারপর প্রশ্ন করেন।, `আপনি প্রধান বিচারপতি হওয়ার পরে আইনজীবীদের ইনকাম কমে গেছে, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির (বার) সভাপতি ব্যারিস্টার এএম মাহবুব উদ্দিন খোকনের এমন মন্তব্যকে কেন্দ্র করে প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতি এজলাস ত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এজলাসে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনা নিয়ে আইনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাংবাদিকরা। এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, `আশা করি প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রিম কোর্ট বার এ বিষয়ে নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন।, (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর হওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

পলিথিন ও প্লাস্টিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বন্ধ এবং পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাকে যথাযথ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে সচিবালয়ে পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণবিষয়ক পর্যালোচনা সভায় এসব নির্দেশনা দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব গাজী শাহরিয়ার পামির এসব তথ্য জানান। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভায় পরিবেশবান্ধব ব্লক ইটের ব্যবহার বৃদ্ধি, বায়ু, পানি, মাটি ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থা পনাসহ পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী পলিথিন ও প্লাস্টিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বন্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্র ণালয়, বিভাগ ও সংস্থাকে এ নিয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে বলেন প্রধানমন্ত্রী। পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

বিআরটিএর অনুমতি ছাড়া স্লিপার বাস চালানো যাবে না: হাইকোর্ট

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) অনুমোদন ছাড়া কোনো বাস সড়কে চলাচল করতে পারবে না বলে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। ফলে বিআরটিএর অনুমোদনপ্রাপ্ত বাসগুলোই কেবল সড়কে চলাচল করতে পারবে। মহাসড়কে স্লিপার বাস চলাচলের অনুমতি চেয়ে বাস মালিক সমিতির করা আবেদনের শুনানি শেষে বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) এ আদেশ দেন হাইকোর্ট। বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলম ও বিচারপতি মোর্শেদ এ মাওলা সোহেলের

সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে বিআরটিএর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মো . রাফিউল ইসলাম। আবেদনকারীদের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট হুজ্জাতুল ইসলাম আল ফেসানি। আইনজীবী মোহাম্মদ হুজ্জাতুল ইসলাম আলফেসানি জাগো নিউজকে বলেন, মহাসড়কে স্লিপার বাস চলাচলের অনুমতি সংক্রান্ত বিআরটিএর একটি প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করা হয়। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদা লত বলেছেন, বিআরটিএ যে-সব বাস চলাচলের অনুমতি দিয়েছে, কেবল সেসব বাসই সড়কে চলতে পারবে। বিআরটিএর আইনজীবী মো . রাফিউল ইসলাম বলেন, স্লিপার বাস মালিক অ্যাসোসিয়েশন মহাসড়কে এ ধরনের বাস চলাচলের অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালতকে জানানো হয় , সড়ক পরিবহণ আইনের ৪০ ধারা অনুযায়ী যানবাহনের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ অপরাধে আইনের ৮৪ ধারায় সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড ও তিন লাখ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এছাড়া সড়ক পরিবহ ণ আইনের ২৮ ধারা অনুযায়ী রুট পারমিট ছাড়া কোনো গাড়ি সড়কে চলাচল কর তে পারে না বলেও আদালতকে জানানো হয়। আইনজীবী রাফিউল ইসলাম আরও বলেন , `আদালত বলেছেন, বিআরটিএর অনুমতিপ্রাপ্ত বাসগুলোই কেবল সড়কে চলতে পারবে। যেহেতু স্লিপার বাস চালানোর কোনো পারমিশন নেই এবং হাইকোর্টও এ বিষয়ে কোনো অনুমতি দেয়নি , তাই নিয়মের বাইরে এসব বাস সড়কে চলার কোনো সুযোগ নেই।, (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

এবারও দুর্গাপূজায় ইলিশ চায় ভারত

আসন্ন দুর্গাপূজা উপ লক্ষ্যে এবারও বাংলাদেশের ইলিশ চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন ভারতের ব্যবসায়ীরা। ইলিশ পাঠানোর অনুমতি চেয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছে ভারতের ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও ভারতের এই ব্যবসায়ী সংগঠন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পৃথকভাবে চিঠি পাঠিয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে , পূজা উপলক্ষ্যে ইলিশ মাছ রপ্তানির বিষয়টি ইতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে। তবে কী পরিমাণ ইলিশ রপ্তানি করা হবে , তা এখনো ঠিক হয়নি। এদিকে এরই মধ্যে বাংলাদেশের ১৮ প্রতিষ্ঠান ভারতে ইলিশ রপ্তানির জন্য আবেদন জানিয়েছে। সেগুলো যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় চিঠি পাঠাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে বাণিজ্যসচিব আতাউর রহমান খান গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন , ভারতীয় ব্যবসায়ীদের চিঠি পেয়েছি। তবে কী পরিমাণ ইলিশ রপ্তানি করা যায় , তা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা হবে। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের চিঠিতে বলা হয়, ১৯৯৬ সালের পর থেকে প্রতি বছর গড়ে পাঁচ হাজার টন ইলিশ ভারতে রপ্তানি হচ্ছিল। কিন্তু ২০১২ সালের পর থেকে অজ্ঞাত কারণে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। পরে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশ সরকার কেবল দুর্গাপূজার সময় নির্দিষ্ট এক মাসের জন্য ইলিশ রপ্তানির বিশেষ অনু মতি দিয়ে আসছে। তবে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মতে, এই স্বল্পমেয়াদি ও সীমিত অনুমতি শেষ পর্যন্ত কার্যকর কোনো সুফল বয়ে আনে না। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হলেও এবার তা আরও আগে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

ডেঙ্গুতে ১৩৭ মৃত্যু, প্রতিরোধে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে তিন মাসের অভিযান

দেশে ডেঙ্গুতে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ১৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এডিস মশার প্রজনন ঠেকাতে সারাদেশে তিন মাসব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হচ্ছে। আগামী শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধ নিয়ে জরুরি মতবিনিময় সভা শেষে স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম এ তথ্য জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেন , প্রতি বছর সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে এডিস মশার লার্ভার প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এ সময়ে এডিস মশার সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যাও বেড়ে যায়। গত পর শু প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে করণীয় নিয়ে একটি সভা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন , সেখানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় পাওয়া হিসাব তুলে ধরে মীর শাহে আলম বলেন , জানুয়ারি থেকে গত পরশু পর্যন্ত সারাদেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে প্রায় ২ হাজার ৭০০ থেকে ২ হাজার ৮০০ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। তাদের অনেকে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন , আবার কিছু রোগী এখনো হাসপাতালে ভর্তি। ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার জন্য রেড অ্যালার্টিং উপজেলা ও জেলাগুলোর প্রত্যেক হাসপাতালে আলাদাভাবে পাঁচটি করে ডেঙ্গু রোগীর বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন , জেলা পর্যায়ের পাশাপাশি বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

জ্বালানি সংকট বৈশ্বিক, পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প পদক্ষেপ: রিজভী

বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের প্রভাবে দেশের সরবরাহ ব্যবস্থায় কিছুটা চাপ থাকলেও তা নিরসনে সরকার বিকল্প বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘব এবং বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিএনপি সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধা নমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন রিজভী। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন , আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে যে -সব নারী নেতাকর্মীরা সক্রিয় ছিলেন, তারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তবে নানা প্রতিকূলতা ও সংকটের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী ও দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়ে দলকে সুসংগঠিত রেখেছেন এবং সঠিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রিজভী বলেন , তেল ও গ্যাস সরবরাহে সাময়িক জটিলতা তৈরি হওয়া একটি বৈশ্বি ক সংকট। তবে এই সংকট কাটিয়ে উঠতে গ্যাস আমদানিসহ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে গণপরিবহণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকার কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলেও জানান তিনি। নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ টেনে রিজভী বলেন , বিএনপি চিরকালই নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের সময় মেয়েদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছিল। বর্তমান সরকার তা বিয়ে বা স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক করার চিন্তাভাবনা করছে। একই সঙ্গে `ফ্যামিলি কার্ড,-এর মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতা নারীদের হাতে তুলে দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সম্প্রতি অভিনেত্রী বাঁধনের ওপর হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রিজভী কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন , যারা নারীদের ওপর শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন চালায় , তারা সম্পূর্ণ কাপুরুষ। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই আয়োজনে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল ও বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নারী নেত্রীরা উপস্থিত হয়ে জিয়া দম্পতির সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

দুদকের অনুসন্ধান রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করার জন্য: আসিফ মাহমুদ

দুদকের অনুসন্ধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি ও ভয় দেখানোর প্রক্রিয়ার অংশ বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো মিথ্যা এবং এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য দুর্নীতি খুঁজে বের করা নয় বরং রাজনৈতিকভাবে আমাকে হয়রানি ও `মিডিয়া ট্রায়াল, করা। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন আসিফ মাহমুদ। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে পদায়ন ও বদলি -সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) দায়ের করা সাম্প্রতিক অভিযোগ এবং দুদকের মুখপাত্রের বক্তব্যের প্রতিবাদে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সময় এনসিপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী এবং মিডিয়া উপ-কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, দুদকের মুখপাত্র যে প্রেস ব্রিফিং করেছেন, সেখানে তিনি বলেছেন প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছেন। তারপর আমি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি তিনি বলেছেন, প্রাথমিক শব্দটা বাদ দেওয়ার জন্য। এর মধ্যে সব মিডিয়ায় নিউজ হয়ে গেছে , আমার মানহানি হয়ে গেছে। এরপর আমি ফেসবুক স্ট্যাটাস দেই। আমি বলেছিলাম আমি আইনি প্রক্রিয়ায় যাবো। ইতোমধ্যে আমাদের আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আসিফ মাহমুদ বলেন , এই অনুসন্ধান আসলে অনুসন্ধান না। এই অনুসন্ধান হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষকে হয়রানি এবং গ্রুপের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী আমলে যেভাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করা হয়েছিল, ভয় দেখিয়ে রাখা হয়েছিল, সেটাই তারা পুনরায় সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবার যাচ্ছে। , তিনি বলেন, যদি এই স্পেসিফিক ইস্যুতে অনুসন্ধান করতে হয়, তাহলে দুটোকে অনুসন্ধান করতে হবে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে। আমার বিরুদ্ধে না। কারণ আমি একদম ডকুমেন্ট দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি। এই স্পেসিফিক ঘটনাটা ঘটেছে বিএনপি সরকারের সময়। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় দুই মাসেরও বেশি সময় আগে আমি পদত্যাগ করেছি। নিজের পদত্যাগের সময়ের কথা উল্লেখ করে আসিফ মাহমুদ বলেন , `আমি ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ পদত্যাগপত্র দিয়েছি এবং ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ সেটা গৃহীত হয়েছে।, দুদকের সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর আশা করেছিলাম এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দুদকেরও একটা সংস্কার হয়েছিল। দুদকের দুর্নীতি দমন কমিশন যে অধ্যাদেশ হয়েছিল, সেটাকে বিএনপি সরকার এসে বাতিল করে দিলো। আবারও একটা দলীয় কায়দায় দুদক গঠন করা হলো এবং সেই দুদক আবারও রাজনৈতিক কায়দায় পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন , তারা খুবই স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক কারণে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাকে হয়রানি করার লক্ষ্যেই এই অনুসন্ধানটা শুরু করেছে। এই অনুসন্ধানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রিজন এখানে ছিল না।, (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে ভারত অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়: দীনেশ ত্রিবেদী

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান সামরিক ও কৌশলগত সম্পর্ককে ভারত অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎতালে তিনি এ কথা বলেন। ঢাকা সেনানিবাসে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার কার্যালয়ে তাদের মধ্যে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে। আইএসপিআর জানায়, সাক্ষাতের শুরুতে উভয়ে পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে দুই দেশের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর পেশাগত মানোন্নয়নে যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সামরিক কর্মকর্তাদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ বিনিময়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, আঞ্চলিক শান্তি এবং সমুদ্র নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। সাক্ষাতে ভারতের হাইকমিশনার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান সামরিক ও কৌশলগত সম্পর্ককে ভারত অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিকের কারিকুলামে স্পিকিং-লিসেনিংয়ে বিশেষ গুরুত্ব: ববি হাজ্জাজ

প্রাথমিক স্তরের নতুন কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের শোনা (লিসেনিং) ও কথা বলার (স্পিকিং) দক্ষতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকা পিটিআইয়ে 'বাংলাদেশ টিএমটিই (ট্রেনিং অব মাস্টার ট্রেইনার্স ইন ইংলিশ) সদস্য সম্মেলন ২০২৬,-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ববি হাজ্জাজ বলেন, ভাষা শিক্ষার চারটি মৌলিক দক্ষতা- শুনে বোঝা, বলে প্রকাশ করা, পড়ে বোঝা এবং লিখে প্রকাশ করা - সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে 'শুনে বোঝার, দক্ষতা তৈরিতে বেশি গুরুত্ব প্রয়োজন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করতে ভাষাগত দক্ষতা বাড়াতে হবে। ইংরেজি ভাষায় বিপুল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান রয়েছে। এসব জ্ঞানে শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা জরুরি। শুধু সাক্ষরতার হার বাড়ালেই শিক্ষিত সমাজ তৈরি হয় না মন্তব্য করে গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তা প্রয়োগ করতে এবং বিশ্বজ্ঞান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষায় শুধু পাঠ্যবইনির্ভর শিক্ষাদান যথেষ্ট নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভিডিও, ওয়ার্কবুক, ডিজিটাল কনটেন্ট, খেলা ও অন্যান্য আধুনিক শিখন উপকরণ কার্যকরভাবে ব্যবহারের বিষয়ে শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশি পণ্য আমদানি বাড়াতে ইন্দোনেশিয়াকে আহ্বান

বাংলাদেশি পণ্য ও সেবা আমদানি বাড়ানোর জন্য ইন্দোনেশিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। একইসঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ক আরও গভীর ও বহুমুখী করতে কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট (সিইপিএ) নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন তিনি। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত লিস্টিওয়াতি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, পর্যটন, সাংস্কৃতিক বিনিময়, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ, কনস্যুলার বিষয় এবং উচ্চপর্যায়ের সফর বিনিময় নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিভিন্ন ইস্যুতে সহযোগিতার বিষয়ও উঠে আসে। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আরও বাড়াতে ইন্দোনেশিয়াকে বাংলাদেশি পণ্য ও সেবা আমদানি বৃদ্ধির আহ্বান জানান হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, বাণিজ্য সম্পর্ককে আরও গভীর ও বহুমুখী করতে বাংলাদেশ সিইপিএর দিকে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ইন্দোনেশিয়ার ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করারও অনুরোধ জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। পর্যটন, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে এটি গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

৩ কোটি টাকার কাপড়ভর্তি কনটেইনার গায়েব: গ্রেফতার ২

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আমদানিকৃত তিন কোটি টাকার কাপড়ের রোলভর্তি কনটেইনার গায়েবের ঘটনায় অবশেষে থানায় মামলা করা হয়েছে। এ ঘটনায় মো. মোর্শেদ আলম (৩১) এবং মো. সাইদুর রহমান (৫১) নামে দুই জেটি সরকারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকালে বন্দর থানায় মামলাটি রেকর্ড হয়। বন্দরের পরিবহন পরিদর্শক সাইফুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। আমদানিকারকের অজ্ঞাতসারে জাল জালিয়াতির মাধ্যমে আমদানিকৃত কাপড়ভর্তি কনটেইনার খালাস করে নিয়ে যাওয়া হয় বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়। কনটেইনারটি ১১ আগস্ট বন্দর থেকে বের করা হয় বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়। গ্রেফতার মোর্শেদ চট্টগ্রামের

পটিয়া থানার জিরি ইউনিয়নের উত্তর কৈয়গ্রাম গ্রামের আলতাফ আলী মৌলভী বাড়ির মো. রফিকের ছেলে এবং সাইদুর পিরোজপুরের নাজিরপুর থানার মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের পূর্ব বানিয়ারি গ্রামের মো. সুলতান আহম্মেদের ছেলে। দুজনই চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এলাকার প্যারামাউন্ড ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি সিঅ্যান্ডএফ প্রতিষ্ঠানের জেটি সরকার হিসেবে নিয়োজিত। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে বন্দর থানার ওসি আবদুর রহিম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের কাপড়ভর্তি একটি কনটেইনার চুরির ঘটনায় বন্দর কর্তৃপক্ষ মামলা দিয়েছে। মামলায় জড়িত দুইজনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এখন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আসামিদের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। আদালতের অনুমতি পেলে আসামিদের রিমান্ডে এনে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

সভাপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করবেন

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিব ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি শেখ ফজলুল করীম মারুফ বলেছেন, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেছেন। এটা বাংলাদেশের জন্য সুখবর। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করাই হোক তার প্রথম টার্গেট। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রোহিঙ্গা ইস্যুর পূর্ণাঙ্গ সমাধান করবেন এটাই জনগণের প্রত্যাশা বলেও মনে করেন তিনি। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নিয়মিত সভায় তিনি এসব মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ১৯৭৮ সাল থেকে কয়েক দফায় প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্য বাংলাদেশে জীবন বাঁচানোর তাগিদে অবৈধভাবে প্রবেশ করে। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম মিলে এই সংখ্যা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, সেটা হিসাবের বাইরে। তাদের অপরাধের সীমানা এখন কক্সবাজার ছাড়িয়ে পুরো দেশব্যাপী চলমান। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে তাদের ভূমিকা কোনো অংশে কম না। সরকারের উচিত তাদেরকে স্বদেশে পাঠানোর সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান যেহেতু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সেহেতু তাকেই সামনে থেকে সমস্যার সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

এআই ব্যবহারে প্রতিটি শিশুর মাতৃভাষার নিশ্চয়তা চাইলেন শিক্ষামন্ত্রী

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারে বিশ্বের প্রতিটি শিশুর মাতৃভাষার নিশ্চয়তা বিধানের আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেছেন, বৈশ্বিক এআই মডেলগুলো প্রায়ই বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। তাই ভাষাগত ও ডিজিটাল বিভাজন দূর করতে বাংলা ভাষায় এমন প্রযুক্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যা জাতীয় দক্ষতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে আয়োজিত 'ডিজিটাল লার্নিং উইক ২০২৬,-এ অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। ইউনেস্কো আয়োজিত চার দিনব্যাপী 'ডিজিটাল লার্নিং উইক ২০২৬, গত ৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে। 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে শিক্ষা : ফ্যাক্টস, ফ্রিকশনস, ফ্রন্টিয়ার্স, প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান চলবে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এতে বিশ্বের ২৫টি দেশের শিক্ষামন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি, উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছেন। এর আগে মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) উদ্বোধনী অধিবেশনে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ইউনেস্কোর মহাপরিচালক খালেদ এল-এনানি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক প্যানেলের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন জাতিসংঘের ডিজিটাল ও উদীয়মান প্রযুক্তিবিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল ও বিশেষ দূত অমনদীপ সিং গিল। এরপর মন্ত্রী পর্যায়ের 'এজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েটনেস অ্যান্ড এআই ইন এডুকেশন, শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেন শিক্ষামন্ত্রী। সেখানে বাংলাদেশের খসড়া 'জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতিমালা ২০২৬-২০৩০, নিয়ে বক্তব্য দেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অনিয়ন্ত্রিত জেনারেটিভ প্রযুক্তি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিকাশ ও মানসিক বৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ শিক্ষকদের জন্য একটি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করেছে। এটি পাঠ পরিকল্পনা ও শিক্ষাদানে শিক্ষকদের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, বৈশ্বিক এআই মডেলগুলো প্রায়ই বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয়। এ কারণে ভাষাগত ও ডিজিটাল বিভাজন দূর করতে বাংলাদেশ বাংলা ভাষায় এমন প্রযুক্তি তৈরির চেষ্টা করছে, যা জাতীয় দক্ষতাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষার জন্য বিশ্বে বর্তমানে যেসব এআই মডেল রয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেসব মডেল উদ্ভাবিত হবে, সেগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিশু যেন তার মাতৃভাষায় এআই ব্যবহারের সুযোগ পায়, তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

ন্যূনতম প্রমাণ ছাড়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়া দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজঃ হাইকোর্ট

ফেনীর সোনাগাজীতে মাদরাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলায় চার আসামির বিরুদ্ধে ন্যূনতম প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়ায় বিচারিক আদালতের বিচারকের বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন হাইকোর্ট। আদালত বলেছেন, `একটি সভ্য সমাজে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন সাজা আশা করা যায় না। ন্যূনতম প্রমাণ ছাড়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়া দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ।, মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ রায়ে এসব পর্যবেক্ষণ দেওয়া হয়। রায়ের পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট বলেন, শামীম, রুহুল আমিন, মাকসুদ কাউন্সিলর ও আফসারউদ্দীনের বিরুদ্ধে ন্যূনতম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অথচ তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বিচার -বুদ্ধিহীন এ দণ্ডের কারণে এসব আসামিকে সাত বছর কনডেম সেলে থাকতে হয়েছে। এর ফলে তাদের পরিবারের ওপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়েছে। আদালত বলেন , একটি সভ্য সমাজে এমন দায়িত্বজ্ঞা নহীন সাজা আশা করা যায় না। ট্রাইব্যুনালের বিচারকের মধ্যে সংবেদনশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। দণ্ডবিধি ও সাজা প্রদানসংক্রান্ত বিধিমালার মৌলিক বিষয়গুলো আয়ত্ত না করা পর্যন্ত ওই বিচারককে দায়রা আদালতের বিচারিক কাজ পরিচালনা থেকে দূরে রাখা শ্রেয়। রায়ে বলা হয় , নুসরাতকে হত্যা করে ঘটনাটি আত্মহত্যা হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার জন্য মাদরাসার অধ্যক্ষ সিরাজ -উদ-দৌলার নির্দেশ বাস্তবায়নে শাহাদাত হোসেন শামীম ও নূরউদ্দিন মূল সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। নুসরাত মামলা প্রত্যাহারে রাজি না হওয়ায় তাকে হত্যার জন্য শামীম, নূরউদ্দিন, জাবেদ ও জুবা য়েরকে প্ররোচিত করেন অধ্যক্ষ সিরাজ -উদ-দৌলা- হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে এমন তথ্যও উঠে এসেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

গভীর সাগরে নতুন এলএনজি টার্মিনাল ও২৬ ব্লকে হবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান

গভীর সমুদ্রে নতুন এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন এবং ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে ১৫০টি নতুন কূপ খননের বিশাল পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন , সমুদ্র অঞ্চলের ২৬টি ব্লকে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য গত ২৪ মে আন্তর্জাতিক বিডিং রাউন্ড আহ্বান করা হয়েছে, যার দরপত্র দাখিলের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। এছাড়া স্থলভাগে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে `বাংলাদেশ অনশোর মডেল পিএসসি ২০২৬, প্রণয়নের কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে এ তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রী। সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে নারী আসন -১৭ এর সদস্য সুলতানা আহমেদ এবং মেহেরপুর -১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খানের পৃথক দুটি প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী সরকারের নেওয়া এসব স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের কথা জানান। এসময় জরুরি জ্বালানি নিরাপত্তা ও শিল্পের ধারাবাহিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে বিকল্প উৎস ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির সমন্বয়ে গঠিত সরকারের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি মাস্টারপ্ল্যান তুলে ধরেন সরকারপ্রধান। সংসদ সদস্য সুলতানা আহমেদ তার প্রশ্নে জুলাই ২০২৬-এ একটি এলএনজি টার্মিনাল সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় জাতীয় গ্যাস সরবরাহে দৈনিক প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট ঘাটতি ও শিল্পকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি জানতে চান, ভবিষ্যতে এ ধরনের আকস্মিক সংকটে শিল্পখাত যেন বড় ক্ষতির মুখে না পড়ে, সেজন্য গ্যাস সরবরাহের বিকল্প উৎস, এলএনজি রিজার্ভ সক্ষমতা, শিল্পাঞ্চলভিত্তিক অগ্রাধিকার সরবরাহ এবং জরুরি জ্বালানি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কি না। জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান , আকস্মিক বা সাময়িক সংকটকালে শিল্পখাত যেন গ্যাস সংকটের সম্মুখীন না হয়, সেজন্য সরকার ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৫০টি কূপ খননের পরিকল্পনা নিয়েছে। একই সঙ্গে দেশীয় গ্যাসের উৎস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে মোট ৪,৫০০ লাইন কিলোমিটার দ্বি-মাত্রিক (২ডি) এবং ৪,২০০ বর্গ কিলোমিটার ত্রি -মাত্রিক (৩ডি) সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে গ্যাসের ঘাটতি পূরণ ও এলএনজি অবকাঠা মো জোরদার করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশে বিদ্যমান দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে বর্তমানে গড়ে দৈনিক প্রায় ৯৩৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হয়। ভবিষ্যতে আকস্মিক সংকট সামাল দিতে মহেশখালীর কুতুবজোমে নতুন একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল এবং মাতারবাড়িতে একটি ল্যান্ড -বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তিনি জানান , পরিকল্পনা অনুযায়ী কুতুবজোম ভাসমান টার্মিনাল থেকে ২০২৮ সালে এবং ল্যান্ড -বেইজড টার্মিনাল থেকে ২০৩০ নাগাদ রি -গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এছাড়া পায়রা বা মোংলা বন্দর এলাকা কিংবা দক্ষিণ - পশ্চিমাঞ্চলের সমুদ্র উপকূল বিবেচনায় গভীর সমুদ্রে সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করে জরুরি ভিত্তিতে একটি ভাসমান টার্মিনাল স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

বিশ্বের ভয়াবহতম হাম পরিস্থিতি বাংলাদেশে

একসময় হাম নির্মূলের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু টিকাদানে ঘাটতি ও নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে ব্যাঘাতের কারণে এখন দেশটি হাম রোগের ভয়াবহতম প্রাদুর্ভাবের মুখে পড়েছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) রয়টার্সের এক প্রতিবেদনের এমন তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতি বেদনে বলা হয়, মার্চে প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে

এ পর্যন্ত হাম -সংশ্লিষ্ট সন্দেহভাজন ও নিশ্চিত মৃত্যুর সংখ্যা ৯৯৯-এ পৌঁছেছে। হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ বাড়ছে। দেখা দিয়েছে শয্যা ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট। একই সঙ্গে প্রতিদিনই হাম আক্রান্ত শিশুদের হাসপাতালে আসার সংখ্যা বাড়ছে। এপ্রিল থেকে দেশজুড়ে জরুরি টিকাদান কর্মসূচি শুরু হলেও পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে ব্যাঘাতের পর থেকেই শিশুদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়। ওই সময় রাজ নৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় হাম প্রাদুর্ভাব চলছে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমে ব্যাঘাত এবং টিকা সরবরাহে সমস্যার ফলে বিপুলসংখ্যক শিশু হাম থেকে সুরক্ষাহীন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নয় মাসের কম বয়সী শিশুরা বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। কারণ এই বয়সে নিয়মিত হাম টিকা দেওয়ার সুযোগ থাকে না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, মার্চে প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে দেশে ১ লাখ ৬৬ হাজারের বেশি সন্দেহভাজন হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে পরীক্ষাগারে নিশ্চিত হওয়া রোগীর সংখ্যা ১৯ হাজার ৮৩৫। হাম-সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর সংখ্যা ৯৯৯, যার মধ্যে ১০০টি মৃত্যু পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ১ লাখ ৪৬ হাজারের বেশি সন্দেহভাজন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাম পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করার পেছনে দুর্বল কর্মসূচি তদারকি, পর্যাপ্ত নজরদারির অভাব এবং টিকা সংগ্রহের নীতিতে পরিবর্তন বড় ভূমিকা রেখেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে টিকা সংগ্র হের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়। এর ফলে টিকা সরবরাহে ঘাটতি তৈরি হয় বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। সোমবার সংসদে তিনি বলেন, টিকা সংগ্রহের পদ্ধতিতে পরিবর্তনের কারণে সংকট তৈরি হয়েছিল। এর পাশাপাশি ২০২৪ সালে একটি টিকাদান ক র্মসূচি স্থগিত করা এবং পরের বছর দেশব্যাপী হাম -রুবেলা টিকাদান কর্মসূচি বাতিল করার ফলে বিপুলসংখ্যক শিশু টিকার বাইরে থেকে যায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

বেসরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গুরোগীর চিকিৎসার খরচ সরকার দেবে

সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গুরোগীর চিকিৎসার জ ন্য শয্যা বা প্রয়োজনীয় সুযোগ -সুবিধা না পাওয়া গেলে বেসরকারি হাসপাতালে রোগী পাঠিয়ে চিকিৎসা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে চিকিৎসার ব্যয় সরকার বহন করবে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধ নিয়ে জরুরি মতবিনিময় সভা শেষে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালের একটা পাইলটিং বোধহয় হচ্ছে। কোনো সরকারি হাসপাতালে শয্যা বা চিকিৎসার জন্য অন্য কোনোকিছুর সংকুলান না হলে সেই রোগীদের কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়ার বিষয়ে স্বাস্থ্য বি ভাগ চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা ব্যয় সরকার বহন করবে। ডেঙ্গু চিকিৎসায় সরকারি হাসপাতালগুলোতে স্যালাইন ও পরীক্ষার কিট পর্যাপ্ত রয়েছে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য বিভাগ যে তথ্য দিয়েছে, তাতে হাসপাতালে স্যালাইনের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত রয়েছে। ডেঙ্গু শনাক্তের পরীক্ষার কিটও পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। এদিকে, ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি এমন এলাকাগুলোতে উপজেলা পর্যায়েও চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান মীর শাহে আলম। তিনি বলেন, এর আগে ডেঙ্গুরোগীর চিকিৎসা উপজেলা লেভেলে ছিল না। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন, রেড মার্কিংকৃত উপজেলাগুলোতে প্রয়োজন হলে বেডের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কোথাও পাঁচটি বেড থাকলে প্রয়োজন হলে ডেঙ্গুরোগীর জন্য ১০টি করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী পদের আগে `মহামান্য, ও `মাননীয়, লেখা যাবে না

সরকারি দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথিপত্র ও সারসংক্ষেপে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর পদবির আগে `মহামান্য,, `মাননীয়,সহ কোনো সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ অধিশাখা থেকে এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। পরিপত্রে বলা হয়েছে, সরকার, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের সঙ্গে দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথিপত্র ও সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের পদবির আগে সম্মানসূচ ক শব্দ হিসেবে যথাক্রমে `মহামান্য, ও `মাননীয়, শব্দ লিখিতরূপে ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। আরও বলা হয়, সরকারের সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং এর অধীন সব দপ্তরের দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথিপত্র ও সারসংক্ষেপ প্রেরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণের পদবির পূর্বে `মহামান্য,, `মাননীয়, কিংবা অন্য কোনো সম্মানসূচক শব্দ লিখিতরূপে ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

দেশে-বিদেশে মব রাজনীতি কোনোভাবেই কাম্য নয়: শামা ওবায়েদ

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও নতুন বাংলাদেশের পক্ষে থাকা ব্যক্তিদের ওপর বিদেশের মাটিতে মব করে হামলা ও নির্যাতন কোনোভাবেই সরকার ও বাংলাদেশের নাগরিকরা সমর্থন করে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। তিনি বলেন, দেশে-বিদেশে মব রাজনীতি, মব কালচার ও অকা রণে সন্ত্রাস সৃষ্টি কোনোভাবেই কাম্য নয়।

নতুন বাংলাদেশে স্বচ্ছ , সুস্থ ও মানবিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) বাংলা একাডেমিতে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জিয়া স্মৃতি পাঠাগার আয়োজিত `জিয়া স্মৃতি বইমেলা ২০২৬, এর আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। শামা ওবায়েদ বলেন , গত ১৭ বছরে বিএনপির নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপক নিপীড়ন - নির্যাতন হয়েছে। ছাত্রদল, যুবদলসহ দলের হাজার হাজার নেতাকর্মী গ্রাম পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। অনেককে বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়নি , গাছের নিচে কিংবা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে । পুলিশের নির্যাতনে জেলে থাকতে হয়েছে এবং হাজার হাজার মামলা নিয়ে তাদের ঘুরতে হয়েছে। গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে গিয়ে অনেকে খুন ও গুম হয়েছেন। তাদের এবং তাদের পরিবারের কথা আমাদের স্মরণ করতে হবে। তিনি বলেন , যারা নির্যাতিত হয়েছেন, তাদের দেশ গড়ার কাজে ও উন্নয়নের কা জে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের আত্মত্যাগ ভুলে গেলে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমাদের বিবেকের কাছে দায়ী থাকতে হবে। শহীদ জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দর্শনের কথা তুলে ধরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন , শহীদ জিয়া আমাদের উৎপাদনের রাজনীতি , উন্নয়নের রাজনীতি, জনসেবা ও গণসেবার রাজনীতি এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার রাজনীতি শিখিয়েছেন। এই আদর্শ প্রত্যেক নেতাকর্মীর মধ্যে নিহিত রয়েছে। তিনি বলেন, গত ১৭ বছরে বেগম খালেদা জিয়া ও জিয়া পরিবারের ওপর যে অত্যাচার -নির্যাতন হয়েছে, সেটিও আমাদের স্মরণ করতে হবে। দীর্ঘ আন্দোলন -সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দি য়ে দেশে গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের কথা ভুলে গেলে চলবে না।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

মাদককারবারির তালিকা করেন, ব্যবস্থা নেওয়া হবে

মাদক নির্মূলে প্রতিটি এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের স মন্বয়ে টিম গঠন করে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী এবং ঢাকা জেলার আইনশৃঙ্খলা ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। একই সঙ্গে তিনি মাদককারবারিদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়ে বলেন, তালিকা তৈরি করেন; সেই তালিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে সংসদ সদস্য ও প্রশাসনের সঙ্গে বিশেষ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি র বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন , সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে কিশোর গ্যাং। তারা কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দিন দিন বিচরণ করছে। মাদক যদি এখনই রোধ করতে না পারি , একসময় এর বিস্তার দিন দিন বাড়তেই থাকবে। এখনই যদি এটাকে টেনে ধরতে না পারি, তাহলে একসময় এই সমাজ ভেঙে যাবে। এই পরিবেশ থাকবে না , অসুস্থ মানুষের বসবাসে পরিণত হবে। আমাদের প্রথম টার্গেট- কীভাবে মাদক নির্মূল করা যায়। যানজট নিরসনে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণে আনার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন , এটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। অনিয়ন্ত্রিত হয়ে গেলে নিয়ন্ত্র ণে আনা সম্ভব হবে না। এখনই কীভাবে নিয়ন্ত্রণের আওতায় এবং লাইসেন্সের আওতায় আনা যায় , সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গতি আনার ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন , সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে আইনশৃঙ্খলা এবং উন্নয়নের কাজগুলো করা সম্ভব। উন্নয়নমূলক কাজ ধীরগতির হলে আমাকে অবহিত করবেন। আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে সেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করবো। তিনি আরও বলেন , প্রধানমন্ত্রী প্রতি মাসে জেলাভিত্তিক আইনশৃঙ্খলা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের আপডেট নেবেন। এ জন্য সবাইকে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

দেশে কোনো স্লিপার বাসের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়নি: হাইকোর্টে বিআরটিএ

দেশে কোনো স্লিপার বাসের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়নি বলে হাইকোর্টে প্রতিবেদন দাখিল করেছে বাং লাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। একই সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া চলাচল করা স্লিপার বাসের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আদালতকে জানিয়েছে সংস্থাটি। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি কেএম হাফিজুল আলম এবং বিচারপতি মুরাদ -এ-মওলা সোহেলের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। আদালতে বিআরটিএর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী রাফিউল ইসলাম। বাংলাদেশ স্লিপার এসি বাস মালিক সমিতির পক্ষে ছিলেন আইনজীবী এবিএম শাহজাহান আকন্দ মাসুম। রিটের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মুহাম্মদ হুজ্জাতুল ইসলাম খান আল ফেসানি। অননু মোদিত স্লিপার এসি বাস চলাচলের বৈধতা নিয়ে ২০২৫ সালে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুহাম্মদ হুজ্জাতুল ইসলা ম খান। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে একই বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট রুল জারি করেন।বিআরটিএর আইনজীবী রাফিউল ইসলাম জানান , রিটকারীর আরেকটি আবেদনের শুনানি নিয়ে আদালত স্লিপার বাস বিষয়ে তিন সদস্যের একটি স্বাধীন কারিগরি কমিটি গঠন করে প্রতিবেদন দিতে বলেছিল। আদালতের আদেশ পাওয়ার পর বিআরটিএ তিন সদস্যের ওই কমিটি গঠন করে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

সুপ্রিম কোর্টে ভবন নির্মাণে অর্থ আত্মসাতের প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে দুদক

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রেকর্ড ভবন নির্মাণ প্রকল্পে অনুমোদন ছাড়াই আটটি প্যাকেজে কাজ ভাগ করে ৬ কোটি ৩১ লাখ ৯৭ হাজার টাকা বিল পরিশোধের অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৪-এ অভিযান চালিয়ে নথিপত্র সংগ্রহ ও কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে এ তথ্য জানায় দুদকের এনফোর্সমেন্ট টিম। দুদক জানায়, ডিপিপি, আরডিপিপি কিংবা হেড অব প্রকিউরমেন্টের অনুমোদন ছাড়াই মূল ডব্লিউ-১ প্যাকেজের কাজ আটটি পৃথক প্যাকেজে বিভক্ত করে ই-জিপিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়। পরে আটটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দিয়ে তাদের ৬ কোটি ৩১ লাখ ৯৭ হাজার টাকা বিল পরিশোধ করা হয়। এ বিষয়ে দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রেকর্ড ভবন নির্মাণ প্রকল্প-এর কাজের ক্ষেত্রে প্যাকেজ বিভাজনে অনিয়ম, ই-জিপি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কারসাজি, কাজের অস্তিত্ব ছাড়া বিল পরিশোধ এবং সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে একটি এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে এনফোর্সমেন্ট টিম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। দুদক জানায়, অভিযানে অন্তত চারটি প্যাকেজের কাজের কোনো ভৌত অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আবার কয়েকটি কাজ মূল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের (এনডিইএল) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে বলে নথি পর্যালোচনায় দেখা গেছে। দুদক আরও জানায়, একটি প্যাকেজে যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই দর অনুমোদনের প্রমাণ মিলেছে। ঘটনায় তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাইফুজ্জামানকে দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৩৬ খাল রক্ষণাবেক্ষণে প্রকল্প

বাণিজ্য নগরী চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে বারইপাড়া খাল খনন প্রকল্পের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ ছাড়া নগরের বিভিন্ন খাল ও ড্রেন পরিষ্কার, খাল খনন ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি সড়ক, কালভার্ট, ফুটওভার ব্রিজ ও খেলার মাঠ উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম চলছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে চট্টগ্রাম-১৩ আসনের সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের লিখিত প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বেলা সাড়ে ৩টায় জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রমের সভাপতিত্বে সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে প্রশ্নোত্তর পর্বে লিখিত প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনে বারইপাড়া খাল খনন প্রকল্পের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের অধীনে নগরের ২৫টি খাল থেকে আবর্জনা ও মাটি উত্তোলনসহ ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার সার্ভিস ড্রেন পরিষ্কার এবং ড্রেনে জমে থাকা মাটি ও আবর্জনা অপসারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী বর্ষা মৌসুমের আগে এসব কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

ভোলার গ্যাস মূল ভূখণ্ডে নিতে সাত বছর লাগবে: প্রধানমন্ত্রী

ভোলার গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে মূল ভূখণ্ডে নিতে হলে প্রায় সাত বছর সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, ভোলার গ্যাস স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করে সেখানে শিল্পকারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি গ্যাস ব্যবহার করে একটি সার কারখানা এবং ৫০০ মেগাওয়াটের আরেকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) সুলতানা আহমেদের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সুলতানা আহমেদ জানতে চান, শিল্প ও রপ্তানি খাতে নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন ধরে রাখতে ভোলার গ্যাস মূল ভূখণ্ডের পাইপলাইনের সঙ্গে যুক্ত করা কিংবা জরুরি ভিত্তিতে ভাসমান প্রযুক্তির মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকারের কোনো `ফাস্ট ট্র্যাক, কর্মসূচি বা পরিকল্পনা রয়েছে কিনা। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, `ভোলার যে গ্যাসটি আছে, এই গ্যাসটিকে যদি আমরা পাইপলাইনের মাধ্যমে মেইন ল্যান্ডে নিয়ে আসতে চাই, তাহলে সেই পরিকল্পনা যদি আমরা গ্রহণ করি, অন্তত সাত বছরের মতো সময় লাগবে।, তিনি বলেন, সরকার ভোলায় শিল্পকারখানা স্থাপনের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে চায়। এরই মধ্যে কিছু শিল্প উদ্যোক্তা সেখানে গ্যাসনির্ভর শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করছেন। এর ফলে সেখানে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতির আকারও বৃদ্ধি পাবে। ভোলার গ্যাস দেশের মানুষের স্বার্থে সঠিকভাবে ব্যবহারের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেখানে একটি সার কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে ৫০০ মেগাওয়াটের আরেকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। এরপর মাদারীপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য সাইদ উদ্দিন আহমাদ হানজালা সম্পূরক প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করে তার পরিকল্পনা ও বার্তা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া এবং অন্যায়-অবিচার ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের করণীয় জানতে চান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

আগস্টে সীমান্ত এলাকা থেকে বিপুল চোরাচালান পণ্য জব্দ, ৬ ভারতীয় আটক

দেশের সীমান্ত এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আগস্ট মাসে ৩৪৭ কোটি ৮১ লাখ ৫৩ হাজার টাকা মূল্যের চোরাচালান পণ্য ও মাদক জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় বিপুল পরিমাণ ইয়াবা, সোনা, অস্ত্র, বিদেশি মদ, গাঁজা, কসমেটিকস, কাপড়সহ বিভিন্ন পণ্য উদ্ধার করা হয়। এছাড়া অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ৬ জন ভারতীয় ও ১৮৮ জন মিয়ানমারের নাগরিককে আটক করা হয়েছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর

সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে বার বার মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা ঠেকাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির পেছনে দুর্বল সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, যথাযথ ব্যয় প্রাক্কলন না করা, ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, ক্রয় প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা, দুর্বল মনিটরিং ও জবাবদিহির ঘাটতিসহ বিভিন্ন কারণ রয়েছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে কুমিল্লা-১০ আসনের সংসদ সদস্য মো. মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার লিখিত প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এদিন বিকেল সাড়ে তিনটায় স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদের বৈঠক শুরু হয়। শুরুতে প্রশ্নোত্তর পর্বে লিখিত প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে মেয়াদ বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধি সাধারণত একটি মাত্র কারণে হয় না; বরং প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন, ভূমি অধিগ্রহণ, অর্থায়ন, ক্রয় প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনার একাধিক দুর্বলতা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সমস্যা তৈরি করে। তিনি বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতার বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর এ বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণের আগে নির্ভুল সম্ভাব্যতা সমীক্ষা নিশ্চিত করা এবং প্রকল্প অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন প্রস্তুতি দ্রুত করার উদ্যোগ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধনসংক্রান্ত বিদ্যমান নির্দেশিকা সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং জোরদার করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ড্যাশবোর্ড স্থাপন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে নিয়মিত প্রকল্প পর্যালোচনা ও মাঠপর্যায়ে নিবিড় তদারকি বাড়ানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশিদের জন্য ওমানের শ্রমবাজার উন্মুক্তের আলোচনা

বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য ওমানের শ্রমবাজার আরও উন্মুক্ত করার সম্ভাবনাসহ দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে ওমানের রাজপরিবারের সদস্য আল সাইয়্যিদ মোহাম্মদ সালিম আলী আল সাইদের সৌজন্য সাক্ষাতে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান এ তথ্য জানান। সাক্ষাতে বাংলাদেশ ও ওমানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। এর মধ্যে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য ওমানের শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার সম্ভাবনা বিশেষ গুরুত্ব পায়। আল সাইয়্যিদ মোহাম্মদ সালিম আলী আল সাইদ ওমানের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশি কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। সাক্ষাতে দুই দেশের পারস্পরিক কল্যাণমূলক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে উভয়পক্ষের আগ্রহের কথাও উঠে আসে। প্রতিনিধি দলে ওমানে বাংলাদেশের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ফাতিয়া আহমেদ আল বালুশিসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

জুলাই জাদুঘরে অশ্রুসিক্ত রাষ্ট্রপতি, বললেন ‘মূল্য দিয়েছি অনেক বেশি’

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এসময় প্রামাণ্যচিত্র দেখে অশ্রু সজল চোখে তিনি বলেছেন, ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি, গণতন্ত্রও ফেরত পেয়েছি; কিন্তু মূল্য দিয়েছি অনেক বেশি। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্র কখনোই এই শহীদ ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের ঋণ শোধ করতে পারবে না। এ দেশে যেন আর কোনো দিন এই ধরনের মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ না ঘটে। এসময় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তার সহধর্মিণী রাহাত আরা বেগম। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে রাষ্ট্রপতি জাদুঘরে পৌঁছালে সংস্কৃতি বিষয়কমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম, প্রধানমন্ত্রীর পলিসি এবং স্ট্র্যাটেজি বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের মহাপরিচালকসহ রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে স্বাগত জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

ছাত্রদের দেশের জন্য কাজ করতে হবে, তবে লেখাপড়া ছেড়ে নয়

দেশের প্রয়োজনে ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ড . আবদুল মঈন খান বলেছেন , ছাত্রদের দেশের জন্য কাজ করতে হবে , তবে দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে লেখাপড়া ও ক্লাসের দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়া যাবে না। একই সঙ্গে বই ও পাঠাগারকে শিক্ষার্থীদের জীবনের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জিয়া স্মৃতি পাঠাগার আয়োজিত জিয়া স্মৃতি বইমেলা-২০২৬ এর আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। ড . আবদুল মঈন খান বলেন , ছাত্র সমাজ সবকিছু করবে , দেশের বিপদে তারা এগিয়ে আসবে। যেমন তারা এগিয়ে এসেছিল জুলাই আন্দোলনে। তারা দেশকে নতুন দিক -দর্শন দিয়েছেন। অন্যায় , অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন ও স্বৈরশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করেছেন।, ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন , `কাজটি আপনারা করবেন , এটা ছাত্ররাই করতে পারে। আমরা হয়তো পারবো না। কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নয়। ক্লাস ছেড়ে দিয়ে আমি অন্য কিছু করবো , সেটা হতে পারে না। আমি সবকিছু করবো, কিন্তু আমি ক্লাসের লেখাপড়া কোনোদিন ছেড়ে দেব না।, বই ও পাঠাগারের গুরুত্ব তুলে ধরে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বলেন, বইয়ের সঙ্গে পাঠাগারের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রজন্ম মোবাইল ফোনে পড়ুক , ই-বুক পড়ুক কিংবা লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়ুক —পড়ার চর্চা ধরে রাখতে হবে। তিনি বলেন , লেখাপড়াতে কিন্তু ফিরে আসতে হবে। লেখাপড়া ব্যতিরেকে বিশ্বের বুকে কোনো জাতি গৌরব অর্জন করতে পারে না।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ রিহাব)

বিএনপি ক্ষমতায় এলে দুর্নীতি-বিদ্যুৎ সংকট হবে না, এটা হতে পারে না

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন , মাননীয় স্পিকার, প্রত্যেকটা সরকারের একটা চরিত্র থাকে। বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আর গ্যাস -বিদ্যুৎ সংকট হবে না, এটা হতে পারে না। বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আবার সারের সংকট হবে না, এটা হতে পারবে না। বিএনপি ক্ষমতায় আছে, সার কারখানা সেটা লুট করবেন না, সেটাও হতে পারে না। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে একটি বিলের ওপরে বক্তব্য দিতে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি। এ সময় সংসদে রুমিন ফারহানার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে হট্টগোল শুরু হয়। এরপরেও বক্তব্য চালিয়ে যান রুমিন ফারহানা। রুমিন ফারহানা বলেন , বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আর দুর্নীতিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পি য়ন হবে না, সেটাও হওয়া অসম্ভব না। মাননীয় স্পিকার , বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আর বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ঋণখেলাপিতে সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করবে না , সেটাও হইতে পারে না। সুতরাং বিএনপি ক্ষমতায় আসা মানেই ঋণখেলাপিতে সর্বোচ্চ হওয়া, ৬ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকার ওপরে ঋণ খেলাপি হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি বলেন , মাননীয় স্পিকার , এত অসহিষ্ণু সংসদ ! মনে হয় যেন একেবারে আওয়ামী লীগের আমলে ফিরে গেছি আমরা। আওয়ামী লীগকে যখন বলতাম , তখন তারাও হট্টগোল করতো। এখন বিএনপি একই ধরনের আচরণ করছে , আরও খারাপ আচরণ বরং বলি। এ সংসদে বেশিরভাগ সংস দ সদস্য ঋণখেলাপি হিসেবে পরিচিত। মাননীয় স্পিকার , ওনারা নির্বাচনের আগে নামটা কাটানোর জন্য হাইকোর্টে গিয়ে রিট করেন - এগুলো আমাদের পু রোনো সংস্কৃতি। এগুলো আমরা বহু দেখছি , মাননীয় স্পিকার। ইলেকশনের আগে তাড়াতাড়ি ঋণখেলাপি থেকে বাদ দেয় , আর ইলেকশনটা যেই শেষ হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের জন বিভাগের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হলেন জাফর শরীফ

চৌধুরী মো. জাফর শরীফকে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের জন বিভাগে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে , অন্য যে কোনো পেশা , ব্যবসা কিংবা সরকারি , আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম -সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে তাকে এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী , যোগদানের তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল অথবা রাষ্ট্র পতির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে যেটি আগে ঘটে সেই সময় পর্যন্ত তিনি এ পদে দায়িত্ব পালন করবেন। এতে আরও বলা হয়, নিয়োগের অন্য শর্ত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হয়েছে।জাফর শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্না তক সম্পন্ন করেছেন। তিনি নব্বই দশকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের নেতা, ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি , জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক , ঠাকুরগাঁও জজ কোর্টের সাবেক জিপি এবং ঠাকুরগাঁও চিনিকলের সুগারসিস কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান প্রয়াত তোয়াবু র রহমান চৌধুরী রঞ্জুর ছেলে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রধান বিচারপতির এজলাস ত্যাগের ঘটনায় সংসদে জামায়াত এমপির উদ্বেগ

প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতির এজলাস ত্যাগের ঘটনায় জাতীয় সংসদে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পাবনা-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন। এ ধরনের ঘটনায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জনগণের ন্যায়বিচার পাওয়ার শেষ আশ্রয়স্থল নিয়ে জনমনে কী বার্তা যাচ্ছে , তা খতিয়ে দেখার আহ্বান

জানান তিনি। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে তিনি এ আহ্বান জানান। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন বলেন, গতকাল দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। ওই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকনের সঙ্গে প্রধান বিচারপতির বাদানুবাদ হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের বিচারপতিরা এজলাস ত্যাগ করেন এবং সেদিন আর আদালতে ফেরেননি। তিনি জানান, ঘটনার সময় তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। একজন আইনজীবী তথ্য গো পন করে রিট করায় তাকে জরিমানা করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ঘটনার সূত্রপাত হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান বলেন, মাহবুব উদ্দিন খোকন শুধু একজন আইনজীবী নন, তিনি সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সংসদ সদস্য। একই সঙ্গে তিনি ক্ষমতাসী ন দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নে উদ্বেগ তৈরি করে। তিনি বলেন, জনগণের ন্যায়বিচার পাওয়ার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হলো বিচার বিভাগ। সেখানে এ ধরনের ঘটনা জনগণের কাছে কী বার্তা দিচ্ছে, তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। অতীতের প্রসঙ্গ টেনে জামায়াতের এ সংসদ সদস্য বলেন, ফ্যাসিবাদী আমলে প্রধান বিচারপতিকে অস্ত্রের মুখে পদত্যাগে বাধ্য করার মতো দুঃখজনক ঘটনাও দেশ দেখেছে। অতীতের সেই অভিজ্ঞতার কারণে এ ধরনের ঘটনা নতুন করে কোনো আশঙ্কার বার্তা দিচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান অঙ্গ - বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ - কারোই এককভাবে সার্বভৌমত্ব নেই। জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। জনগণের দেওয়া ক্ষমতা যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। একটি অঙ্গের ওপর আরেকটি অঙ্গের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা উচিত নয়। এ সময় তিনি বিষয়টি নিয়ে আইনমন্ত্রীর বক্তব্য দাবি করেন, যেন জনগণ এ বিষয়ে আশ্বস্ত হতে পারে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রধান বিচারপতির এজলাস ত্যাগ, সংসদে যা বললেন আইনমন্ত্রী

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এএম মাহবুব উ দ্দিন খোকনের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতির এজলাস ত্যাগের ঘটনায় সংসদে বক্তব্য দিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। তিনি বলেছেন, এ ঘটনাকে রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের ক্ষমতার পৃথকীকরণের বিষয় হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। একই সঙ্গে সংশ্লি ষ্ট সবার দায়িত্বশীল আচরণ করা উচিত। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এজলাসে ‘আপনি প্রধান বিচারপতি হওয়ার পরে আইনজীবীদের ইনকাম কমে গেছে,- ব্যারিস্টার এএম মাহবুব উদ্দিন খোকনের এমন মন্তব্যকে কেন্দ্র করে প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতি এজলাস ত্যাগ করেন। এ ঘটনায় আইনজীবীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদে পাবনা -১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন পয়েন্ট অব অর্ডারে বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি ঘটনাটিকে দুঃখজনক উল্লেখ করে হতাশা প্রকাশ করেন। জবাবে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেন, সংসদ সদস্য যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন, তা অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে। তবে, এ ঘটনাকে রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ বা ‘সেপারেশন অব পাওয়ার,-এর বিষয় হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। তিনি বলেন, যে আইনজীবীর আচরণ নিয়ে ঘটনা ঘটেছে, তিনি সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। বার অ্যাসোসিয়েশন রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের কোনো অঙ্গের অংশ নয়; এটি সুপ্রিম কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত আইনজীবীদের একটি সংগঠন। তাই ওই আইনজীবীর আচরণকে কোনো রাষ্ট্রীয় অঙ্গের আচরণ হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। আইনমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের ঘটনায় দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্বশীল আচরণ করা উচিত।

ভবিষ্যতে কেউ যেন এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি না করেন, সেটিই প্রত্যাশা। বার ও বেঞ্চের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, আদালতে আইনজীবীদের মধ্যে বা আইনজীবী ও বে ঞ্চের মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হলেও অনেক সময় আদালতের বাইরে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে। অতীতের একটি আদালতকেন্দ্রিক ঘটনার উদাহরণ দিয়ে তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। আইনমন্ত্রী জানান, আগের দিনের ঘটনার পর প্রধান বিচারপতি এজলাস ত্যাগ করলেও পরদিন সকাল ৯টায় তিনি যথারীতি আদালতের কার্যক্রম শুরু করেছেন। এমনকি ওই আইনজীবীও প্রধান বিচারপতির আদালতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে মামলায় অংশ নিয়েছেন। এর আগে পয়েন্ট অব অর্ডারে ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন বলেন, রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের মধ্যে ভারসাম্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংসদ ও নির্বাহী বিভাগের স্বাধীনতাও সমানভাবে রক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন, জনগণের দেওয়া ক্ষমতা জনগণের কল্যাণে ব্যবহৃত হতে হবে। কোনো অঙ্গ যেন অন্য অঙ্গের ওপর প্রভাব বিস্তারে র চেষ্টা না করে - এটাই সাংবিধানিক ব্যবস্থার মূল চেতনা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

রুমিন ফারহানার বক্তব্যে সংসদে উত্তাপ

স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার বক্তব্য ঘিরে জাতীয় সংসদে উত্তাপ ছড়িয়েছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে ব্যাংক রে জুলেশন (সংশোধন) বিল, ২০২৬ জনমত যাচাই ও বাছাই কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নেন রুমিন ফারহানা। এসময় তিনি বলেন , সব সরকারের একটা চরিত্র থাকে। বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আর গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকট হবে না- এটা হতে পারে না। বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আবার সারের সংকট হবে না। যারা গরিব কৃষক আছেন , তারা সার কারখানায় গিয়ে সেটা লুট করবেন না , সেটাও হতে পারে না। রুমিন ফারহানা আরও বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আর দুর্নীতিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হবে না , সেটাও হওয়া সম্ভব না। বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আর বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ঋণখেলাপিতে স র্বোচ্চ স্থান অর্জন করবে না, সেটাও হতে পারে না। সুতরাং বিএনপি ক্ষমতায় আসা মানেই ঋণখেলাপিতে সর্বোচ্চ হওয়া , ৬ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকার ওপরে ঋণখেলাপি হওয়া- ইত্যাদি ইত্যাদি। তার এ বক্তব্যে সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা হৈ-চৈ শুরু করেন। এসময় রুমিন ফারহানা বলেন, এত অসহিষ্ণু সংসদ! মনে হয় যেন একেবারে আওয়ামী লীগের আমলে ফিরে গেছি আমরা। মজা মন্দ না। আওয়ামী লীগকে যখন বলতাম , তখন তারাও হট্টগোল করতো। এখন একই ধরনের আচরণ করছে , আরও খারাপ আচরণ বরং বলি। এরপর ব্যাংক রেজুলেশন বিলে যুক্ত করা নতুন ধারার প্রসঙ্গ তুলে রুমিন ফারহানা বলেন, যাই হোক, এই আইনটিতে ১৮-এর ক ধারা যুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছিল ১৮-ক রাখা হবে না। কেন রাখা হচ্ছে- এর কারণ হচ্ছে এই সংসদ , বেশিরভাগ সংসদ সদস্য ঋণখেলাপি হিসেবে পরিচিত। তিনি বলেন , নির্বাচনের আগে নামটা কাটানোর জন্য হাইকোর্টে গিয়ে রিট করা - এগুলো আমাদের পুরোনো সংস্কৃ তি। এগুলো আমরা বহুত দেখেছি। ইলেকশনের আগে তাড়াতাড়ি রিট, খেলাপি থেকে বাদ দেয়। আর ইলেকশনটা যেই শেষ হয়, ওকে এই...। এ পর্যায়ে সংসদে আবারও হট্টগোল শুরু হয়। এ সময় ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন , ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য, বসেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ডেপুটি স্পিকার রুলিং দিয়ে বলেন , সবাই শান্ত হন। মাননীয় সদস্য, আপনি বসেন। হৈ-চৈ অব্যাহত থাকলে ডেপুটি স্পিকার বলেন , মাননীয় চিফ হুইপ, মাননীয় সদস্য আপনি বসেন। সংসদের সব সদস্য, অনুগ্রহ করে শান্ত হন। ব্যারিস্টার কায়সার কামাল আরও বলেন , মাননীয় চিফ হুইপ, একজন মাননীয় সদস্য বক্তব্য রাখছেন। তার কথা বলার স্বাধীনতা আছে।

কিন্তু অন্যান্য সংসদ সদস্যরা তার বক্তব্য প্রদানে বাধা দিচ্ছেন- সেটা কিন্তু গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বাইরে। তিনি আরও বলেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করবো , অনারেবল মেম্বারস অব দ্য পার্লামেন্ট , যারা আছেন প্রত্যেকের এ খানে লিবার্টি আছে। তারা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। আপনাদের টার্ন যখন আসে , আপনারা তখন সেটা খণ্ডন করবেন। কিন্তু বক্তব্য প্রদানে বাধা প্রদান করা কোনো অবস্থাতেই কাম্য না। এরপর ডেপুটি স্পিকার পরবর্তী বক্তা হিসেবে কিশোরগঞ্জ-৫ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান ইকবালকে বক্তব্য দেওয়ার আহ্বান জানান। পরবর্তী সময়ে বিরোধীদলীয় নেতা ডা . শফিকুর রহমান বলেন, মাননীয় সংসদ সদস্যকে আপনি সুযোগ দিয়েছেন, হতে পারে তার কথাগুলো সবগুলো সঙ্গত নয়। আবার হতে পারে যে কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ , আমরা তো কিছুই শুনতে পারলাম না। তার কথাগুলো শোনার যেমন দায়িত্ব আমাদের আছে, বলারও অধিকার তার আছে। তিনি যদি অসংসদীয় কোনো কথা বলে থাকেন সেটা আপনার জায়গা থেকে রুলিং আসতে পারে। আবার এসব কথার জবাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী যখন দাঁড়াবেন, তিনি যদি প্রয়োজন মনে করেন তিনি দিতেই পারেন। এরপর বক্তব্য দিতে রুমিন ফারহানা কয়েকবার দাঁড়ালেও তাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। পরে চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মণি বলেন , আমরা চাই সংসদে সব সমস্যার সমাধান হোক। কিন্তু সংসদে সমস্যার সমাধানের চেয়ে যদি আমরা সমস্যা তৈরি করি নিজেরা , সেটা একটা প্রবলেম। আমরা চাই এখানে গঠনমূলক আলোচনা হোক। আমরা সংসদে এমন আলোচনা যদি করি যে আলোচনা একজনকে আহত করে অথবা একজনকে ক্ষতি করে , সে আলোচনা আমরা করতে চাই না। এসময় চিফ হুইপকে উদ্দেশ্য করে ডেপুটি স্পিকার বলেন, আপনার মূল দায়িত্ব হাউজে শৃঙ্খলা রাখা। আমরা প্রত্যাশা করবো যার যার স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিকভাবে পরিষ্কারভাবে বক্তব্য রাখবেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

হারানো ট্যাক্স টোকেন; ২৩ টাকার সেবায় কেন এত ভোগান্তি?

ট্যাক্স টোকেন হারিয়ে গেছে। ডুপ্লিকেট কপি পেতে প্রথমে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি), এরপর ট্রাফিক বিভাগের কার্যালয়ে ছুটতে হয়েছে। সেখান থেকে কাগজ নিয়ে যেতে হয়ে ছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহ ণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) কার্যালয়ে। সেখানে মাত্র ২৩ টাকা ফি জমা দিতেও দাঁড়াতে হয়েছে প্রায় ১০০ জনের পেছনে। দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষার পর শেষ পর্যন্ত হাতে এসেছে ডুপ্লিকেট ট্যাক্স টোকেন। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে একটি হারানো কাগজের ডুপ্লিকেট পেতে এমন ভোগান্তির শিকার হয়েছেন রাজধানীর আজিমপুরের বাসিন্দা বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সাদেকুর রহমান (ছদ্মনাম)। মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকালে মিরপুরের বিআরটিএ কার্যালয়ে গিয়ে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন তিনি। এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে সাদেকুর রহমানের প্রশ্ন - বিআরটিএতে

মোটরযানের তথ্য সংরক্ষিত থাকার পরও একটি হারানো ট্যাক্স টোকেনের ডুপ্লিকেট পেতে কেন একজন নাগরিককে একাধিক দপ্তরে ছুটতে হবে? আর মাত্র ২৩ টাকা ফি জমা দিতে কেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হবে?

জিডি থেকে ট্রাফিক অফিস

সাদেকুর রহমান জানান, ২০১৮ সালে তিনি ইয়ামাহা ১৫০ সিসির একটি মোটরসাইকেল কেনেন। সে সময় গাড়ির ব্লু -বুক ও ১০ বছরের ট্যাক্স টোকেনসহ প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্রের টাকা পরিশোধ করেন। সম্প্রতি অফিসে যাওয়ার পথে ট্যাক্স টোকেনের কাগজটি হারিয়ে ফেলেন তিনি। ভেবেছিলেন ডিজিটাল প্রযুক্তির এই সময়ে হা রানো ট্যাক্স টোকেনের ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন তাকে প্রথমে থানায় জিডি এবং পরে ট্রাফিক অফিস থেকে প্রয়োজনীয় কাগজ নিয়ে বিআরটিএতে যেতে হবে। গত সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জিডি করতে নিউমার্কেট থানায় যান তিনি। কম্পি উটারে কম্পোজ করা আবেদনপত্রের প্রিন্টও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান অনলাইনে জিডি করতে হবে। তবে থানার কম্পিউটারে সে মুহূর্তে জিডি করা সম্ভব নয় জানিয়ে নীলক্ষেতের একটি কম্পিউটারের দোকান থেকে জিডি করার পরামর্শ দেওয়া হয়। নীলক্ষেতে গেলে কম্পিউটারের দোকানি জানান , জিডির আবেদন কম্পোজ ও প্রিন্ট করতে ২০০ টাকা দিতে হবে। ফরম পূরণ করতে গিয়েও বিপাকে পড়েন তিনি। ১০ বছর আগে ট্যাক্স টোকেনের টাকা কোন ব্যাংকে পরিশোধ করেছিলেন সেটিও জানতে চাওয়া হয়। বহু কষ্টে ব্যাংকের নাম খুঁজে বের করে তা উল্লেখ করেন তিনি। জিডির কপি প্রিন্ট করে আবার থানায় গেলে তাকে জানানো হয় থানায় প্রিন্ট দেওয়ার মতো কাগজ নেই। ফলে আবার নীলক্ষেতের ফটোকপির দোকান থেকে প্রিন্ট নিয়ে আসতে বলা হয়। পরে জিডির কপিতে স্বাক্ষর করে তাকে একটি কপি দেওয়া হয়। এরপর জিডির কপি নিয়ে লালবাগ ট্রাফিক ডিভিশন কা র্যালয়ে যান সাদেকুর রহমান। সেখানে জিডির কপি দেখে `কোনো মামলা/সমস্যা নেই, এমন উল্লেখ করে দেওয়া হয়। সেই কাগজ নিয়েই মঙ্গলবার সকালে মিরপুরের বিআরটিএ কার্যালয়ে যান তিনি।

২৩ টাকার ফি, আড়াই ঘণ্টার অপেক্ষা

বিআরটিএ কার্যালয়ে গিয়ে ডুপ্লিকেট ট্যাক্স টোকেনের জন্য এনআা রবি ব্যাংকে ২৩ টাকা ফি দিতে বলা হয়। অনেকগুলো কাউন্টার থাকলেও বেশ কয়েকটি বন্ধ দেখা যায়। ফলে সীমিত সংখ্যক কাউন্টারে মাত্র ২৩ টাকা জমা দিতে তাকে প্রায় ১০০ জনের পেছনে লাইনে দাঁড়াতে হয়। দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষার পর টাকা পরিশোধের কাগজ নিয়ে বিআরটিএর কয়েকজন কর্ম কর্তার কক্ষ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হয়। সবশেষে হাতে আসে ডুপ্লিকেট ট্যাক্স টোকেন। তবে একই দিনে আরও একটি অর্থ পরিশোধ করতে হয়েছে তাকে। বিআরটিএর সিস্টেম -উৎপাদিত রসিদে দেখা যায়, 'Contribution to Financial Assistance Fund' খাতে মূল ১ হাজার টাকা এবং ১৫০ টাকা ভ্যাটসহ মোট ১ হাজার ১৫০ টাকা নেওয়া হয়েছে। রসিদে এর মেয়াদ ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে ২ সেপ্টেম্বর ২০৩৬ পর্যন্ত এবং `Fine/Additional' হিসেবে কোনো অর্থ নেওয়া হয়নি। অর্থাৎ , এই ১ হাজার ১৫০ টাকা ডুপ্লিকেট ট্যাক্স টোকেনের ২৩ টাকার ফি নয়, এটি আলাদা আর্থিক সহায়তা তহবিলের অর্থ। ইতোপূর্বে হারানো ট্রাক্স টোকেন সংগ্রহ করেছেন এমন কয়েকজন জানান , এই ১ হাজার ১৫০ টাকা সম্ভবত ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিআরটিএর তহবিলে দিতে হয়।

কী আছে সরকারি নিয়মে?

বিআরটিএর প্রকাশিত সিটিজেন চার্টারে ট্যাক্স টোকেন নবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজ হিসেবে পূর্বে ইস্যু করা ট্যাক্স টোকেন সার্টিফিকেটের মূল কপি উল্লেখ রয়েছে। সেখানে অনলাইনে নির্ধারিত ফি পরিশোধের সুবিধার কথাও বলা হয়েছে। বিআরটিএর সিটিজেন চার্টারে ট্যাক্স টোকেন -সংক্রান্ত সেবার জন্য অনলাইন পেমেন্টের সুবিধার কথাও উল্লেখ রয়েছে। তবে প্রকাশিত এসব তথ্যে হারানো ট্যাক্স টোকেনের ডুপ্লিকেট পেতে জিডি কিংবা পুলিশের `কোনো মামলা নেই, ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক এমন স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। ফলে নাগরিককে বাস্তবে এসব ধাপ পার হতে হলেও এর সরকারি ভিত্তি কী সেটি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। সাদেকুর রহমান বলেন , তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে হা রানো একটি ট্যাক্স টোকেনের জন্য এত ভোগান্তি মেনে নিতে কষ্ট হয়। গাড়ি কেনার সময় বিআরটিএতে প্রয়োজনীয় সব ডকুমেন্ট থাকে। তাই জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে মালিকের পরিচয় শনাক্ত করে সংরক্ষিত তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে ডুপ্লিকেট ট্যাক্স টোকেন দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তিনি বলেন, থানায় অনলাইনে জিডি করতে হলে কম্পিউটার কেন অচল থাকবে কিংবা প্রিন্টারের কাগজ কেন থাকবে না সেটিও জানা দরকার। একইভাবে মোটরসাইকেলের মালিক কোনো অপরাধ করেছেন কি না তা যাচাইয়ের জন্য তাকেই কেন ট্রাফিক কার্যালয়ে ছুটতে হবে? তার মতে, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যু গে এক ক্লিকেই বিভিন্ন থানা ও বিআরটিএর তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব। এতে একজন নাগরিককে একই তথ্য নিয়ে এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে ছুটতে হবে না। প্রশ্ন হলো - ডিজিটাল সেবার যুগে হারানো একটি ট্যাক্স টোকেনের ডুপ্লিকেট পেতে নাগরিককে কেন জিডি , ট্রাফিক অফিস ও বিআ রটিএসহ

একাধিক ধাপ পেরোতে হবে ? আর মাত্র ২৩ টাকার একটি সেবা নিতে কেন তাকে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হবে? (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

রাস্তা করে দেওয়ার কথা বলে চাঁদাবাজির অভিযোগ, ভবনমালিকদের মানববন্ধন

রাজধানীর মিরপুরের দক্ষিণ পীরেরবাগ আমতলা ৬০ ফুট এলাকায় রাস্তা করে দেওয়ার কথা বলে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী। ভবনমালিকদের অভিযোগ , স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এমন কিছু ব্যক্তি ও কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা রাস্তার কথা বলে বিভিন্নভাবে তাদের হয়রানি করছে ন। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ ভবনমালিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) মানববন্ধন করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। স্থানীয় সূত্র ও ভবনমালিকদের বক্তব্য অনুযায়ী , পীরেরবাগের ওই এলাকায় 'অ্যাচিভ রিয়েল এস্টেট লিমিটেড ' প্রায় দুই থেকে তিন মাস আগে একটি বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে। জমির তিন পক্ষের মালিক যৌথভাবে ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্মাণের দায়িত্ব দেয় প্রতিষ্ঠানটিকে। নির্মাণাধীন ভবনের উত্তর পাশে আগে তিনটি বাড়িতে যাতায়াতে র জন্য একটি এজমালি পথ ছিল। পরবর্তী সময়ে ওই জমির মালিকেরা যৌথভাবে ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পথটির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। জমির অংশীদার প্রকৌশলী জাকির হোসেন বলেন , প্রায় দুই বছর আগে পুরো জায়গা খালি করে ডেভেলপারকে নির্মাণ কাজের জন্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু না না প্রতিকূলতার কারণে কাজ এগোতে পারছে না। এর মধ্যে রাস্তার দাবিতে বিভিন্ন পক্ষের কর্মকাণ্ডে তারা আরও সমস্যায় পড়ছেন। জাকির হোসেন বলেন , আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চাই। জমির মালিক ও নির্মাণকাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে যেন এভাবে হয়রানির হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়। ভবনমালিকদের অভিযোগ, তাদের নির্মাণকাজ রাজউকের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী চলছে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট জমি ও রাস্তা নিয়ে এসিল্যান্ডের প্রতিবেদনসহ তাদের কাছে বিভিন্ন নথি ও তথ্য-প্রমাণ রয়েছে। রাস্তা নিয়ে যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে , সেগুলোর সত্যতা যাচাই করতে এসব নথি তারা সংশ্লিষ্টদের দেখাতে প্রস্তুত বলেও জানান। মানববন্ধনে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা আরও অভিযোগ করেন , কিছু কিশোর ও যুবককে ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন ভিডিও ও পোস্ট ছড়ানো হচ্ছে। তাদের পেছনে কারা রয়েছেন, সেটিও তদন্তের মাধ্যমে বের করার দাবি জানান তারা। কয়েকজনের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলেও তারা অভিযোগ করেন। তারা এ বিষয়ে প্রশাসনের দ্রুত তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

দুদকের দুই মামলায় সাবেক ডিবিপ্রধান হারুনের বিরুদ্ধে চার্জশিট অনুমোদন

জ্ঞাত আয়বর্হির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ও ডিবির সাবেক প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে করা পৃথক দুই মামলায় অভিযোগপত্র (চার্জশিট) অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এক মামলায় হারুনকে প্রধান আসামি এবং অপর মামলায় তা র ছোট ভাই চিকিৎসক ডা . এ বি এম শাহরিয়ারকে প্রধান আসামি করে হারুনকে সহযোগী আসামি করা হয়েছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয়ে পৃথক দুই মামলার অভিযোগপত্র অনুমোদন করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদক সচিব সাইদুর রহমান খান। দুদক জানায় , এক মামলায় হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে ১৯ কোটি ৯৮ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯৯ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পেয়েছে সংস্থাটি। তার নামে পাওয়া স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মোট মূল্য ২১ কোটি ২৮ লাখ ৯ হাজার ৬০৫ টাকা। বিপরীতে তার বৈধ আয় ৩ কোটি ৫১ লাখ ১৯ হাজার ৭৬৮ টাকা। বিভিন্ন ব্যয় বাদ দিয়ে সম্পদ অর্জনের জন্য বৈধ উৎস হিসেবে পাওয়া গেছে এক কোটি ২৯ লাখ ১৫ হাজার ৬ টাকা। দুদকের অভিযোগে বলা হয়,, হারুন অর রশীদ ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) প্রধানসহ পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকালে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। তার নামে পা ওয়া সম্পদের মূল্য বৈধ আয়ের উৎসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এভাবে তিনি ১৯ কোটি ৯৮ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯৯ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করে ভোগদখলে রেখেছেন বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনায় হারুনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন , ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপ -পরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন শিগগির অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করবেন। অপর মামলায় হারুনের ছোট ভাই ডা . এ বি এম শাহরিয়ারকে প্রধান আসামি এবং হারুন অর রশীদকে সহযোগী আসামি করা হয়েছে। এ মামলায় তাদের বিরুদ্ধে মোট ১৮ কোটি ৭৬ লাখ ৯৭ হাজার ১৮৫ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পাওয়ার কথা জানিয়েছে দুদক। দুদক সূত্র জানায়, ডা. এ বি এম শাহরিয়ার ২০১৯ সালে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। বর্ত মানে তিনি প্রেসিডেন্ট রিসোর্টসহ তিনটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মালিক হিসেবে রয়েছেন। এ মামলারও তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপ-পরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন। দুই মামলায় হারুন অর রশীদ ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মোট ৩৮ কোটি ৭৫ লাখ ৯১ হাজার ৭৮৪ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এর আগে ২০২৪ সালের

১৭ ডিসেম্বর হারুন অর রশীদ, তার স্ত্রী শিরিন আক্তার ও ছোট ভাই ডা. এ বি এম শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা করে দুদক। এসব মামলায় অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ তদন্ত করে সংস্থাটি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

সাক্ষরতার লক্ষ্য দক্ষতা, দক্ষতার লক্ষ্য আত্মনির্ভরতা : প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৬-এর প্রতিপাদ্য `মানুষ, পৃথিবী ও সমৃদ্ধির জন্য সাক্ষরতা, সামনে রেখে সনদনির্ভর শিক্ষা থেকে দক্ষতাভিত্তিক, কর্মমুখী ও নৈতিক শিক্ষায় উত্তরণের লক্ষ্য সরকারের বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক ফেসবুক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় সাক্ষরতার অর্থ শুধু পড়া, লেখা ও গণনার মৌলিক সক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল দক্ষতা, তথ্য ব্যবহারের সক্ষমতা, সমালোচনামূলক চিন্তা, সৃজনশীলতা, জীবনদক্ষতা, পরিবেশ-সচেতনতা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের উন্নয়ন, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সমৃদ্ধ অর্থনীতি -এ তিনের সং যোগস্থলেই আজকের সাক্ষরতার অবস্থান। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে সরকারের শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সনদনির্ভর শিক্ষা থেকে দক্ষতাভিত্তিক, কর্মমুখী ও নৈতিক শিক্ষায় উত্তরণ। তিনি বলেন, একটি দেশের টেকসই উন্নয়নের কেন্দ্রে থাকে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। তা ই সরকারের কাছে সাক্ষরতা শুধু নিরক্ষরতা দূর করার কর্মসূচি নয়; এটি মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও টেকসই সমৃদ্ধির ভিত্তি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার এমন শিক্ষা ও সাক্ষরতা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, যা মানুষকে শুধু পড়তে ও লিখতে শেখাবে না, পরিবর্তনশীল বিশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনেও সক্ষম করে তুলবে। তিনি জানান, দেশে সবার জন্য কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার দেশের ইতিহাসে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে। সরকারের মেয়াদে এই বরাদ্দ পর্যায়ক্রমে জি ডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পাশাপাশি সর্বজনীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক পর্যায় থেকেই মানবিক ও নাগরিক মূল্যবোধ বিকাশে বিনিয়োগ বাড়ানোর কথা জানান প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, সাক্ষরতার পরবর্তী ধাপ হবে দক্ষতা, আর দক্ষতার লক্ষ্য হবে আত্মনির্ভরতা ও কর্মসংস্থান। তাই সাক্ষরতা কার্যক্রমকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রযুক্তি শিক্ষা, ডিজিটাল দক্ষতা এবং কর্মমুখী প্রশিক্ষণের সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করা জরুরি। বিশেষ করে গ্রামীণ শিক্ষা বঞ্চিত নারী ও গৃহিণীদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও ডিজিটাল সাক্ষরতার সুযোগ সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। তার ভাষায়, এর কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সবার জন্য নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, শিশু, নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের মূলধারায় আনতে হবে। কাউকে পেছনে না রেখে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার সুযোগ নিশ্চিত করাই সরকারের অগ্রাধিকার বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিক মূল্যবোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, ধর্মীয় সম্প্রীতি, সামাজিক শৃঙ্খলা ও নাগরিক দায়িত্ববোধের চর্চা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, একটি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য শুধু দক্ষ কর্মীই নয়, মানবিকতা এবং ধর্মীয় ও পারিবারিক মূল্যবোধসম্পন্ন দায়িত্বশীল নাগরিকও এক বিশাল সম্পদ। প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, গণমাধ্যম এবং সর্বস্তরের জনগণকে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। বিশেষ করে প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে শিক্ষা, সাক্ষরতা, ডিজিটাল সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পৌঁছে দিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি। আন্তর্জা তিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৬-এর প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অঙ্গীকারের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাক্ষরতার আলোকে মানুষের সক্ষমতা বাড়ানো, জ্ঞানের শক্তিতে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়া এবং সচেতন নাগরিকের অংশগ্রহণে একটি পরিবেশবান্ধব, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই বাংলা দেশ নির্মাণ করতে হবে। সবশেষে তিনি `আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৬, উপলক্ষে গৃহীত সব কর্মসূচির সাফল্য কামনা করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

সবুজ বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

পরিবেশ রক্ষা, পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। দেশের ইতিবাচক পরিবর্তনে ছোট ছোট ভালো কাজ করার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে সা নিডেইল স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এসব কথা বলেন।প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি সুজাউদ্দৌলা সুজন মাহমুদ এ তথ্য জানান। শিক্ষার্থীদের জাতীয় সংসদের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং সংসদ অধিবেশন প্রত্যক্ষ করার সুযোগের অংশ হিসেবে আজ সং সদে আসেন রাজধানীর ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল সানিডেইলের শিক্ষার্থীরা। সংসদ অধিবেশন চলাকালে আসরের নামাজের বিরতির সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় প্রধানমন্ত্রী

তাদের পড়াশোনা এবং স্বাস্থ্যসহ নানা বিষয়ে খোঁজখবর নেন। একইসঙ্গে পরিবেশ , পরিচ্ছন্নতা, জনস্বাস্থ্য ও ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় শিক্ষার্থীদের করণীয় নিয়েও কথা বলেন তিনি। পরিবেশ রক্ষায় সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন , `আমরা দেশের পরিবেশ সুন্দর ও সবুজ করতে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নিয়েছি। এই উদ্যো গে তোমাদেরও অংশগ্রহণ করা উচিত। পরিবেশ ঠিক রাখতে তোমাদের বাসা , শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি তোমাদের আত্মীয় -স্বজনদের বাসার আশপাশেও গাছ লাগানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যেকোনো বিশেষ আয়োজন ; সেটা তোমাদের জন্মদিন কিংবা অন্য কোনো বিশেষ দিন উপলক্ষে একে অন্যকে গাছ উপহার দি তে পারো। এভাবে গাছ উপহার দেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। , বিদেশের পরিচ্ছন্ন পরিবেশের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন , `তোমাদের মধ্যে যারা বিদেশে গেছ , তারা নিশ্চয়ই দেখেছ সেখানকার পরিবেশ কতটা পরিচ্ছন্ন। আমাদের দেশকেও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। মানুষকে যত্রতত্র ময়লা ফেলা থে কে বিরত রাখতে তোমরাও সহযোগিতা করবে। যদি দেখ , তোমাদের বন্ধু বা স্বজনদের কেউ পরিবেশ নোংরা করছে বা রাস্তায় ময়লা আবর্জনা ফেলছে, তখন তাদের বারণ করবা।,

লন্ডনে বসবাসের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন , সেদেশের পরিবেশ সেখানকার নাগরিকরাই পরিচ্ছন্ন রাখে। আমরা নিজেরা যদি নিজেদের বাসা ও আশপাশ পরিষ্কার রাখি , তাহলে পুরো দেশকেই পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব। পরিবর্তন নিজের ঘর থেকেই শুরু করতে হবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে আগে থেকেই সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন , সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী তিন মাস ডেঙ্গুর ঝুঁকি বেশি থাকে। তাই আগে থেকে ই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। বাসা ও আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। কোথাও যেন পানি জমে না থাকে , সেদিকেও খেয়াল রাখবে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন , আমরা ছোট ছোট এমন কিছু কাজ করব , যেগুলো সমাজ ও দেশের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে। তোমরাও এসব কাজে অংশ নেবে এবং একটি সুন্দর দেশ গড়তে সহযোগিতা করবে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা দেশের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং পরিচ্ছন্ন ও সবুজ বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। আগামীর নেতৃত্ব গড়তে তরুণদের উৎসাহিত করার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের জাতীয় সংসদের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পেতে সংসদ অধিবেশনে প্রত্যক্ষ করার অংশ হিসেবে আজ আসে সানিডেইলের ১২৪ জন শিক্ষার্থী। এসময় তাদের সঙ্গে ছিলেন ১৪ জন শিক্ষকও। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

মেট্রোরেলের ২৭ বিয়ারিং প্যাড ক্রিটিক্যাল, ৪৬ পিয়ারে ফাটল

রাজধানীর উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল রুটের ৭৩০টি ত্রুটিপূর্ণ বিয়ারিং প্যাডের মধ্যে ১৪৭টির ত্রুটি মাইনর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর মাত্র ২৭টি বিয়ারিং প্যাডকে ক্রিটিক্যাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া মেট্রোরেলের ৪৬টি পিয়ারে (পিলার) বিভিন্ন মাত্রায় ক্র্যাক বা ফাটল রয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান মন্ত্রী। সংসদে কুমিল্লা -৯ আসনের সংসদ সদস্য মন্ত্রীর কাছে জানতে চান , স্বাধীন অডিট কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল রুটে বিয়ারিং প্যাডের ২৩ দশমিক ২৮ শতাংশ বা ৭৩০টি ত্রুটিপূর্ণ এবং ৪৬টি পিলারে ফাটল পাওয়া গেছে কি না। বিষয়টি সত্য হলে , জনস্বার্থে এসব সমস্যা সমাধান এবং যাত্রীদের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করতে সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে , সে বিষয়েও জানতে চান তিনি। জবাবে মন্ত্রী বলেন , মেট্রোরেলের ঝুঁকি নিরূপণ ও মেরামতের কৌশল নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে (বুয়েট) স্ট্রাকচারাল কনসালট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। ২৯৭টি প্যাডের ক্ষেত্রে ত্রুটি মূলত স্থাপিত বিয়ারিং প্যাডের স্থাপন ওয়ার্কম্যানশিপ-সংক্রান্ত। স্বাধীন সেফটি অডিট কমিটির প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী , ৪৬টি পিয়ারে বিভিন্ন মাত্রায় ক্র্যাক বা ফাটল চিহ্নিত হয়েছে। শেখ রবিউল আলম বলেন, অডিট কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ৭৩০টি বিয়ারিং প্যাডের সবগুলো ক্রিটিক্যাল নয়। স্বাধীন সেফটি অডিট কমিটির প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশগুলো সময়োপযোগী ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) ১৬ জুলাই ২০২৬ তারিখে `সেফটি অডিট রিপোর্টের সুপা রিশ বাস্তবায়ন কমিটি , গঠন করে। সেফটি অডিট কমিটির তাৎক্ষণিক সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওই কমিটি কার্যক্রম শুরু করেছে। মন্ত্রী বলেন , যেসব পিয়ারে বিয়ারিং প্যাড স্থানচ্যুতির মতো সমস্যা হতে পারে, এমন ১০টি স্থানে স্টিল ব্র্যাকেট স্থাপন করা হয়েছে। ২৭টি স্থানে বিয়ারিং প্যাডের সেটেলমেন্ট পরিমাপের জন্য `সেটেলমেন্ট মার্কার, বসানো হয়েছে। ২৭টি বিয়ারিং প্যাড প্রতিস্থাপনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে এসব প্যাড প্রতিস্থাপন সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্থাপনার স্ট্রাকচারাল ক্র্যা ক পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণের জন্য ১০২টি স্থানে `স্ট্রাকচারাল ক্র্যাক গেজ , বসানো হচ্ছে। আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৬-এর মধ্যে এসব গেজ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

বাবার সামনেই ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট৮ বছরের শিশু

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ট্রাক্টরের নিচে চাপা পড়ে তুহা (৮) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে ফটিকছড়ি উপজেলার হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের পূর্ব ফটিকছড়ির পুরোনো স্লুইসগেট এলাকার চেঙ্গরবিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাক্টরটি চালাচ্ছিলেন নিহত শি শুর বাবা কোরবান আলী। কোরবান আলী উপজেলার ভুজপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আজিমপুর টিলাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে কোরবান আলী নিজের ট্রাক্টর নিয়ে বিলে জমি চাষ করতে যান। এসময় শিশু তুহাও বাবার সঙ্গে ট্রাক্টরে ছিল। জমি চাষ করার একপর্যায়ে বাবার অগোচরে তুহা হঠাৎ ট্রাক্টর থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই সে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। স্থানীয় ইউপি সদস্য এস এম মুসলিম উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বাবার সঙ্গে শিশুটি বিলে জমি চাষ দেখতে গিয়েছিল। ট্রাক্টর থেকে হঠাৎ নিচে পড়ে এই করুণ দুর্ঘটনা ঘটে। ভুজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহত শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। তবে পরিবারের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

চট্টগ্রাম বন্দরে চার শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরের লাইসেন্স স্থগিত

জাহাজ বন্টন সংক্রান্ত নির্দেশনা না মানায় চার শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ও তালি কাভুক্তি স্থগিত করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। গত ২৭ জুলাই অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত (নং-২০১৬৬) অনুযায়ী এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এরই মধ্যে বন্দরের পরিচালক (ট্রাফিক) গোলাম মো. সারওয়ারুল ইসলাম চিঠি দিয়ে প্রতিষ্ঠান চারটির লাইসেন্স স্থগিত করার বিষয়টি জানিয়েছেন। লাইসেন্স স্থগিত হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো - মেসার্স সী কোস্ট শিপিং অ্যান্ড ট্রেডিং লিমিটেড , মেসার্স ইউনিয়ন ট্রেডার্স , মেসার্স প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং মেসার্স বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল শিপিং করপোরেশন। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন চট্টগ্রাম বন্দর সচিব সৈয়দ রেফায়েত হামিম। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লাইসেন্স ও কাজের অনুমতি পাওয়া শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরদের মধ্যে জাহাজ বন্টনের ক্ষেত্রে দেওয়া নির্দেশনা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিপালন করেনি। এতে আরও বলা হয় , এ ধরনের কার্যক্রম চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নীতিমালা-২০১৫ এর অনুচ্ছেদ `গ,এর ৭.৪ ধারার ব্যত্যয়। এ কারণে গত ২৭ জুলাই চট্টগ্রাম বন্দরের বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রতিষ্ঠানগুলোর শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর লা ইসেন্সের তালিকাভুক্তি সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের অনুলিপি ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার (অপারেশন্স), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যানের পিএস , চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি , বাংলাদেশ শিপ হ্যান্ডলিং অ্যান্ড বার্থ অপারেটরস অ্যা সোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনকে পাঠানো হয়েছে।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজঃ ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মুখে হাসি ফোটালো হিউম্যানিটি ফার্স্ট

নারায়ণগঞ্জের শায়েস্তা খান রোডের সুইড বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে হিউম্যানিটি ফার্স্ট বাংলাদেশের উদ্যোগে এক বিশেষ মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। `মানবতার বন্ধনে- শিক্ষা, সহমর্মিতা ও মানবসেবার প্রত্যয়ে , শীর্ষক এই কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের ৬০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে স্কুল ব্যাগ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থী , শিক্ষক, অভিভাবক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য দুপুরের খাবারেরও আয়োজন হয়। হিউম্যানিটি ফার্স্ট -এর মূল লক্ষ্য হলো প্রয়োজন ও মানবিকতার ভিত্তিতে মানুষের জীবন ও মর্যাদা রক্ষা করা এবং সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি ও কমিউনিটিকে সহায়তা করা। সংস্থাটির কমিউনিটি কেয়ার কর্মসূচিতে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সহায়তা ও শিক্ষা -সম্পর্কিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক মো. ইউনুস আলী বলেন, আমাদের আজকের এই উদ্যোগ শুধুমাত্র ৬০ জন শিক্ষার্থীর হাতে স্কুল ব্যাগ তুলে দেওয়ার কর্মসূচি নয়। আমরা চাই , এই শিশুদের প্রতি সমাজের ভালোবাসা , সম্মান ও দায়িত্ববোধ আরও দৃঢ় হোক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ–৫ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক রায়হান কবির , নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রশাসক অধ্যাপক মামুন মাহমুদ , সুইড বাংলাদেশের মেন্টর জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, মহাসচিব মাহবুবুল মনির, খবরের পাতার সম্পাদক মাহবুবুর রহমান মাসুম প্রমুখ। এছাড়া, বিদ্যালয়ের ৬০ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, চিকিৎসক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং কমিউনিটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও তাদের পরিবারের প্রতি সমাজের দায়িত্ব ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি করা। এছাড়া তাদেরকে সমাজের মূলধারার একজন সম্মানিত অংশ হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাও এই উদ্যোগের লক্ষ্য। হিউম্যানিটি ফার্স্ট ইন্টারন্যা শনাল বর্তমানে বিশ্বের ৬৭ দেশে মানবিক ও উন্নয়নমূলক

কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গত ৩০ বছরের কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী এক কোটি ৭০ লাখেরও বেশি মানুষের কাছে সহায়তা পৌঁছেছে এবং নলেজ ফর লাইফ কর্মসূচির আওতায় ১০০টিরও বেশি স্কুল ও ৫৬টি প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশেও হিউম্যানিটি ফার্স্টের কার্যক্রমের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। সংস্থাটির পূর্ববর্তী কার্যক্রমের মধ্যে দুর্যোগকালীন ত্রাণ, চিকিৎসা, খাদ্য, পানি, আশ্রয় ও পুনর্বাসন সহায়তা করে আসছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৮.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

দুর্নীতির অভিযোগ; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালকের পদ ছাড়লেন পুতুল

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে ডব্লিউএইচও ও বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের তদন্তের মধ্যে তিনি বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) পদত্যাগ করেন বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক এক্সক্লুসিভ প্রতিবেদনে জানিয়েছে। পরিচালক হিসেবে ২০২৪ সালের শুরুতে পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্ব নেন পুতুল। তবে তাকে ডব্লিউএইচও গত বছরের শেষ দিকে বেতনবিহীন প্রশাসনিক ছুটিতে পাঠায়। ওই বছরের মার্চে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তার বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে মামলা করলে জুলাইয়ে প্রথম তাকে ছুটিতে পাঠানো হয়। গত ৩ জুলাই ডব্লিউএইচওকে দেওয়া পুতুলের আইনজীবীদের পৃথক এক চিঠি অনুযায়ী, সংস্থাটি পুতুলকে চীন সফরকালে আর্থিক জালিয়াতি এবং তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছে। তবে তিনি অভিযোগগুলো অস্বীকার করেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গেব্রেয়েসুসকে দেওয়া পুতুলের পদত্যাগপত্র অনুযায়ী, সংস্থাটি আরও অভিযোগ করেছে যে, তিনি বাংলাদেশে একটি জমি অবৈধভাবে নিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি জানিয়েছেন, ডব্লিউএইচওতে যোগ দেওয়ার আগেই তিনি জমিটি পান এবং তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য একটি আইনের আওতায় পেয়েছেন।
মহাপরিচালক টেড্রোসকে উদ্দেশ্য করে পুতুল তার পদত্যাগপত্রে বলেন, ‘আমার অঞ্চলের দেশগুলোর সেবা করার জন্যই আমাকে আঞ্চলিক পরিচালক পদে নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং আমি আন্তরিকভাবে সেই দায়িত্ব পালন করেছি। আপনি যেহেতু আমাকে কার্যকরভাবে আমার দায়িত্ব পালন করতে বাধা দিয়ে চলেছেন, তাই ডব্লিউএইচওতে আপনার নেতৃত্বের ওপর আমার সব আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। তাছাড়া, আমাকে বেতনবিহীন ছুটিতে রাখার আপনার সিদ্ধান্তের পর প্রায় এক বছর কোনো পারিশ্রমিক না পাওয়ায় আমার আর্থিক পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে আমি পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।, এ বিষয়ে পুতুল কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকেও মন্তব্যের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ১০.০৯.২০২৬ নারগীস)

রেডিও টুডে

মেট্রোরেলে ২৭ বিয়ারিং প্যাড ক্রিটিক্যাল, ৪৬ পিয়ারে ফাটল: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী

মেট্রোরেল রুটের ২৭টি ত্রুটিপূর্ণ বিয়ারিং প্যাডকে ক্রিটিক্যাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। তিনি জানান, মেট্রোরেলের ৪৬টি পিয়ারে বিভিন্ন মাত্রায় ক্র্যাক বা ফাটলও শনাক্ত হয়েছে। বুধবার ত্রয়োদল জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে কুমিল্লা-৯ আসনের আবুল কালামের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ তথ্য জানান। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ রবিউল আলম বলেন, সেফটি অডিট কমিটির প্রতিবেদনে মেট্রোরেল রুটের ৭৩০টি বিয়ারিং প্যাডের সবগুলোকে ক্রিটিক্যাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। এর মধ্যে ১৪৭টির ত্রুটি মাইনর এবং ২৯৭টির ত্রুটি মূলত স্থাপন ওয়ার্কম্যানশিপ-সংক্রান্ত। তবে ২৭টি ত্রুটিপূর্ণ বিয়ারিং প্যাডকে ক্রিটিক্যাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া ৪৬টি পিয়ারে বিভিন্ন মাত্রায় ক্র্যাক বা ফাটল শনাক্ত হয়েছে। মন্ত্রী জানান, সেফটি অডিট কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিয়ারিং প্যাডের স্থানচ্যুতির মতো সমস্যা হতে পারে এমন ১০টি স্থানে স্টিল ব্র্যাকেট স্থাপন করা হয়েছে। ২৭টি বিয়ারিং প্যাডে সেটেলমেন্ট মার্কার বসানো হয়েছে। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে এসব বিয়ারিং প্যাড প্রতিস্থাপনের কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। ৪৬টি পিয়ারে শনাক্ত ফাটলের ঝুঁকি নিরূপণ ও মেরামতের কৌশল নির্ধারণে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে স্ট্রাকচারাল কনসালট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। স্থাপনার কাঠামোগত ফাটল পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণে ১০২টি স্থানে ‘স্ট্রাকচারাল ক্র্যাক গেজ,বসানো হচ্ছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ আসাদ)

পলিথিনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বন্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর হওয়ার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পলিথিন ও প্লাস্টিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বন্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ কই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় , বিভাগ ও সংস্থাকে এ নিয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালনের নির্দেশনাও দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় তিনি এ নির্দেশনা

দেন। বুধবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রে স সচিব গাজী শাহরিয়ার পামির এ কথা জানান। সভায় পরিবেশবান্ধব ব্লক ইটের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বায়ু , পানি, মাটি ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ , বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম , স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম , পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ , পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম , মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি , প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মো. আব্দুস সালাম ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক) ড. সাইমুম পারভেজসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় , বিভাগ ও সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৯.২০২৬ এলিনা)

হাসিনার বক্তব্যের দায় নেবে না ভারত: হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে জানিয়েছেন ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও রাজ্যসভার সদস্য হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।বুধবার পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডিয়া অ্যান্ড ব্রিকস: দ্য ওয়ে অ্যাহেড,শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন। শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা প্রসঙ্গে শ্রিংলা বলেন, ”হাসিনা যা বলছেন, সেটা তাঁর এবং বাংলাদেশের মধ্যকার বিষয়। ভারত সরকার আগেই জানিয়েছে, তিনি যা বলছেন, তার সঙ্গে ভারত সরকার বা রাষ্ট্রের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।„বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে তিনি বলেন, দুই দেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে এবং বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে সেই সম্পর্ক ইতিবাচকভাবে বজায় রাখা প্রয়োজন। শ্রিংলা আরও বলেন, ভারত সবসময় প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক চায়। দুই দেশের জনগণের স্বার্থে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার হওয়া উচিত। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে কাজ করাই স্বাভাবিক বিষয়। তার মতে, এ ধরনের সহযোগিতা দুই দেশের সম্পর্কের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করবে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ আসাদ)

৬৪ জেলায় বিনামূল্যে এআই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে দেশের ৬৪ জেলায় বিনামূল্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এআই বিষয়ে বেসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। দুই মাস মেয়াদি এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কোনো প্রশিক্ষণ ফি দিতে হবে না। প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রতিদিন ২০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা এবং খাবার পাবেন প্রশিক্ষণার্থীরা। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। দেশের ৬৪ জেলার ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সি যুবক ও নারীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। পাশাপাশি কম্পিউটার ও তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে। আগামী ১ অক্টোবর শুরু হওয়া এ প্রশিক্ষণ চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ১টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। লিখিত পরীক্ষা ২৬ সেপ্টেম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষা ২৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে ২৯ সেপ্টেম্বর। পরীক্ষা কেন্দ্র ও সময় এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ও আইসিটি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা এবং ইংরেজিতে দক্ষ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দেশের আটটি বিভাগকে চারটি প্যাকেজে ভাগ করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ আসাদ)

প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে ভারতের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রি বেদী। বুধবার ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের শুরুতে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ও ভারতীয় হাইকমিশনার পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর পেশাগত মানোন্নয়নে যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সামরিক কর্মকর্তাদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ বিনিময় , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং আঞ্চলিক শান্তি ও সমুদ্র নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। ভারতীয় হাইকমিশনার সরকারের আর্থ - সামাজিক ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন , ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে গভীর সামরিক ও কৌশলগত সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। ভবিষ্যতে উভয় দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে পেশাগত সহযোগিতা , সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে তিনি ভারতের অব্যাহত অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। উভয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ,

আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং অভিন্ন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রতিবেশী দুই দেশ একসাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৯.২০২৬ এলিনা)

মৎস্য ও কৃষি খাতে ১০ হাজার লোক নেবে ওমান: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশ থেকে পাঁচ হাজার কৃষক এবং পাঁচ হাজার মৎস্যজীবী নেবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমান। আগামী মাসে ওমান সরকারের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা সফরে আসলে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি চূড়ান্ত হবে বলে জানিয়ে ছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। বুধবার দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা জানান। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ̓বিগত সরকারের সময় বন্ধ হওয়া ওমানের ভিসা পুনরায় চালুর জন্য সরকার জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে। পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমি রাতে বাংলাদেশিদের ভিসা অটো -ক্যান্সেলেশন সমস্যা সমাধানে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।, এছাড়া ইতালিতে শিল্পী বাঁধনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার নিন্দা জানান শামা ওবায়েদ। জানান , মিলান কনস্যুলেট ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্র তিনিধিরা এরইমধ্যে ওই শিল্পীর সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি বলেন , ̓মামলা দায়েরসহ তার ইতালিতে অবস্থানকালীন সব ধরনের সহযোগিতা বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে।, সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শামা ওবায়েদ জানান, ব্রিকস সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বা বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধি যাচ্ছে কি না , এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত তার কাছে কোনো তথ্য নেই।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৯.২০২৬ এলিনা)

জাতীয় পরিচয়পত্রে ব্যক্তির ছবি থাকা বাধ্যতামূলক: হাইকোর্ট

ছবি ছাড়া জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) তৈরি করা যাবে না বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ -সংক্রান্ত আগে জারি করা রুল খারিজ করে বুধবার এ রায় দেন বিচারপতি মো . ইকবাল কবির ও বিচারপতি এস এম সাইফুল ইসলা মের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ। আদালতে রিটের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী শেখ ওমর শরীফ ও ইলিয়াছ আলী মন্ডল। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী কামাল হোসেন মিয়াজী। তিনি সাংবাদিকদের বলেন , আদালত আগে জারি করা রুল খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে ছবি ছাড়া জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির সুযোগ থাকছে না। রিট সূত্রে জানা যায়, ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী পর্দা পালনের কারণে ছবি না তুলে বিকল্প পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার দাবিতে ২০২২ সালে রিটটি করা হয়। রাজধানীর শাহজাহানপুরের শান্তিবাগের বাসিন্দা সুমাইয়া আহমাদ মুনা রিট আবেদনটি করেন। তার স্বামী মুহম্ম দ আরিফুর রহমানকে এ বিষয়ে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর আগে ২০২২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেছিলেন সুমাইয়া। আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন , তিনি প্রাপ্তবয়স্ক ও পর্দানশীন মুসলিম নারী। ধর্মীয় বিধান অনুসরণের কারণে তিনি ছবি তোলা থেকে বিরত থাকেন। এ কারণে তার জাতীয় পরিচয়পত্র নেই এবং পরিচয়পত্র না থাকায় বিভিন্ন সুযোগ -সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই ছবি ছাড়া বিকল্প ব্যবস্থায় এনআইডি দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেন তিনি। আবেদনটি নিষ্পত্তি না হওয়ায় পরে হাইকোর্টে রিট করেন সুমাইয়া। রিটের শুনানি নিয়ে ২০২২ সালের ৬ মার্চ হাইকোর্ট রুল জারি করেন। রুলে ছবি ছাড়া বিকল্প পরিচয় বা বায়োমেট্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না , তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। বুধবার সেই রুল খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৯.২০২৬ এলিনা)

মহাসড়কে স্লিপার বাস চালানো যাবে না: হাইকোর্ট

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) অনুমতি ছাড়া সড়ক ও মহাসড়কে স্লিপার বাস চালানো যাবে না বলে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। মহাসড়কে স্লিপার বাস চালানোর অ নুমতি চেয়ে বাস মালিক সমিতির করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন উচ্চ আদালত। বুধবার বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলমের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে স্লিপার বাস মালিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সড়ক -মহাসড়কে স্লিপার বাস চালানোর অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে আবেদনটি খারিজ করে দেন আদালত। আদেশে আদালত বলেন , ̓বিআরটিএর অনুমোদন নেই, এমন কোনো যানবাহন সড়ক ও মহাসড়কে চলাচল করতে পারবে না। পরিবহন আইন-২০১৮ অনুযায়ী নির্ধারিত নিয়ম মেনেই স্লিপার বাস পরিচালনা করতে হবে।, ফলে বিআরটিএ,র অনুমতি ছাড়া সড়ক-মহাসড়কে স্লিপার বাস চালানোর সুযোগ থাকছে না।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৯.২০২৬ এলিনা)

̓শেখ হাসিনা আপিলের সুযোগ পাবেন কি না আইনই নির্ধারণ করবে

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপিল করার সুযোগ পাবেন কি না , তা আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো . আসাদুজ্জামান। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে এক সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী এ কথা বলেন। আইন ও বিচার বিভাগ এবং ব্র্যাকের মধ্যে ̓সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস : বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের আইসিটি অবকাঠামো উ ন্নয়ন, সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্পের সমঝোতা চুক্তিটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে

আইনমন্ত্রী জানান, বিচারাঙ্গনে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার যে বিষয়টি ঘটেছিলো , তা ইতোমধ্যে নিরসন হয়েছে। আইনমন্ত্রী বলেন, এই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই মামলার জট কমাতে ও মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। বিচার ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশনের ফলে অনেক এলাকায় মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমানো সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ , মানিকগঞ্জে প্রায় ৫০ শতাংশ মামলা নিষ্পত্তি করা গেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ঝিনাইদহে মাদকের ক্ষেত্রে ডোপ টেস্টের বাধ্যবাধকতা চালু করায় সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও মামলার জটিলতা অনেকাংশে কমে এসেছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিয়ে ও তালাক নিবন্ধনের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন , ব্র্যাকের সঙ্গে চুক্তি হওয়া এই প্রকল্পের আওতায় শিগগিরই ১০টি জেলার ১০টি উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হবে। প্রযুক্তিনির্ভর এই ব্যবস্থা চালু হলে বাল্যবিয়া ও বহুবিবাহ কার্যকরভাবে রোধ করা সম্ভব হবে। সরকার বিচার বিভাগকে ব্যবহার করে সর্বস্তরের মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৯.২০২৬ এলিনা)

স্থানীয় নির্বাচনে পুলিশকে বেআইনি নির্দেশনা দেবে না ইসি: সিইসি

আসন্ন স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ. এম. এম. নাসির উদ্দিন বলেছেন, পুলিশকে কোনো বেআইনি নির্দেশনা দেবে না কমিশন। সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে পুলিশের ওপর আস্থা রাখার কথাও জানিয়েছেন তিনি। বুধবার রাজারবাগ পুলিশ অডিটরিয়ামে `নির্বাচনি দায়িত্ব পেশাদারিত্বের সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন সিইসি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন , `আওয়ার কমিটমেন্ট ইজ টোটাল।, স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে পুলিশের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করা যেমন নির্বাচন কমিশনের সাংবি ধানিক দায়িত্ব, তেমনি পুলিশেরও সাংবিধানিক ও আইনি দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেন , `কোনো বেআইনি নির্দেশনা কমিশন থেকে যাবে না। উনারা (পুলিশ) বলেছেন, ক্রেডিবল ইলেকশনের জন্য তারা কাজ করবেন।, বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে স্থানীয় নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব কি না —এমন প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, `ত্রয়োদশ নির্বাচনে যে অবস্থা ছিল, এখন এর চেয়ে খারাপ নয়। এবং পুলিশের ওপর আমাদের আস্থা আছে।, এ সময় স্থানীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় পুলিশ চাপমুক্তভাবে নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করতে পারবে কি না —এমন প্রশ্নের জবাবে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হাসান ফকির বলেন , `এখন দলীয় সরকার, কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার।, তিনি বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পুলিশে র যেসব ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তার সবই নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী পুলিশ কাজ করবে। গত ছয় মাসে পুলিশের ভাবমূর্তি ফেরানোর বিষয়ে জানতে চাইলে আইজিপি বলেন , `আমি তো মনে করি, আমাদের সাফল্য শতভাগ।, রাজারবাগ পুলিশ অডিটরিয়ামে আয়োজিত প্রশিক্ষ ণ কর্মসূচিতে নির্বাচনি দায়িত্ব পালনে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশ সদস্যদের পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতিও এ প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৯.২০২৬ এলিনা)

`রাষ্ট্র কখনোই শহিদ ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের ঋণ শোধ করতে পারবে না

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন ও সংক্ষিপ্ত প্রামা ণ্যচিত্র দেখে অশ্রুসিক্ত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি এবং গণতন্ত্র ফেরত পেয়েছি , কিন্তু মূল্য দিয়েছি অনেক বেশি। তিনি বলেন, রাষ্ট্র কখনোই এই শহিদ ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের ঋণ শোধ করতে পারবে না। এ দেশে যেন আর কোনোদিন এ ধরনের মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ না ঘটে। এ সময় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তার সহধর্মিণী রাহাত আরা বেগম উপস্থিত ছিলেন। বুধবার (৯ সেপ্টম্বর) বেলা ১১টায় রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাদুঘরে পৌঁছালে সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম, প্রধানমন্ত্রীর পলিসি এবং স্ট্র্যাটেজিবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ-উর-রহমান, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের মহাপরিচালকসহ রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে স্বা গত জানান। দর্শনার্থী টিকিট নিয়ে জুলাই জাদুঘরে প্রবেশ করে লংওয়াক-টু-ডেমোক্রেসির (দীর্ঘ গণতান্ত্রিক যাত্রা) ওয়াকওয়ে দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রার বিভিন্ন ধাপের ঐতিহাসিক চিত্র অবলোকন করেন রাষ্ট্রপতি। দীর্ঘ ১৬ বছর ফ্যাসিবাদী শাসনে শহিদদের স্মরণে নির্মিত মেমোরিয়াল ও রেপ্লিকা আয়নাঘর ঘুরে দেখেন তিনি। জুলাই গণ -অভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে জাদুঘর প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষরোপণ করেন রাষ্ট্রপতি। এ ছাড়াও জাদুঘরের বিডিআর ম্যাসাকার, শাপলা ম্যাসাকার, নির্যাতনসামগ্রী, জোরপূর্বক গুমের সেকশনগুলো ঘুরে দেখেন তিনি। এ সময় শহিদদের চিঠি, স্মারক ও স্মৃতিচিহ্ন দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। জুলাই অভ্যুত্থানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও শিক্ষার্থী -জনতার সংগ্রামের অংশগুলো ঘুরে দেখেন তিনি। সবশেষ জুলাই জাদুঘরের মনসুন থিয়েটারে একটি

ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখে রাষ্ট্রপতি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। পরিদর্শন শেষে জাদুঘরের পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন , জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে একটি গণতান্ত্রিক , ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের সবার দায়িত্ব । ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে জুলাই গণ -অভ্যুত্থানের ইতিহাস যথাযথভাবে তুলে ধরতে এ ধরনের স্মৃতি সংরক্ষণ ও জাদুঘরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি জুলাই গণ -অভ্যুত্থানের শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। একই সঙ্গে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত সবার দ্রুত সুস্থ তা ও কল্যাণ কামনা করেন। জুলাই গণ -অভ্যুত্থানের শহিদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের আত্মত্যাগকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবেও উল্লেখ করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন , জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ও আত্মো ৎসর্গকারী ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগ জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তিনি শহিদদের আত্মত্যাগ এবং আহতদের ত্যাগ ও সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। এ সময় জুলাই জাদুঘর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সানজিদা ইসলাম তুলি , আবরার ইলিয়াস ও মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে রাষ্ট্রপতিকে জাদুঘরের বিভিন্ন স্থাপনা ও দলিলপত্রের বিষয়ে ব্রিফ করেন জুলাই জাদুঘরের গবেষণা দলের সদস্য জুবায়ের ইবনে কামাল ও ফারহান মাসুদ।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৯.০৯.২০২৬ এলিনা)

ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে চলবে ইলেকট্রিক ট্রেন, নকশা চূড়ান্ত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ‘চট্টগ্রামের সঙ্গে ঢাকার যাতায়াতে সময় ও দূরত্ব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম-ঢাকা করিডোরে ইলেকট্রিক ট্রেন পরিচালনায় ডিজাইন প্রণয়নের কাজ শেষ করেছে সরকার।, বুধবার বিকেলে সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে চট্টগ্রাম-১২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ এনামুল হকের তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। মোহাম্মদ এনামুল হকের প্রশ্ন ছিলো, দেশের অর্থনীতির লাইফলাইন চট্টগ্রামের সঙ্গে ঢাকার যাতায়াতে সময় ও দূরত্ব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ইলেকট্রিক ট্রেন চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; থাকলে কবে নাগাদ বাস্তবায়ন করা হবে? উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘চট্টগ্রাম-ঢাকা করিডোরে ইলেকট্রিক ট্রেন পরিচালনার জন্য ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন স্থাপনের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন প্রণয়নের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত হওয়ার পর প্রকল্পের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ও সময়সূচি নির্ধারণ করা হবে।, তিনি আরও বলেন, ‘অর্থায়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম-ঢাকা করিডোরে ইলেকট্রিক ট্রেন পরিচালনা করা সম্ভব হবে। ফলে ট্রেনের গড় গতি বৃদ্ধি পাবে এবং যাতায়াতের সময় কমবে।,প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের দূরত্ব হ্রাস করার লক্ষ্যে ঢাকা হতে কুমিল্লা পর্যন্ত কর্ডলাইন নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পাবে এবং গড় গতি বৃদ্ধি পাবে। তাই অল্প সময়ে ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে যাতায়াত করা যাবে।,সরকার ঢাকা হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেলপথকে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইনে রূপান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এসব পদক্ষেপের আওতায় টঙ্গী- আখাউড়া এবং লাকসাম-চট্টগ্রাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে। তন্মধ্যে, লাকসাম-চট্টগ্রাম ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, টঙ্গী-আখাউড়া ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন শেষ পর্যায়ে।, তারেক রহমান বলেন, ‘আশা করি এই প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম-ঢাকা করিডরে বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা এবং ট্রেনের গতি বৃদ্ধি পাবে।, জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বিকেল সাড়ে তিনটায় সংসদের অধিবেশন শুরু হয়।অধিবেশনের প্রথম ৩০ মিনিট ছিলো প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ আসাদ)

গ্যাসের চাহিদা পূরণে ১৮ কার্গো এলএনজি কিনবে সরকার

দেশে জরুরি গ্যাসের চাহিদা পূরণে অক্টোবর থেকে প্রতি মাসে ২ কার্গো করে মোট ১৮ কার্গো এলএনজি কিনবে সরকার। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে আগামী অক্টোবর থেকে ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত এসব কার্গো আমদানি করা হবে। বুধবার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় এর নীতিগত অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এর আগে দেশে জরুরি গ্যাসের চাহিদা পূরণে ১৮ কার্গো এলএনজি কেনার প্রস্তাব করে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ। যেখানে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অস্থিতিশীল ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশে জরুরি গ্যাসের চাহিদা পূরণের জন্য টোটাল এনার্জিসের কাছ থেকে বিপুল এই এলএনজি কেনার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবের আওতায় আন্তর্জাতিক ক্রয়ে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে অক্টোবর, ২০২৬ থেকে জুন, ২০২৭ পর্যন্ত প্রতি মাসে ২ কার্গো করে মোট ১৮ কার্গো এলএনজি বা প্রয়োজনে দুই পক্ষের সম্মতিতে আরও অতিরিক্ত কার্গো এলএনজি ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়। এদিকে বুধবারের সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের

ভিত্তিতে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকায় বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। মন্ত্রিসভা কমিটি এ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি নীতিগত অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ আসাদ)

কৃষকদের ৫ বছরের মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ চালিত পানির পাম্প দেওয়া হবে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, `আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সেচ কাজে ডিজেলচালিত পানির পাম্পের পরিবর্তে কৃষকদের সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প প্রদান করা হবে।,আজ বুধবার জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খানের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী সংসদকে একথা জানান। জামায়াতে ইসলামীর এই সংসদ সদস্যের প্রশ্ন ছিলো, সেচ কাজে ডিজেলচালিত ইঞ্জিনের পরিবর্তে কৃষকদের বিনামূল্যে সোলার বিদ্যুৎ দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা? উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, `বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে, যেসব স্থানে ডিজেল দিয়ে পানির পাম্প চালানো হয় সবগুলোকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আমরা সৌর বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে যাব।, তাজউদ্দীন খানের তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও অন্যান্য বিকল্প জ্বালানি উৎস সম্প্রসারণের সরকারের কর্মপরিকল্পনাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, `সরকার দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদার কথা বিবেচনা করে আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইতোমধ্যে ২০২৬ হতে ২০৩০ মেয়াদে জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কৌশলপত্র অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্তত ২০ শতাংশ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্তত ৩০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্ভাবনা ও বাস্তবতা বিবেচনায়, ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ খাতে নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ হতে ৫,৫০০ মেগাওয়াট, ভূমিভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ হতে ৪,৫০০ মেগাওয়াট এবং অন্যান্য প্রযুক্তি যেমন: বায়ু বর্জ্য, পানিবিদ্যুৎ, ভাসমান সোলার, অ্যাগ্রিভোলটেইক্স ইত্যাদি হতে ৪৫০-৫৫০ মেগাওয়াট। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, `নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন উৎসাহিত করতে সরকার ইতোমধ্যে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের জন্য অপরিহার্য পণ্যগুলির ওপর আরোপণীয় সমুদয় কাস্টমস ডিউটি, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, আগাম কর এবং ২ শতাংশের অতিরিক্ত অগ্রিম আয়কর হতে শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করেছে। সর্বশেষ, গত ১ সেপ্টেম্বর ব্যাটারিসহ ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় ইউনিট প্রতি সর্বোচ্চ আট টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।, তিনি বলেন, `বিশেষ প্রণোদনার অংশ হিসেবে উৎপাদন ব্যয়ের ওপর ২০ শতাংশ মুনাফা এ বং ১১.২৫ শতাংশ প্রিমিয়াম বিবেচনা করে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ১০ টাকা ৫০ পয়সা হারে নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।,
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ আসাদ)

যাত্রীবাহী ট্রেন না চললেও বাংলাদেশ-ভারত ৪৩টি পণ্যবাহী ট্রেন চালু রয়েছে: রেলমন্ত্রী

বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল না করলেও প্রায় ৪৩টি পণ্যবাহী ট্রেন চালু রয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলপথ মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।বুধবার বিকেলে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরে তিনি এ তথ্য জানান। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম। প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়। কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য রেজা আহাম্মেদ প্রশ্ন রেখে বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে কোনো ট্রেন চলাচল করছে কি না, করলে তার সংখ্যা কত এবং নতুন ট্রেন চালু করা হবে কিনা? জবাবে শেখ রবিউল আলম বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে মালবাহী ট্রেন চলাচল করছে। রহনপুর, দর্শনা, বেনাপোল ইন্টারচেঞ্জ স্টেশন দিয়ে পণ্যবাহী ভারতীয় গুডস ট্রেন গ্রহণ ও খালি রেক প্রেরণ করা হচ্ছে। প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৪৩টি পণ্যবাহী ট্রেন গ্রহণ ও ৪২টি খালি রেক প্রেরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে কোনো যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করছে না। যাত্রীবাহী ট্রেন পুনরায় চালুর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, রাজশাহী-কলকাতা-রাজশাহী রুটে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন পরিচালনার বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যায়ে রয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ আসাদ)

দাপ্তরিক চিঠিপত্রে `মহামান্য,ও `মাননীয়,শব্দ বাদের সিদ্ধান্ত

সরকারি দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি এবং সারসংক্ষেপে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদবির আগে সম্মানসূচক শব্দ `মহামান্য,`মাননীয়,লিখিতরূপে ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। একইভাবে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের পদবির রূপরেখাতেও লিখিতভাবে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ অধিশাখা থেকে জারি করা এক পরিপত্রে এই নির্দেশনার কথা জানানো হয়। উপসচিব তানিয়া আফরোজের সই করা পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়, দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথিপত্র ও সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির পদবির পূর্বে `মহামান্য,এবং প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের পদবির পূর্বে `মাননীয়,বা অন্য কোনো সম্মানসূচক শব্দ লিখিতভাবে ব্যবহার না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পরিপত্রে সরকারের সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সব দপ্তরকে চিঠি, নথি ও সারসংক্ষেপ প্রেরণের সময় পদবির আগে এসব সম্মানসূচক শব্দ বা অন্য কোনো

বিশেষ বিশেষণ ব্যবহার না করার অনুরোধ জানানো হয়। বিষয়টিকে `অতি গুরুত্বপূর্ণ,উল্লেখ করে এই নির্দেশনা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে বলে পরিপত্রে বলা হয়েছে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ আসাদ)

প্রকল্পের মেয়াদ-ব্যয় বৃদ্ধি ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর

সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে বারবার মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা ঠেকাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির পেছনে দুর্বল সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, যথাযথ ব্যয় প্রাক্কলন না করা, ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, ক্রয় প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা, দুর্বল মনিটরিং ও জবাবদিহির ঘাটতিসহ বিভিন্ন কারণ রয়েছে। বুধবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে কুমিল্লা-১০ আসনের সংসদ সদস্য মো. মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার লিখিত প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বিকেল সাড়ে ৩টায় জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠক শুরু হয়। শুরুতে প্রশ্নোত্তর পর্বে লিখিত প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, `বাংলাদেশে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে মেয়াদ বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধি সাধারণত একটিমাত্র কারণে হয় না' বরং প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন, ভূমি অধিগ্রহণ, অর্থায়ন, ক্রয় প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনার একাধিক দুর্বলতা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই সমস্যা তৈরি করে। তিনি বলেন, `প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতার বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর এ বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণের আগে নির্ভুল সম্ভাব্যতা সমীক্ষা নিশ্চিত করা এবং প্রকল্প অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন প্রস্তুতি দ্রুত করার উদ্যোগ রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধনসংক্রান্ত বিদ্যমান নির্দেশিকা সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং জোরদার করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ড্যাশবোর্ড স্থাপন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে নিয়মিত প্রকল্প পর্যালোচনা ও মাঠপর্যায়ে নিবিড় তদারকি বাড়ানো হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের কাজ দ্রুত শেষ করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। যেসব প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়নি, সেগুলোর বিলম্ব, অনিয়ম, ব্যয় বৃদ্ধি ও সংশোধনের কারণ পর্যালোচনা করে বিলম্বের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, `যেসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩০ শতাংশের কম, সেসব প্রকল্পের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা বিবেচনা করে প্রকল্পগুলো পুনর্বিন্যাস, স্কোপ পরিবর্তন কিংবা চলমান রাখার বিষয়ে মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে প্রকল্প গ্রহণ না করে সমন্বিত কর্মসূচির অধীনে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ আসাদ)

সারাদেশে ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু

সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অন্তত তিনজন মারা গেছেন। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৪৬৩ জন। বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের ডেঙ্গু-সংক্রান্ত নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া তিনজনের মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটিতে একজন, ময়মনসিংহ বিভাগে একজন ও রংপুর বিভাগে একজন রয়েছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর দেশে ডেঙ্গুতে এ পর্যন্ত মোট ১৩৩ জন মারা গেছেন। আর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৪৬ হাজার ৯৩৮ জন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ আসাদ)

হাসিনা দিল্লি গিয়েছে, তারা কোথায় যাবে তাও জানেন না: নাহিদ ইসলাম

সরকারি চাকরির নিয়োগের ভাইভায় নাম্বার বাড়ালে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, চাকরি নিয়োগে দুর্নীতি বন্ধের কথা বলা হলেও এখন ভাইভায় নম্বর ৪০০-তে বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। যদি সবার সঙ্গে আলোচনা না করেই নম্বর বাড়ানো হয় তাহলে সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর কর্মসূচি নেওয়া হবে। হাসিনা দিল্লি গিয়েছে, তারা কোথায় যাবে তাও জানেন না। বুধবার বিকেলে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশক্তি আয়োজিত বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তারুণ্যের রাজনৈতিক ভাবনা শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশক্তির উদ্যোগে কীর্তনখোলা মিলনায়তনে নাহিদ ইসলাম আরও বলেছেন, বাক স্বাধীনতার কথা বলা হলেও সরকার সমালোচনার নামে শতাধিক গ্রেপ্তার করেছে। এসময় তিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে ধারণে সবাইকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জুলাই সনদ যদি বাস্তবায়ন না হয় তাহলে এমন আন্দোলন গড়ে তোলা হবে যে সরকার টিকতে পারবে না।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ আসাদ)

প্রবাসী আয় বেড়েছে ১৬.৪ শতাংশ

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম ৭১ দিনে দেশে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স এসেছে ৬৭৩ কোটি মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রবাসীরা দেশে ৬৭৩ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন। গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ৫৭৮ কোটি ডলার। ফলে এক বছরের ব্যবধানে প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ৯৫ কোটি ডলার। চলতি সেপ্টেম্বরেও রেমিট্যান্স প্রবাহে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে। মাসের প্রথম আট দিনে দেশে এসেছে ৯০ কোটি ৪০ লাখ ডলার। গত বছরের সেপ্টেম্বরের একই সময়ে এসেছিল ৮৮ কোটি ১০ লাখ ডলার। ফলে এ সময়ে প্রবাসী আয় বেড়েছে ২ দশমিক ৭ শতাংশ। এদিকে, ৮ সেপ্টেম্বর এক দিনেই প্রবাসীরা দেশে ১৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন। প্রবাসী আয়ের এই ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পাশাপাশি, বৈদেশিক লেনদেন ও সামগ্রিক বহিঃখাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেও বাড়তি প্রবাসী আয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ আসাদ)

বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আর দুর্নীতিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হবে না, সেটা হওয়া সম্ভব না: রুমিন ফারহানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার বক্তব্য ঘিরে জাতীয় সংসদে হট্টগোলের সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার রাতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশন চলাকালে ব্যাংক রেজুলেশন বিল, ২০২৬ জনমত যাচাই ও বাছাই কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাবের ওপর আলোচনার সময় এ ঘটনা ঘটে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের এই সংসদ সদস্য বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আর দুর্নীতিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হবে না, সেইটাও হওয়া সম্ভব না। বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আর বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ঋণ খেলাপিতে সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করবে না, সেটাও হতে পারে না। সুতরাং বিএনপি ক্ষমতায় আসা মানেই ঋণ খেলাপিতে সর্বোচ্চ হওয়া। ৬ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকার উপরে ঋণ খেলাপি হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তার এমন বক্তব্যে সরকারদলীয় সংসদ সদস্য প্রতিবাদ জানাতে থাকলে সংসদে হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। এ সময় ডেপুটি স্পিকার তাদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, পার্লামেন্ট যারা আছেন, প্রত্যেকের এখানে স্বাধীনতা আছে, তারা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। যখন আপনাদের সুযোগ আসবে তখন আপনারা সেটি খণ্ডন করবেন, কিন্তু বক্তব্য প্রদানে বাধা প্রদান করা কোনো অবস্থাতেই কাম্য না। পরে নিজের বক্তব্যে রুমিন ফারহানা বলেন, এত অসহিষ্ণু সংসদ, মনে হয় যেন একেবারে আওয়ামী লীগের আমলে ফিরে গেছি। আওয়ামী লীগকে যখন বলতাম, তখন তারাও হট্টগোল করত। এখন একই ধরনের আচরণ করছে, আরও খারাপ আচরণ। পরে ব্যাংক রেজুলেশন বিল, ২০২৬ এর ১৮ এর `ক,ধারা বহাল রাখার সমালোচনা করেন তিনি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের এই সংসদ সদস্য বলেন, এই সংসদে বেশিরভাগ সংসদ সদস্য ঋণ খেলাপি হিসেবে পরিচিত। নির্বাচনের আগে নামটা কাটানোর জন্য হাইকোর্টে গিয়ে রিট করা‘ এগুলো আমাদের পুরানো সংস্কৃতি। এগুলো আমরা বহু দেখেছি। এর মধ্যেই রুমিন ফারহানার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে হট্টগোল ইস্যুতে ডেপুটি স্পিকারের কাছে কথা বলার অনুমতি চান বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। পরে ডেপুটি স্পিকার অনুমতি দিলে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, একজন সংসদ সদস্য তার কথা বলতে দাঁড়িয়েছেন। আপনার জায়গা থেকে আপনি তাকে সুযোগ দিয়েছেন। হতে পারে তার কথাগুলা সবগুলা সঙ্গত নয়, আবার হতে পারে যে তার কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা তো কিছুই শুনতে পারলাম না। এ সময় সংসদ সদস্যদের বক্তব্য রাখার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়ে ডেপুটি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৯.০৯.২০২৬ আসাদ)

BBC

N KOREA HAS BUILT TWO-STOREY URANIUM ENRICHMENT FACILITY: WATCHDOG

North Korea has built a new two-storey uranium enrichment facility, the head of the world's nuclear watchdog said this week, calling it a cause for "serious concern". The new building is part of the main Yongbyon nuclear complex, and reportedly capable of housing up to 28 centrifuge cascades used to enrich uranium. In a report published late last month, the International Atomic Energy Agency said Pyongyang has also begun operating an expanded annex at another enrichment site. These findings point to a steady expansion of the North's sanctioned nuclear infrastructure. The agency, which has no inspectors in North Korea since it was expelled in 2009, relies on satellite imagery for assessments. "The continuation and further development of the DPRK's nuclear programme are clear violations of relevant UN Security Council resolutions and are deeply regrettable," IAEA director Rafael Grossi said in a statement earlier this week. (BBC News Web Page: 09/09/26, FARUK)

GERMANY'S MERZ ATTACKS AfD IN STORMY DEBATE AFTER FAR-RIGHT ELECTION WIN

German chancellor Friedrich Merz has clashed with AfD leader Alice Weidel in parliament, calling her party a "destructive force" with a migration policy that amounts to "ethnic cleansing" for skilled workers. Merz was addressing the Bundestag in the aftermath of the anti-immigration party's sweeping victory in the eastern state of Saxony-Anhalt where it won almost 44% of the vote, while the chancellor's conservatives saw their vote halved. Weidel told MPs that voters had shown that Merz's coalition with the centre left was a total failure and his time was up. Merz hit back saying the AfD had harmed German interests by backing Russia, and its "remigration" policy would affect millions.
(BBC News Web Page: 09/09/26, FARUK)

OIL HITS $100 A BARREL FOR FIRST TIME SINCE JULY AFTER US AND HOUTHI STRIKES

Oil prices rose past $100 a barrel on Wednesday after further strikes in the conflict between the US and Iran and continuing Houthi attacks in Saudi Arabia. In back and forth attacks, the US hit five Iranian tankers in reprisal strikes after Tehran targeted one of its warships. Brent crude - which is the global benchmark for prices - has not been as expensive since the end of July, when a ceasefire between Iran and the US collapsed. Yemen's Iran-backed Houthi movement also attacked oil facilities in Saudi Arabia on Tuesday and have been targeting tankers in the Red Sea. Brent crude did dip back down to $99.90 a barrel, but any fresh flare-ups in the Middle East could see it pushed higher again.
(BBC News Web Page: 09/09/26, FARUK)

US TO BAN IMPORTS OF SOME CANADIAN ALCOHOL, DAIRY GOODS AND MOTORBIKES

The US will ban imports of a range of Canadian products, including alcoholic spirits, some dairy goods and motorbikes, after its neighbour's retaliatory tariffs on American goods came into force. In a series of executive orders on Tuesday, President Donald Trump said Canada was "discriminating" against the US and outlined the bans, which will begin on 29 September. Officials on both sides have said they would like to strike a trade deal, but no new talks have been scheduled since negotiations collapsed in late August. Dominic LeBlanc, Canada's trade minister, said the latest US measures were "unjustified" and that he would work to protect the country's workers, families and businesses.
(BBC News Web Page: 09/09/26, FARUK)

RUSSIA AND UKRAINE EXCHANGE STRIKES AS TWO KILLED AT MOLDOVA BORDER

Two people have been killed after Russian drones struck a border crossing between Ukraine and Moldova, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said. The Starokozache crossing, around 500km south of Kyiv, was closed after the overnight attack. Images from the scene showed several cars left completely scorched, with wreckage and debris strewn across the border post. Meanwhile, four people, including a child, were killed in the southern Russian city of Novorossiysk in a Ukrainian drone attack, the regional governor said. Both Russia and Ukraine have stepped up long-range strikes in recent months, despite renewed diplomatic efforts to end the war. (BBC News Web Page: 09/09/26, FARUK)

BABY ORANGUTANS FOUND IN INDIAN FOREST SPARK TRAFFICKING INQUIRY

Five baby orangutans have been found in a forest in India's eastern state of Odisha, far from their natural habitat, prompting an investigation into how they got there. Photographs and videos widely shared online show the young apes sitting together on the forest floor and eating bananas, thousands of kilometres from the tropical rainforests where they belong. Orangutans are not native to India. The critically endangered apes are found in the wild only in Indonesia and Malaysia. Odisha's forest minister has said investigators are examining whether the animals were trafficked into the country by an international smuggling network and abandoned near a highway. The orangutans were rescued early on Tuesday in Balasore district after local people spotted them and alerted forest officials.
(BBC News Web Page: 09/09/26, FARUK)

ISRAELI SETTLEMENT EXPANSION HAS RISEN SHARPLY IN THE WEST BANK

The West Bank is an area west of the River Jordan which has been occupied by Israel since the 1967 war. Israel has built around 160 settlements housing 7,00,000 people since then,

despite all Israeli settlement in the West Bank being illegal under international law. Around 3.3 million Palestinians live alongside them. Settlement expansion has risen sharply since Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu returned to power in 2022, our Middle East Correspondent Lucy Williamson reports, following the war in Gaza and Hamas 7 October 2023 attack on Israel. Since the beginning of 2025, the UN has recorded 316 Palestinians killed by Israeli forces or settlers, and more than 5,600 injured, to the end of July 2026. Israel also recently opened up tenders for the construction of around 1,200 new homes in an area known as E1. (BBC News Web Page: 09/09/26, FARUK)

US STRIKES FIVE IRANIAN OIL TANKERS, AS IRAN ATTACKS 10 SHIPS: JORDAN BASE

Iran says it has attacked 10 ships near the Strait of Hormuz after the US announced it had sunk five Iranian oil tankers in the Gulf of Oman and near Kharg island after accusing Tehran of launching ballistic missiles at a US warship. Iran also fired missiles at US forces stationed at the Al-Azraq base in Jordan. The exchange of fire overnight and Wednesday morning comes amid escalating tensions in the Gulf six months into the US and Israel's war on Iran, with Tehran closing the Strait of Hormuz and Washington enforcing a naval blockade on Iranian ports. The hostilities drove oil prices above $100 a barrel in early trading on Wednesday. Iran's Foreign Ministry condemned US attacks on Iranian tankers, warning of the escalatory consequences of such attacks. (BBC News Web Page: 09/09/26, FARUK)

:: THE END ::